নারীর পথে

<u>ডিজিটাল প্রকাশক</u>

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'নারীর পথে' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ১২শ সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

অমিয় বাণী

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBDoYrC6t_sAYbtQmSXgoEcPneUKd

অমিয় লিপি

https://drive.google.com/open?id=1zBTbYhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

নারীর নীতি

https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXCB7xsSSHIYI-pSlC-U9h

নারীর পথে

https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CJYJZ2U0TS-9q-fCVQ7ql3

পথের কড়ি

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

চলার সাথী

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYSjolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqqs

তাঁর চিঠি

https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e

আশীষ বাণী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IoohjFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktEbBS

আশীষ বাণী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQqUekfH5Vr

জীবন দীপ্তি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqlnNSrNHl13QYiKOA_wEgu

জীবন দীপ্তি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz

জীবন দীপ্তি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrjW7ibm8_UpOsXeivq

সুরত–সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি

https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YDVVxImDEr-oQvk7G0YuTGJTc0h

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

https://drive.google.com/open?id=1vszRjJSvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3-

অখণ্ড জীবন দর্শন

https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcvg2unJnjBn50Fnh3wUgkn99h

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নারীর পথে

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রশ্নকর্ত্তা ও পাদটীকা সংযোজক :—

শ্রীপঞ্চানন সরকার, এম-এ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক:

শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ
দেওঘর (ঝাড়খণ্ড)

১০ম সংস্করণ—১০, ০০০
১লা বৈশাখ, ১৩৯৪
১২শ সংস্করণ—২০, ০০০
অগ্রহায়ণ, ১৪০৮

মুদ্রক ঃ

বেঙ্গল ফোটোটাইপ কোম্পানী
৪৬/১, রাজা রামমোহন রায় সরণি
কলকাতা ৭০০ ০০৯

Narir Pathe (Bengali)
12th Edition, December-2001

ভূমিকা

(চতুর্থ সংস্করণ)

সমাজ-সংস্থিতির মূলে নারীর অবদান অপরিসীম। দুহিতা, ভগিনী, জায়া, জননী ও গৃহিণীরূপে তাঁরাই সংসারকে ধ'রে রাখেন। নারীর নিষ্ঠা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রেরণা, সেবা, যত্ন, প্রীতি, মমতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা পুরুষকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে, ক'রে তোলে জীবনসংগ্রামে অপরাজেয়। সহধর্ম্মিণী ও জন্মদাত্রীরূপে তাঁরা উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজননের মাধ্যমে মানবসমাজকে ক'রে তোলেন দিব্য বিবর্ত্তনমুখর ও মহামহিমান্বিত। ঘরে-ঘরে নারী সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী জগদ্ধাত্রীরই প্রতিমূর্ত্তি। তাঁরই গুণ-বৈভবে আমাদের ধূলিমলিন গৃহাঙ্গন শুচিশুভ্র মঞ্জুলমধুর মঙ্গলতীর্থে রূপান্তরিত হয়, সংসার হ'য়ে ওঠে শান্তির স্বর্গ—যেখান থেকে উৎসারিত হ'য়ে চলে সর্ব্বতোমুখী কল্যাণমণ্ডিত অভ্যুদয়ের ধারা। আদর্শ যদিও এমনতর, কিন্তু বাস্তবজীবনে আমরা বহুতর ক্ষেত্রে দেখতে পাই এক ভিন্ন চিত্র—যা' আমাদের সন্ত্রস্ত, বিহ্বল ও দিশেহারা ক'রে তোলে। সেই রূঢ় বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আর্ত্ত আকুলতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও তীব্র সন্ধিৎসা নিয়ে শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ও প্রতিঋত্বিক্ শ্রীযুত পঞ্চানন সরকার নারীজীবনের সঙ্গে জড়িত বহু জটিল বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তন্ন-তন্ন ক'রে যে-সব কূট প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং তার উত্তরে ক্ষুরধার অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অপূর্ব্ব তত্ত্বদৃষ্টিসমন্বিত যে-সব অভিনব মৌলিক সমাধান পরমদয়ালের দিব্য অবদান-স্বরূপ পেয়েছেন—তাই-ই এই 'নারীর পথে' পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। সুপণ্ডিত প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির সমর্থনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শনের ভাণ্ডার মন্থন ক'রে বহু উদ্ধৃতি পাদটীকা-হিসাবে সংযোজন করায় পাঠকবর্গের বিশেষ উপকার হয়েছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে দুই-এক জায়গায় সামান্য পরিবর্ত্তন করা হয়েছে, আর সব আগের মতই আছে।

গার্হস্থ্য-আশ্রম, বিবাহের রীতি-পদ্ধতি, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বংশানুক্রমিকতা, বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের উপকারিতা, প্রতিলোমের কুফল, মানবসমাজে নারীর স্থান, নারীর বৈশিষ্ট্য, নারীর শিক্ষা, নারীজীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে করণীয়, নারীর অধিকার, নারীর চালচলন, সতীত্ব, সহধর্ম্মিণীত্ব, মাতৃত্ব, সুজনন ও কুজননের কারণ, নারীর বিকৃতি, পুরুষের বৈশিষ্ট্য, পুরুষের করণীয়, পুরুষের দেহ, মন, আয়ু ও কর্ম্মশক্তির উপর স্ত্রীর প্রভাব, আদর্শ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন, সেবা, ধর্ম্মাচরণ, আদর্শনিষ্ঠা, প্রেমের স্বরূপ, ভগবৎ-প্রাপ্তি ইত্যাদি অজস্র বিষয় সম্বন্ধে এই পুস্তকে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। নানা সমস্যাজর্জ্জরিত, সঙ্কটপ্রপীড়িত, শতধাবিধ্বস্ত বর্ত্তমান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতার গৌরবময় পুনরভ্যুত্থানের জন্য পুরুষের আদর্শনিষ্ঠা, নারীর সতীত্ব ও সুসঙ্গত বিবাহের প্রয়োজন যে কতখানি অনিবার্য্য তা' এই পুস্তক-পাঠে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

পরমদয়ালের চরণে প্রার্থনা করি, তাঁর দেওয়া এই পূতনির্দ্দেশের অনুধাবন ও অনুসরণে প্রতিটি নরনারীর জীবন অনির্ব্বাণ আত্মিক ঔজ্জ্বল্যে সমুদ্ভাসিত হ'য়ে চলুক, এবং বিহিত পরিক্রমায় জগতের বুকে নেমে আসুক দিব্যসংস্কারসম্পন্ন অগণিত দেবসন্তান, যাদের চারিত্রিক প্রভায় বসুন্ধরা ধন্য হবে, নির্ম্মল হবে, নিষ্কলুষ হবে। —বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
৩রা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৭১
১৯।৯।১৯৬৪

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দশম সংস্করণের ভূমিকা

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত আলোচনাচ্ছলে সংগৃহীত "নারীর পথে" পুস্তকখানি সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা থাকে না। এই পুস্তক বহু প্রচারিত। নবম সংস্করণ নিঃশেষিত। বর্ত্তমানে দশম সংস্করণটি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ-রূপে প্রকাশিত হ'ল। নারী-জীবনের যাবতীয় সমস্যা ও তার সমাধানের উপর লিখিত এই আকরগ্রন্থখানির পঠন-পাঠনে সমাজে নেমে আসুক শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্বস্তি—এই আমাদের প্রার্থনা পরমপিতার রাতুল চরণে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা বৈশাখ
১৩৯৪

প্রকাশক

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
অনিচ্ছাসত্ত্বে পদস্খলিতা নারীর প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য	....	৯৩
অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ	....	৩৪
অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের সুফল	....	৩৩
অবনতির প্রধান কারণ	....	৪০
অবরোধ-প্রথার সূত্রপাত	....	৯৫
অবরোধ-প্রথার দোষ	....	৯৫
অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের কিভাবে চলা উচিত ?	....	৮১
অভিভাবকহীন নারীজীবন	....	১৬
অযোগ্যতা নিরসনের পন্থা	....	৪৮
'অর্দ্ধাঙ্গিনী' কথার তাৎপর্য্য	....	৫৫
অসুস্থতার ইচ্ছা	....	৬৪
আত্মসমর্পণ মানে কী ?	....	১০৫
আদর্শ-বিরোধী স্ত্রী-সম্বন্ধে করণীয় কী ?	....	৫৯
আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ	....	৩৮
আপদ্ধর্ম্ম	....	৪০
ইচ্ছাশক্তি ও প্রেম	....	১০৪
ইতর-অহংপ্রসূত সাধনার পরিণতি	....	২৮
উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মাপকাঠি	....	২৫
উন্নতির বিধি	....	৪১
একজনের অনেকের সঙ্গে ভাব হইতে পারে কি ?	....	৬৩, ৯৮
কন্যা-সন্তান বেশী জন্মাইবার কারণ	....	৯১
কর্ত্তব্য ও ভালবাসা	....	৭১
কর্ম্ম-প্রবণতা ও দক্ষতার আবির্ভাব হয় কখন ?	....	৬৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
কষ্ট মানে কী ?	....	১০৪
কা'দের অবিবাহিত থাকা দোষের	....	৭৫
কামচিন্তা-পরায়ণা অবিবাহিতা মেয়েদের পরিণাম	....	৭৭
কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের তাৎপর্য্য	....	৬
কাহার ইচ্ছায় বিবাহ হওয়া উচিত ?	....	৪১
কুসন্তান-লাভের কারণ	....	৮৪
কোর্টশিপ	....	২২
কোন্ অধীনতা পরাধীনতা নয় ?	....	৮০
কোন্ গুণের বংশানুক্রমিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় ?	....	২৭
কোন্ ধরণের বিধবাবিবাহ অনুমোদনযোগ্য ?	....	৪৭
কোন্ রকমের মেয়ে অবিবাহিতা থাকিবার উপযুক্ত ?	....	৭৭
খিটখিটে মেজাজের কারণ	....	৬৫
গ্রহণযোগ্যা নারীকে প্রত্যাখ্যান	....	৪৫
গৃহবিবাদ-স্থলে স্ত্রীকে কি সমর্থন করা যায় ?	....	৭১
গার্হস্থ্য-আশ্রম শ্রেষ্ঠ কেন ?	....	১
গোত্র মানে কী ?	....	৩১
চির-কুমারী-মেয়ের আশ্রয় কী ?	....	৮১
ছেলে জন্মাইবার উপায়	....	৯১
জাতি কী ?	....	৩৮
জাতিগত দুর্ব্বলতার কারণ কী ?	....	৮৯
জাতির উৎকর্ষ সাধনের উপায়	....	৪৯
জাতির অবনতির মুখ্য কারণ	....	৩৫
জায়া কাহাকে বলে ?	....	৫৪
জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য	....	২৭
জীব-জগতে নারীর স্থান	....	১৩
জীবনকে সার্থক করবার উপায়	....	৭৬
জীবনে ক্ষতের উৎপত্তি হয় কেমন করে ?	....	৬৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
Thrashing denial মানে কী	....	৯০
দ্বিজ ত্রিবর্ণের সম্পর্ক	....	৩৫
দুনিয়া বিপদসঙ্কুল লাগে কখন ?	....	২
দোষদর্শিনী স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার	....	৭২
ধর্ম্ম বলতে কি বুঝব ?	....	৩
নর-নারীর মিলনের উদ্দেশ্য	....	১৩
নর-নারীর স্বাভাবিক সম্বন্ধ	....	১২
নষ্ট পুরুষ কে ?	....	৮৯
'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' কথার অর্থ	....	৭৮
নারী অসতী হয় কেন ?	....	৯৭
নারী ও পুরুষের পার্থক্য	....	৮
নারী ও পুরুষের সার্থকতা	....	৭৯
নারী পুরুষকে বরণ করিলে পুরুষের করণীয় কী ?	....	৪৫
নারী ও পুরুষের পরস্পরের ভালবাসায় পার্থক্য	....	৫৭
নারীত্ব	....	৭
নারীত্বের বিকৃতি	....	১১
নারীর উচ্চশিক্ষা কেমন হওয়া উচিত ?	....	৯৫
নারীর কিরূপ শিক্ষা প্রয়োজন ?	....	৯৫
নারীর তুষ্টি-পুষ্টি পাওয়ার কথা	....	৬৭
নারীর পরিণতি	....	১২
নারীর প্রস্তাব কখন অগ্রাহ্য করা যায় ?	....	৪৫
নারীর পুরুষের কাছে চাইবার কী আছে ?	....	৬৭
নারীর বিবাহের বয়স	....	৫০
নারী-বৈশিষ্ট্য	....	৭
নারীর স্বাধীনতা	....	১১
নারীর-স্বাধীনতার স্বরূপ	....	৯৪
নোংরামির ইচ্ছা	....	৬৪

বিষয় .... পৃষ্ঠা

পতি ও পিতাতে প্রভেদ কী ৫৪
পতি বলতে কী বুঝায় ? ৫৪
পতিব্রতা কে ? ৫৬
পতিত কে ? ৫৯, ৯৮
পতিতাকে উদ্ধারের উপায় ৯৯
পতিতাদের স্থান সমাজে কিরূপ হইতে পারে ? ১০০
পতিতার প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য ৯৯
'পরিস্রুতি' কাহাকে বলে ? ৩৯
পত্নী কী ? ৫৪
পাপ মানে কী ? ৯৩
পুরুষ অসৎ হয় কখন ? ৯৮
পুরুষ ও নারীর অধিকার ১১
পুরুষের কর্ত্তব্য ১৭
পুরুষের দীর্ঘজীবন-লাভের উপায় ৫৯
পুরুষের ধর্ম্ম ৪২
পুরুষের পুরুষত্ব কী ? ৮
পুরুষের বহুবিবাহ ৪৫, ৯৭
পুরুষের বিবাহের উপযুক্ত বয়স ৫১
পুরুষের সার্থকতা ৯
পুরুষের স্ত্রী-আসক্তি ৯৮
পুরুষের স্ত্রী-সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ৬৭
প্রকৃতি-প্রসূ বর্ণ-ব্রাহ্মণ ২৯
প্রতিভাবান্ লোক নিঃসন্তান বা কুসন্তানের জনক হয় কেন ? ৮৪
প্রতিলোম নিন্দনীয় কেন ? ৩৬
প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য ৯৩
প্রিয়কে মহীয়ান ক'রে তোলার কায়দা ১০৫
প্রিয়তম চির-সুন্দর কেন ? ১০৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রেমে প্রিয়র কি চাওয়া থাকে ?	....	১০১
প্রেমে বার্দ্ধক্য দূরে স'রে যায়	....	১০৭
প্রেমের জ্ঞান সহজ কেন ?	....	১০১
প্রেমের লক্ষণ কী ?	....	১০১
'বধূ' কথার অর্থ	....	৫৪
বর মানে কী ?	....	৫৩
বর বলে কেন ?	....	৩৮
বরের মেয়ে-দেখা প্রথা	....	৪৩
ব্যক্তির সহজাত সম্পদ্ কী ?	....	২৬
বর্ণ	....	২৫
বর্ণ ও বংশের পার্থক্য কী ?	....	৩১
বর্ণ ও ব্যক্তিগত জীবন	....	২৬
বর্ণ-বিভেদের মূলকথা	....	২৬
বংশলোপের কারণ	....	৮৬
বংশহানির কারণ	....	৮৪
বংশানুক্রমিকতা	....	২৬
বংশানুক্রমিকতা এবং ব্যক্তিগত গুণ	....	২৬
বংশানুক্রমিক গুণের বৈশিষ্ট্য	....	২৭
ব্রহ্মচর্য্য কী ?	....	৪
বাক্‌দানের চিহ্ন	....	৪৫
বাক্‌দানের তাৎপর্য্য	....	৪৪
বাগ্‌দত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ	....	৪৪
বাঙ্গালীর আয়ুঃ-হীনতার প্রধান কারণ	....	৫১
ব্রাহ্মণ কে ?	....	২৯
বিধবা হওয়া দুর্ভাগ্য কেন ?	....	৫২
বিরহ কী ?	....	১০৭
বিবাহ-ব্যাপারে উৎসাহ বেশী কাহার ?	....	১৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিবাহ-বিচ্ছেদের সুবিধা কী ?	....	৬৬
বিবাহ-বিভ্রাটের পরিণাম	....	৬৪
বিবাহ মানে কী ?	....	১৭
বিবাহিত জীবনে কামুকতা	....	১৭
বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য	....	৫
বিবাহিত জীবন অল্পদিনেই নীরস হ'য়ে পড়ে কেন ?	....	৬৪
বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবন—কোন্‌টা ভাল ?	....	৭৫
বিবাহে অভিভাবকের কর্ত্তব্য	....	৪২
বিবাহে গুরুর স্থান	....	৫৩
বিবাহে বর্ণ এবং বংশ	....	২৬
বিবাহের অযোগ্য পুরুষ	....	৪২
বিবাহের প্রকৃত পদ্ধতি	....	১৯
বিবাহের প্রকার-ভেদ	....	৪১
বিবাহের প্রয়োজনীয়তা	....	১৫
বিবাহের মূল উদ্দেশ্য	....	১৯
বিক্ষেপহীন স্ত্রী-সহবাস	....	৬
বেশ্যার সংখ্যা-বৃদ্ধি হইবার কারণ	....	৯৯
বৈশ্য কাহাকে বলে ?	....	৩০
বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত নারী-পুরুষ	....	৪২
বৃত্তিভেদ কী ?	....	১০৫
ভগবৎ-প্রাপ্তি কী ?	....	১০৭
ভাব মানে কী ?	..	৭০
'ভার্য্যা' শব্দের অর্থ	...	৫৫
ভালবাসা বলতে কী বুঝায় ?	....	৬৩
মন্ত্র-উচ্চারণের সার্থকতা	...	৫৩
মনের মিল না থাকলেও কি যৌন মিলন হয় ?	....	৬৪
মাতৃত্বের তাচ্ছিল্যে নারীত্বের অবস্থা	....	১৩

বিষয় পৃষ্ঠা

মানুষের প্রথম লক্ষ্য ১

মাল্য-বিনিময়ের তাৎপর্য্য ৫৩

মিলনের মূলসূত্র ১৯

যুবক মাষ্টার রেখে মেয়ে পড়ান উচিত কি ? ৮২

যুবক-যুবতীর মেলামেশা বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠে কেন ? ৮৩

শ্বশুর-গৃহে মেয়েদের কর্ত্তব্য ৬০

শ্বশুর-শাশুড়িকে সেবা না করার দোষ ৬১

শান্তি কী ? মানুষ শান্তি চায় কেন ? ১০৮

শিথিল স্বামী-ভক্তির লক্ষণ ৭২

শূদ্র কাহারা ? ৩১

শ্রেষ্ঠ পুরুষদের বহুবিবাহে সুফল ৪৭

শ্রেষ্ঠ পুরুষের অযোগ্য সন্তান এবং নিকৃষ্ট পুরুষের সুসন্তান জন্মাইবার কারণ ৮৪

শ্রেষ্ঠ ও নিম্নে আসক্তির ফলাফল ৩৬

সকাম ও নিষ্কাম ভালবাসা ১০৩

সগোত্রে বিবাহের কুফল ৩২

সত্যিকারের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-লাভের উপায় ৬৮

সত্যিকারের ও সাধনা উৎকর্ষ ২৫

সতীত্বের লক্ষণ ৫৬

সন্তান অপরিপুষ্ট বৃত্তিযুক্ত হয় কখন ও কেন ? ৮৫

সপত্নী-বিদ্বেষের কারণ ৬০

সবর্ণ বিবাহ ৩৩

সর্ব্ববৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রীর লক্ষণ ৫৬

সহজ সংস্কারের অভ্যুদয় ২৩

সহধর্ম্মিণী কেন বলা হয় ? ৫৫

সহধর্ম্মিণীত্বের সার্থকতা ৯৮

সার্থক নারীত্ব ৯

সার্থক বিবাহ ৭৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
সার্থক মিলন	....	৭৩
সামাজিক নির্ব্বাচন	....	৯৯
স্বতঃ-উৎসারিত সাধনার স্বরূপ	....	২৭
স্বার্থপর স্ত্রীর লক্ষণ	....	৫৯
স্বার্থ এবং ভালবাসা	....	১০১
স্বাভাবিক শ্রদ্ধা কোন্‌টা ?	....	২১
'স্বামী' কথার অর্থ	....	৫৩
স্বামী-ভক্তির নির্দ্দশন	....	৬০
স্বামীর অমতে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা যায় কি ?	....	৬১
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসার অব্যর্থ পরখ	....	৬০
স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের অবসান	....	৬৭
স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য	....	৫০
স্বামী-স্ত্রীর সমবয়সী হওয়ার দোষ	....	৫০
'স্ত্রী' কথার মানে কী ?	....	৫৪
স্ত্রীর কাম্য	....	৬১
স্ত্রী-চরিত্র কেমন ?	....	৭৯
স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্ব	....	৭৮
স্ত্রীর নিকট আত্মপ্রশংসায় কী হয় ?	....	৭১
স্ত্রীর দোষে স্বামীর ক্লীবত্ব	....	৮৭
স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ কোন্‌ স্থলে সমীচীন ?	....	৬৬
স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহে দোষ কী	....	৬৬
স্ত্রীর প্রভাব	....	১৫, ৮৪
স্ত্রী-পুরুষ অজীর্ণরোগ ও কামবিকার-গ্রস্ত হয় কখন ?	....	৮৭
স্ত্রী-ভ্রূণকে পুং-সন্তানে পরিণত করার বিধি	....	৯২
সুন্দর মানে কী ?	....	১০৬
সু বা কুসন্তান লাভের সর্ত্ত কী ?	....	৮৪
সুসন্তান জন্মাইবার কারণ কী ?	....	৮৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
সুসন্তান প্রসূত হয় কখন ?	....	৭৪
সুসন্তান-লাভের পন্থা	....	৪৭
সেবা কী ?	....	৩
ক্ষত্রিয় কে ?	....	৩০

সত্তা সচ্চিদানন্দময়—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তাই ধর্ম্ম
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি
ধৃতি আনে সহানুভূতি
সহানুভূতি আনে সংহতি
সংহতি আনে শক্তি
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা ;
আর, ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতনসমুত্থান।

Index of Quotations

Name of the Book or Author	*Page*
A. B. Patrika	9
B. Russel	1, 4, 12, 14, 19, 71, 74, 77, 86, 97
Byron	46
Bernard Shaw	48
Encyclopaedia on Swedenborg	4
Encyclopaedia on Marriage	33
Edward Carpenter	74
Frederic Harrison	7, 12, 36, 77, 78
Frank Sewall	19, 71
Glimpses of the Great—Viereck	9, 21, 22, 27
G. S. Hall	8, 12, 14, 16, 44, 58, 79, 82
History of Sanskrit Literature	11
Heredity in the Light of Research L. Don Caster	25, 29
Havelock Ellis	13
Introduction to Psycho-analysis—Sigmund Freud	37
Introduction to Sexual Physiology—Marshall	40, 49
I. A. Thomson	23, 28
Life's Basis and Life's Ideal—Eucken	1, 76
Mountain Paths—Maurice Materlinck	23
Modern Review	36
Mussolini	2
Marie Stopes	36, 69, 70, 75
Napoleon	42
Pearson	29, 86

Name of the Book or Author — *Page*

Prof. Ulterbuzzer — 92
Ruskin — 9, 15, 16, 42, 55, 56, 57, 63, 68, 80, 94
Sex and Society—Havelock Ellis — 78, 85
Swedenborg — 3, 19, 56, 71
Sir Francis Galton — 24
Tennyson — 79
Viereck on 'Hirschfeld' — 20, 22, 32
Vivekananda — 21
What is Eugenics—L. Darwin — 24, 25, 28, 33, 85
Woman, Her Sex and Love Life—Dr. William J. Robinson — 46
What I Believe—Leo Tolstoy — 66
Women and Economics—Mrs. Stetson — 95
Wilhelm Stekel — 64
অমরকোষ — ৩৮
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র — ৫১
কাত্যায়ন-সংহিতা — ১০
কালিকাপুরাণ — ১০
কূর্ম্মপুরাণ — ৪, ৫৮
গীতা — ৫, ২৩
চরক-চিকিৎসাস্থানম্ — ৩৩, ৮৫, ৮৮
দক্ষসংহিতা — ২, ৩, ১০, ১৫, ৫৭, ৮৮
পত্রাবলী—বিবেকানন্দ — ৩৮
পদ্মপুরাণ — ৩০
পরাশর-সংহিতা — ৮
পরাশর-স্মৃতি — ৮৭, ৯৩
পুরোহিত-দর্পণম্ — ৫৩, ৬১
বশিষ্ঠ-সংহিতা — ১৬, ৩১
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গণেশখণ্ড — ৩০
ব্যাস-সংহিতা — ৬, ৫৬

পুস্তকের অথবা লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ব্যাস-স্মৃতি	৩৭
বিষ্ণু-সংহিতা	৩২, ৩৭, ৪২, ৫৬
বিবেকানন্দ	২, ৪, ৬, ৭, ৭৩
বিষ্ণুশর্ম্মা	৮২
ভারতমহিলা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৮
মনুসংহিতা	২, ৩, ১৫, ১৬, ৩১, ৩৪, ৪৪, ৫০, ৫৪, ৬৮, ৮৪
মহাভারত	৩০, ৩৪, ৬৮
যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা	৬, ১০, ১৬, ২০, ২৬, ৩৬, ৫৬
যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি	২৬
শব্দকল্পদ্রুম	৮
সুশ্রুত	৫, ৬৬, ৭৫, ৮৫, ৮৬, ৮৭

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথার ভিতরেরই খোরাক মাত্র হয়-
করার তা আচরণের ভেতর দিয়ে
পেতে থেকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার
তবে-
পাওয়া যে তোমার
অসম্ভবই হয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"

১২ই এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন। শাস্ত্রে গার্হস্থ্য-আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। অথচ গার্হস্থ্য-আশ্রমে তো দেখি বেশীর ভাগই কেবল অর্থ, কাম ও স্বার্থের সংঘাত। ফলে, কত-রকমের দুঃখ, দুর্দ্দশা, ভাগ্যবিপর্য্যয়, রকম-রকম দুশ্চিন্তা, আবার ঝগড়া, মারামারি, ঠোকাঠুকিরই প্রাবল্য। তা'তে অনেকেই তো পরিশ্রান্ত, হতাশ ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। তবে একে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ প্রথমেই লক্ষ্য করে—বেঁচে-থাকা ও বৃদ্ধি-পাওয়া (being and becoming)। বাঁচতে হ'লেই—ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে হ'লেই—চাই পরিস্থিতির (environment)-এর তুষ্টি-পুষ্টি। কারণ, পারিপার্শ্বিকের সংঘাত হ'তেই বোধ (consciousness)—আমি বা অহং (I বা Ego)*। পরিস্থিতি (environment) মানেই যাদের নিয়ে ও হ'তে আমি বেঁচে থাকি ও বিবর্দ্ধিত হই, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক। তাই, আমার পরিস্থিতিকে সুস্থ, সবল, সতেজ না করতে পারলে আমি সুস্থ থাকতে পারি না।†

গার্হস্থ্য-আশ্রমে আছে এই পারিপার্শ্বিকের সেবা ; তাই শাস্ত্রে একে শ্রেষ্ঠ

---

*Cf. "We come from it and sink back into it and every moment we are dependent upon that which takes place around us. *** The most diverse circumstances, physical and psychical, visible and invisible, great and small, influence and compel him."

'Life's Basis and Life's Ideal'—Eucken

অর্থাৎ, আমার চারিদিকে প্রতিমুহূর্ত্তে যাহা-কিছু ঘটিতেছে, নানা বিচিত্র অবস্থা—বস্তুজগতেরই হউক বা মনোজগতেরই হউক—দৃশ্যমান বা অদৃশ্য, ছোট বা বড় যাহাই হউক না কেন—আমার উপরে প্রভাব বিস্তার করে—আমাকে বাধ্য করে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমার অস্তিত্ব ইহারই উপরে নির্ভর করে—ইহা হইতে আমরা আসি, আবার ইহারই ভিতরে ডুবিয়া যাই।

† Cf. "It (full growth) depends upon the whole life of the community." অর্থাৎ, সমস্ত সমাজের জীবনের উপরে ব্যক্তির জীবনের পূর্ণ বৃদ্ধি নির্ভর করে।

—রাসেল

আবার বলছেন—"A man's needs and desires are not confined to his own life. ***The failures of the community are his failures and its successes are his

আশ্রম বলে।* আমরা যখনই এই পারিপার্শ্বিকের (environment)-এর সেবাবিমুখ হ'য়ে পড়ি, ভ্রান্ত স্বার্থবুদ্ধির অনুসরণ করি, পারিপার্শ্বিককে না দিয়ে গ্রহণ করার বুদ্ধি যখন আমার আসে, তখনই দুনিয়া আমার নিকট বিপদসঙ্কুল হ'য়ে ওঠে ; আমরা চোর হই, পরকে ঠকানোর বুদ্ধি প্রবল হয়, রাতারাতি বড়লোক হ'তে চেষ্টা করি, মান না দিয়ে মানের আশায় প্রবঞ্চিত হই, অর্থ ও ঐশ্বর্য্য হ'তে প্রতারিত হই, ইত্যাদি-ইত্যাদি।†

---

successes. According as the community succeeds or fails, his own growth is nourished or impeded. ***Unimpeded growth in the individual depends on many contacts with other people which are of the nature of free co-operation." —'Principles of Social Reconstruction.'—B. Russell.

অর্থাৎ, একটা লোকের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নহে। সমাজের বিফলতায় তার বিফলতা এবং সাফল্যে তার সাফল্য। সমাজের সাফল্য ও বিফলতার দ্বারা তার বৃদ্ধি বা পুষ্টি ব্যাহত হয়। ব্যক্তির জীবনের অব্যাহত বৃদ্ধি অন্য বহু লোকের সহিত মুক্ত সহযোগমূলক সংঘাতের উপর নির্ভর করে।

"All expansion is life, all contraction is death.—All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying."

সর্ব্বপ্রকার বিস্তারই জীবন। সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেখানেই বিস্তার ; যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সংকোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক তিনিই জীবিত, যিনি স্বার্থপর তিনি মৃত। —বিবেকানন্দ

*পিতৃদেবৈর্ম্মনুষ্যৈশ্চ তির্য্যগ্‌ভিশ্চোপজীব্যতে।
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাৎ তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমী গৃহী। —দক্ষসংহিতা, ২/৪৩

যস্মাৎত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণঃ জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী। —মনুসংহিতা, ৩/৭৮

মনু আবার বলেছেন—'স ত্রীন্ এতান্ বিভর্ত্তি হি।'

অর্থাৎ, পিতৃগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ ও কীটপতঙ্গাদি গৃহস্থের সেবায় প্রতিদিন জীবনধারণ করে। গৃহস্থ জ্ঞান এবং অন্নাদি দ্বারা মনুষ্যগণকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিন আশ্রমীকেই ভরণ (maintain) করে বলিয়া গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ।

Cf. "The city that ceases to be a city of homes will cease to be a city at all." —Mussolini.

"যে-নগরীতে গৃহস্থের গৃহ নাই তাহা আর নগরী বলিয়া পরিচিত হইবে না।" —মুসোলিনী

† কেবল গৃহে বাস করিলে বা নিজের পুত্রদারাদি প্রতিপালন করিলে— জনসেবাদি কর্ত্তব্যশূন্য হইলে—গৃহস্থ হয় না। সেবাদি নিত্যকর্ম্মযুক্ত গৃহস্থই গৃহাশ্রমী।

প্রশ্ন। সেবা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার যে বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মদ্বারা মানুষ বা কোন-কিছু সুস্থ, পুষ্ট ও উন্নত হয় তাহাকেই সেবা বলা যায়।†

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি সেবার কথা তো বললেন, তা' বুঝলামও, কিন্তু সবাই ধর্ম্ম-ধর্ম্ম বলে—'ধর্ম্ম' ব'লতে আমরা কী বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্ম বলতে এই বুঝি—যা'তে নাকি আমাদের বেঁচে-থাকা ও বৃদ্ধি-পাওয়া অটুট থাকে। অর্থাৎ, যা' করলে বা যা'তে আমাদের পারিপার্শ্বিক-নিয়ে আমরা জীবনের উপর দাঁড়িয়ে উন্নতিতে অবাধ হ'তে পারি। এই কথাগুলি এক-কথায় বলতে গেলে 'ধর্ম্ম' শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকি। যেখানেই 'ধর্ম্ম' কথার ব্যবহার আছে, বুঝতে হবে বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে লক্ষ্য করা হয়েছে। আর, এ যা'তে হয় না সেইগুলি অধর্ম্ম বা পাপ—অর্থাৎ অবনতি বা পাপের ধর্ম্ম।

গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তঃ ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী।
ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম্মপরিবর্জ্জিতঃ। —দক্ষসংহিতা, ২/৪৭

দক্ষ প্রজাপতি আবার বলিয়াছেন—

বিভাগশীলো যো নিত্যং ক্ষমাযুক্তো দয়াপরঃ।
দেবতাতিথিভক্তশ্চ গৃহস্থঃ স তু ধার্ম্মিকঃ। —২/৪৯

অর্থাৎ, যে-গৃহস্থ ক্ষমাযুক্ত, দয়াপরায়ণ, দেবতাতিথির ভক্ত এবং সর্ব্বদা সকলকে ভাগ করিয়া দিয়া সেবন করে সেই ধার্ম্মিক।

মনু বলিয়াছেন—যাহারা স্বর্গে অক্ষয় সুখ ও ইহকালে অত্যন্ত সুখ ইচ্ছা করেন তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করিবেন।

আবার বলিয়াছেন—'যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ।' অর্থাৎ, দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে পারে না।

"When sinful self-love is removed by man, all the works that he performs become good works, and all earthly uses become the ultimate ends in which the ends of Divine Love are realised."

—'Swedenborg'—Frank Sewall

অর্থাৎ, পাপের জনয়িতা ভ্রান্ত আত্মস্বার্থকে মানুষ যখন সরাইয়া দেয়, তখন সে যাহা-কিছু করে তাহাই কল্যাণপ্রদ হয়, এবং যাহা-কিছু পার্থিব মঙ্গল প্রসব করে তাহাই ঐশ্বরিক প্রেমের চরম বিকাশরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। —সুইডেনবোর্গ

†দয়া লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা যোগঃ কৃতজ্ঞতা।
এতে যস্য গুণাঃ সন্তি স গৃহী মুখ্য উচ্যতে॥ —দক্ষসংহিতা, ২/৫০

প্রশ্ন। 'ব্রহ্মচর্য্য' ব'লতে কী বুঝায় ? পাতঞ্জলে আছে—'ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ'। বীর্য্যলাভ কী ? শুক্রধারণ করতে পারলেই তো ব্রহ্মচর্য্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ বা জীব বা জীবন যেমন করিয়া যাহাতে-যাহাতে বৃদ্ধি বা উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, তেমনতর চলা, তেমনতর বলা, তেমনতর করা—এক-কথায়,—তেমনতর আচরণের নামই ব্রহ্মচর্য্য*।

অর্থাৎ, দয়া লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা যোগ কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি গুণ—(তার মানেই যাহা-যাহা পারিপার্শ্বিককে সুস্থ, সবল ও বৃদ্ধিশীল রাখে) যাহার আছে সেই শ্রেষ্ঠ গৃহী। তাই কেবল অন্নদান করিলেই সেবা হয় না—যাহাতে-যাহাতে মানুষের বৃত্তির বিশ্রাম বা শান্তি হয় তাহাই সেবা।

যে নিজের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চায় সে অন্যের জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল হইবেই। তা' না করিয়া অন্যের জীবন ও বৃদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিতে গেলেই মানুষ আমাকে শত্রু মনে করিবে—ঈর্ষ্যা আসিয়া বন্ধুতার স্থান অধিকার করিবে—সুখ ও আনন্দ জীবনকে পরিত্যাগ করিবে।

Cf. "When a man's growth is unimpeded, his self-respect remains intact, and he is not inclined to regard others as his enemies. But when, for whatever reason, his growth impeded, or he is compelled to grow into some twisted and unnatural shape, his instinct presents the environment as his enemy, he becomes filled with hatred. The joy of life abandons him and malevolence takes the place of friendliness."

—Bertrand Russell

The kingdom of heaven is a kingdom of uses (i. e. mutual service). All religion, he says, is of life and the life of religion is to do good.

'Encyclopaedia on Swedenborg' Vol. 26.

সুইডেনবোর্গ বলেন—স্বর্গরাজ্য হ'চ্ছে পরস্পর সেবার রাজ্য। সমস্ত ধর্ম্ম—জীবনের (বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার) ধর্ম্ম। এবং ধর্ম্মের প্রাণই হচ্ছে কল্যাণপ্রসূ কর্ম্ম।

"আমি একমাত্র কর্ম্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম্ম। **এই সহায়তার নাম ধর্ম্ম, বাকি অধর্ম্ম, এই সহায়তার নাম কর্ম্ম, বাকি কুকর্ম্ম, আর আমি কিছু দেখছি না। অন্যবিধ কর্ম্মে ফল থাকিতে পারে কিন্তু তদবলম্বনে বৃথা জীবন যায়—কারণ, কর্ম্মের ফল যে পবিত্রতা, তাহা কেবল পরোপকারে মাত্র ঘটে।"

—বিবেকানন্দ

* "ব্রহ্মচার্য্যুপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ।
যোঽধীত্য বিধিবদ্‌বেদান্‌ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ।
উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ঃ নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ ॥"

—কূর্ম্মপুরাণ, দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থাৎ, উপকারপরায়ণ ব্রহ্মতৎপর ব্যক্তি—যিনি বিধিবৎ বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন—এবং আমরণ পরোপকারব্রতী, তাহাকেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে।

আর, এই চিন্তাপরায়ণ হইলে মন একমুখী হইতে থাকে। অতএব স্ত্রী-চিন্তা বা কাম-চিন্তা হইতে মন স্বভাবতঃই নিবৃত্ত থাকে,—তাই ব্রহ্মচর্য্যের গৌণফল (secondary effect) শুক্রধারণ।—আর, এই ব্রহ্মচর্য্য হইতেই আমাদের জ্ঞান, বল ও বীর্য্যলাভ হইয়া থাকে—তাই, 'ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ'†। বীর্য্যলাভ—বল বা শক্তি লাভ, শুধু শুক্রধারণই এর মুখ্য অর্থ নয়কো। শুক্ররোধ করিয়া সংকীর্ণমনা হইলে ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না।—আর, তাহাতে বল লাভও হয় না। ব্রহ্মচর্য্য মানে 'ব্রহ্মে চরণ করা'। আর, ব্রহ্ম কথাটা আসিয়াছে বৃংহ্-ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়া) হইতে।

প্রশ্ন। বিবাহিত জীবনে মাঝে-মাঝে (occasionally) স্ত্রী-গ্রহণ সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা সম্ভব কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ।

প্রশ্ন। কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর প্রতি যদি মন নিয়ত কামাসক্ত না থাকে এবং সে (স্ত্রী) যদি পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যের সহধর্ম্মিণী হয় তবে ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠাই হয়। আর স্ত্রী-সহবাস হইতে কেহ যদি বিমুখ থাকে—আর, সে যদি উচ্চচিন্তাপরায়ণ, উচ্চকর্ম্মনিরত না হয়,—তবে তার পরিণতি মনুষ্যত্বহীন ক্লীব হওয়া (subman)*। অতএব, উচ্চচিন্তা বা ব্রহ্মচিন্তা বা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণতার বিক্ষেপ না

---

† বীর্য্যলাভ মানে তেজ বা শক্তি লাভ। শব্দকারের মতে—বীর্য্য মানে চরম ধাতু অর্থাৎ ওজঃ বা শক্তি বা বল।

মেদিনী মতে—বীর্য্য মানে তেজ।

শব্দরত্নাবলী মতে—চেতঃ, দীপ্তি।

* "বলিনঃ ক্ষুব্ধ-মনসো নিরোধাৎ ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ষণ্ঠং ক্লৈব্যং মতং তত্তু স্থিরশুক্রনিমিত্তজম্॥" ৫।

—সুশ্রুত, ক্ষীণবলীর বাজীকরণ, ২৬ অধ্যায়

অর্থাৎ, বলবান্ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যের খাতিরে ক্ষুব্ধ মন লইয়া শুক্রধারণ করিলে সেই স্থির শুক্র ক্লীবত্বের নিমিত্ত (কারণ) হয়, ইহা একপ্রকার নিমিত্তজ ক্লীবত্ব।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥" ৩/৬ —গীতা

যে-ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ নিরোধ করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করে সে বিমূঢ়াত্মা—মিথ্যাচারী।

আনে এমনতর স্ত্রী-সহবাসে বীর্য্যহানি হয় না অর্থাৎ বলের হানি হয় না।†

প্রশ্ন। বিক্ষেপ আনে না অথচ স্ত্রী-সহবাস—এ কী ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যখনই বিস্তারমুখতা‡ অর্থাৎ যাহা ভাবিয়া বা করিয়া মানুষের বৃদ্ধি বা উন্নতি (elevation) সব দিক্-দিয়া আসে, তাহা হইতে বিরত হইয়া কামিনীমুখী হয় এবং সেই ভোগ-লালসাতেই মন লাগিয়া থাকে—এমনতর ভাবকেই ব্রহ্মচর্য্যের বিক্ষেপ বলা যায়। আর, যখনই স্ত্রী পুরুষের বিস্তারমুখতার অনুগামিনী—সার্থককারিণী হওয়াটাই তার জীবনের সুখ এবং সার্থকতা মনে করে এবং তার ফলে, এই উচ্চভাব ও উচ্চসংসর্গজনিত যে সহজ কামের উদ্ভব হয়—তাহাতে প্রায়শঃই মানুষ দুর্ব্বল হয় না।

প্রশ্ন। তবে ভগবান রামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন—'কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাৎ তফাৎ'—তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কামিনী যেখানে কামেরই কেন্দ্র হয়, মানুষ সেখানে মূঢ় হইয়া ওঠে; উন্নতিতে সার্থক হওয়ার—বৃদ্ধি পাওয়ার—আকূতি লাঞ্ছিত হইয়া অবসন্ন হইয়া দাঁড়ায়;—ফলে, অজ্ঞানতায় তার জগৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া ওঠে,—অবশেষে মৃত্যুতে তার শেষ নিঃশ্বাস বিলীন হইয়া যায়। তাই গীতায় আছে—

"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

---

† Cf. "ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রস্তু বর্জ্জয়েৎ॥" ১/৭৯—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

অর্থাৎ, স্ত্রীদিগের ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারদিন বাদ দিয়া অবশিষ্ট যুগ্ম রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিলে ব্রহ্মচর্য্যের চ্যুতি ঘটিবে না। অবশ্য এস্থলে—

'যথাকামী ভবেৎ বাপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্
স্বদার-নিরতঃ।'... ১/৮১—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

স্ত্রীদিগের কামানুসারে কামী হইয়া স্ত্রীতে রত হইবার উপদেশ করা আছে।

‡ "বিস্তারই জীবন—সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু।" —বিবেকানন্দ

ঋতুকালেঽভিগম্যৈবং ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতঃ।
গচ্ছন্নপি যথাকামং ন দুষ্টঃ স্যাদনন্যকৃৎ। —ব্যাসসংহিতা, ২/৪৫

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্ব-স্ত্রীতে অভিগত হইলে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে না। অনন্যকার্য্য হইয়া ঋতুকালে স্বপত্নীতে যথাভিলষিত গমন করিয়াও দোষভাগী হইবে না।

তাই, যে-বুদ্ধি স্ত্রীতে কামলোলুপ করিয়া তোলে তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্যই তাঁর (ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের) ঐ সাবধান-বাণী—আমার এই মনে হয়।*

আর, অর্থ যেখানে ভ্রান্ত স্বার্থ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিককে বঞ্চিত করিয়া নিজেকে সেবামূঢ় অথচ প্রতিপত্তি-প্রয়াসী করিয়া তোলে, সেই অর্থ হইতে দূরে থাকিবার জন্য ঐ সাবধান-বাণী।

প্রশ্ন। নারী কী? নারীর নারীত্ব কী দিয়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারী সে-ই বা তা-ই যা' ধারণ করে ও বৃদ্ধি পাওয়ায়। এই ধারণ ও পুষ্ট করানোতেই নারীর নারীত্ব।†

প্রশ্ন। তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রকৃতিতে দেখতে পাই, এমনতর কোন বীজ নাই, যাহা আশ্রয় না পাইয়া পোষণ ও পুষ্টির অভাব সত্ত্বেও পরিস্ফুট হইয়াছে (without nourishment, without nutrition evolve করিয়াছে)। আর, আমরা আশ্রয় বা ধারণ, পুষ্টি (nutrition) এবং পোষণ (nourishment) দেওয়ার প্রকৃতি (tendency) কেবল নারীতেই মুখর (prominent) হইয়া উঠিয়াছে

---

*'কামিনীতে করে স্ত্রী-বুদ্ধি যে-জন।
হয় না তাহার বন্ধন মোচন॥' —বিবেকানন্দ

† "The true function of woman is to educate, not children only, but men, to train to a higher civilization, not the rising generation, but the actual society. And to do this, by diffusing the spirit of affection, of self-restraint, self-sacrifice, fidelity and purity, and this is to be affected, not by writing books. . .nor by preaching sermons. . .but by manifesting them hour by hour in each home by the magic of the voice, look, word and all the incommunicable graces of the woman's tenderness." —Frederic Harrison

অর্থাৎ, নারীর প্রকৃত কাজ শুধু সন্তানকে তৈয়ারী করা নয়, পুরুষগণকে ও সমাজকে শিক্ষিত করিয়া উচ্চতর সভ্যতায় পৌঁছান নারীরই ধর্ম্ম। ইহা করিবার জন্য নারী বর্ষণ করে তার স্নেহ, সংযম, আত্মত্যাগ, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতা। সমাজকে জাগ্রত করিতে হইলে—পুস্তক লিখিলে চলিবে না—বক্তৃতা দিলে হইবে না—গৃহে-গৃহে নারীর দৈনন্দিন জীবনে নারীকেই সে-আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে দেখাইতে হইবে—তার স্বর, তার দৃষ্টি, তার বাক্য ও সমস্ত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরাশির ইন্দ্রজাল দিয়া।

দেখিতে পাই ; তাই, নারীকে মাটির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে†, কারণ, মাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ধারণ করা, পোষণ (nourishment) দেওয়া এবং উদ্গত করিয়া তোলা (evolve করানো)। তাই যাহা অর্থাৎ যে-সত্তার (being-এর) বৈশিষ্ট্য ঐ ধারণ করিয়া বৃদ্ধি করানো, তাহাকে নারী বলিলে বোধহয় ভুল হইবে না। আর শুনিয়াছি, নারী কথাটিও নিষ্পন্ন হইয়াছে নারি-ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়ানো) হইতে।*

প্রশ্ন। পুরুষ কথার মানে কী ? পুরুষের পুরুষত্বই বা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ বলতে এক-কথায় তাকেই বুঝায় যে বা যা' নাকি পূরণস্বভাব-সম্পন্ন[১] ;—অর্থাৎ, সে-ই বা তা'-ই পুরুষ যা' পরের অভাব পূরণ করে। অপরকে পরিপূরণ করা অর্থাৎ fulfil করা—সার্থক ক'রে তোলা, কৃতকার্য্য ক'রে তোলা, পারগতায় উদ্বুদ্ধ, উন্নত ও কৃতার্থ ক'রে তোলাই পুরুষের পুরুষত্ব।

প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের পার্থক্য তাহ'লে—

শ্রীশ্রীঠাকুর। একটি বৃদ্ধি পাওয়ায়, অপরটি বৃদ্ধি পায়, একটা যেন মাটি, আর একটা বীজ, একটা সক্রিয়, আর-একটা নিষ্ক্রিয়, একটা চরিষ্ণু, আর-একটা স্থাস্নু‡। পুরুষ তাই তার সমবিপরীত সত্তার (opposite equal-এর) কাছে

---

† যথা ভূমিস্তথা নারী—
স্ত্রী ও মাটি দুই-ই সমান। —পরাশরসংহিতা

* নারী=নারয়তি (বৃদ্ধি পাওয়ায়) ইতি নারী।
নারী-ধাতু=নৃ+ণিচ্। 'নৃ' মানে প্রাপণ, নয়ন।
(জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত 'বাংলা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য।)
'নারী' কথার প্রকৃত মানে নেত্রী—'ভারত মহিলা'।
—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[১] পুরুষ আসিয়াছে পূর-ধাতু হইতে, পূর-ধাতুর মানে পূরণ করা।
পিপর্ত্তি—পূরয়তি যঃ সঃ পুরুষঃ। —শব্দকল্পদ্রুমঃ

‡ Cf. The more exhausted men become, the more they lose the power to lead women or to arouse her nature which is essentially passive. . . .
The souls of women so admirably calculated to receive suggestions.
'Essay on the Education of Girls'—G. S. Hall

পুরুষ এবং নারীও তার সমবিপরীত সত্তার (opposite equal-এর) কাছে নারী * । তাহ'লে যে বিপরীত-সত্তার অর্থাৎ নারীর সংসর্গে পুরুষের পুরুষত্ব বা পরিপূরণী শক্তি বৃদ্ধি পায়, নারী সার্থক সেখানে ।

প্রশ্ন । নারী ও পুরুষের পরস্পরের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে । এর কারণ কী ? উভয়ের প্রতি উভয়ের কী যেন চাওয়া ! এ চাওয়ার ফলে তো দেখতে পাই· মানুষ বিধ্বস্ত । এর সার্থকতা কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । পুরুষ চায় নারীতে বিশ্রাম করতে—নারী চায় পুরুষকে স্বস্থ

পুরুষ যখন পুরুষত্ব হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ে, সে নারীতে তার soil (আশ্রয়) হারায়, নারীর নারীত্বকে উদ্দীপিত করিতে পারে না, তার ভক্তি হারায়, ইত্যাদি । নারীচরিত্র মূলতঃ passive.

প্রসিদ্ধ রুশীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ্ প্রফেসার কোলজফ্ (Prof. Nicholas K. Koltzoff) বহু বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—Positive prominent sperm cell হইতে পুংসন্তান এবং Negaive prominent sperm cell হইতে স্ত্রী-সন্তান উৎপন্ন হয় । উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯৩৪ সালের ২৬শে জুন তারিখের 'অমৃতবাজারে' বাহির হইয়াছে । তাহা হইতে খানিকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"Koltzoff's guess was that one kind of chromosome cells would be attracted to the negative pole of a battery, the other kind to the positive pole. To test the idea, he prepared a U-shaped glass tube for the purpose. Six weeks later the broods began to arrive. The first contained six baby rabbits. Every one was a female. The mother had been fertilised from the tube containing the positive pole. The second brood contained five. All were male except one. Their mother had been fertilised from the tube containing the negative pole......Thus it appeared that the negative pole attracted the male cells, the positive pole the female cells."

'Determining Sex'—A. B. Patrika, June 26, 1934.

* Cf. "We advise against marriage unless the two sexual constitutions complement each other."

'Hirshchfeld'—Glimpses of the Great—Viereck

অর্থাৎ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে উভয়ের পরিপূরক না হইলে তাহাদের বিবাহে মত দিতে পারি না । —হার্সফেল্ড

"Each has what the other has not—each completes the other and is completed by the other." 'Sesame & Lilies'—Ruskin

অর্থাৎ, একজনের যাহা নাই আর-একজনের তাহা আছে, দুইজনই দুইজনকে পরিপূর্ণ করে । —রাসকিন্

করতে, সুস্থ করতে, বৃদ্ধি পাওয়াতে* । আর, যেখানে নারী তার এই আদিম স্বভাবকে ব্যাহত করেছে, সেখানেই সে তার ব্যর্থতার আলিঙ্গনে বিধ্বস্ত, বিব্রত, বিকৃত হয়েছে† ;—আর, নারীতে নারীত্ব এতেই সার্থক হয়, আর তার পোষণ, তার বৃদ্ধি, তার চিন্তায় পুরুষকে এমনতরভাবে পুষ্ট (nourished) ক'রেই, বা এমনতরভাবে উদ্দাম ক'রেই তার নারীত্বের সার্থকতা । আর, পুরুষ নারীর কাছে এমন পেয়ে, দুনিয়াটাকে এমন ক'রে সেবা ক'রে, জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে তার নারীর সম্মুখীন হ'য়ে তার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়—এই-ই পুরুষের সার্থকতা, আর এমনই ক'রে সে নারীকে পূরণ করে সর্ব্বতোভাবে ; কারণ, নারী চায় পুরুষকে প্রাণের মুকুট মাথায় পরিয়ে দেখতে—এতেই নারীর বৃদ্ধি বা পুষ্টি ।‡

---

* 'ছায়াং যথেচ্ছেচ্ছরদাতপাত্তঃ
পয়ঃ পিপাসুঃ ক্ষুধিতোঽলমন্নম্ ।
বালো জনিত্রীং জননী চ বালম্
যোষিৎ পুমাংসং পুরুষশ্চ যোষাম্ ॥'

—ক্যাত্যায়ন-সংহিতা, ১২শ খণ্ড, ৩

শরতের রৌদ্রে লোক যেমন ছায়ার অভিলাষী হয়, পিপাসু যেমন জল চায়, ক্ষুধিত যেমন অন্নলোলুপ হয়, শিশু যেমন মাতাকে এবং মাতা শিশুকে চায়, রমণী তেমন পুরুষকে এবং পুরুষ রমণীকে চায় ।

† 'বিরুধ্যমানে পত্যৌ যৎ সপত্ন্যা বা প্রবর্ত্ততে ।
অতীব দুঃখং ভবতি তদকল্যাণকৃৎ তয়োঃ ॥'

—কালিকাপুরাণ, '২০ অধ্যায়

নারী পতির বিরোধী হইলে কিংবা সপত্নীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয়ের অতীব দুঃখ এবং মহা অকল্যাণের কারণ হয় ।

'দুঃখা হ্যন্যা সদা খিন্না চিত্তভেদঃ পরস্পরম্ ।' ৪/৮
'সুভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতি ॥' ৪/৯ —দক্ষসংহিতা

অর্থাৎ, সর্ব্বদা খেদযুক্তা নারী দুঃখের কারণ । উপযুক্তরূপে প্রতিপালিত হইলেও সে নিত্যই পুরুষকে অপকর্ষের পথে চালিত করে ।

‡ 'পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী ।' ৪/১ —দক্ষসংহিতা

অর্থাৎ, পত্নীই পুরুষের গৃহসুখের মূল যদি সে ছন্দানুবর্ত্তিনী হয় ।

'যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে ।' ১/৭৪ —যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা

অর্থাৎ, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আনুকূল্য, সেখানে ত্রিবর্গ (অর্থাৎ, ধর্ম্ম, অর্থ কাম) সার্থক হয় ।

ঋগ্বেদের অনুবাদে দেখতে পাই, বর কন্যার পাণিগ্রহণ করার সময়ে বলছেন—

প্রশ্ন। পুরুষ-নারী যদি সমান বা একধর্ম্মী না-ই হয়, তবে পুরুষ ও নারীর অধিকার কখনো সমান হ'তে পারে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ ও নারীর অধিকার তাদের এইরূপ স্বভাব হ'তেই পরমপিতা determined (নির্দ্ধারিত) ক'রে দিয়েছেন। যেমন ধরুন, ছেলে দুধ খেয়ে খুশি আর মা মাই মুখে ঠেলে দিয়ে খাইয়ে খুশি,—তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে খুব খাচ্ছে, খুব পুষ্টি হ'চ্ছে—আর তাতেই তার তৃপ্তি ; আর, এই তৃপ্তিস্পর্শে মুগ্ধ সন্তান তার জগতের চারিদিকে যা'-কিছু সুন্দর দেখে, কুড়িয়ে এনে মায়ের কাছে হাজির করে ;—আর, মায়ের মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব নেত্রে ক্ষণিকের জন্য স্থির হ'য়ে তাকায় শুনতে মা কী বলে, কেমন বাহবা দেয় ; আর, মা'র একটু নয়নভঙ্গীর বাহবাতেই ছেলে হেসে-নেচে-কুঁদে পাগল হ'য়ে আবার বেরুল কুড়ুতে—আর কী সুন্দর আছে ; কিসে মা বলবে—আহা কি ধন্যি ছেলে !

প্রশ্ন। এই যদি নারীর বৈশিষ্ট্য হয়, তবে নারীর স্বাধীনতা বা নারীর মুক্তি বলতে কী বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর স্বাধীনতা তার বৈশিষ্ট্যে—অর্থাৎ, তার এই বৈশিষ্ট্য যেখানে আলুলায়িত হ'য়ে ওঠে, মুখর হ'য়ে ওঠে—প্রেরণা-পরিপুষ্ট হ'য়ে ওঠে ;—আর তার মুক্তি এরই সার্থকতায়* ।

"I grasp thy hand that I may gain good fortune.
That thou may'st reach old age with me thy husband."

—History of Sanskrit Literature, Page 124

অর্থাৎ, তোমা হইতে সৌভাগ্যের অধিকারী হইব এবং তুমি সুদূর বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আমার সহবাসে বাস করিবে বলিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি।

*"It is a difference of nature, an organic difference, alike in body, in mind, in feeling and in character—a difference, which it is the part of evolution to develop and not to destroy, as it is always the part of evolution to develop organic differences and not to produce their artificial assimilation. A difference, as I have said ; but not a scale of superiority or inferiority......Who can say whether it is nobler to be husband or to be wife, to be mother or to be son ? Is it more blessed to love or to be loved, to form a character or to write a poem ? Enough of these idle conundrums, which are as cynical as they are senseless. Everything depends on how the part is

প্রশ্ন। নারী পুরুষকে, আর, পুরুষ নারীকে ঠিক-ঠিক চিনতে পারে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বভাবতঃ। কারণ, একজনের চাওয়া স্বতঃই আর-একজনে সার্থক হয়—এ-কথা আরো বলেছি। নারী—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই প্রসব করে।

প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের normal relation কী (স্বাভাবিক সম্বন্ধ কী) ?—এই সম্বন্ধের পরিণতি কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নরের বৃত্তিগুলি যে-নারীতে পরিপোষিত, পরিবর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ যে-নারী যে-নরের বৃত্তিগুলি লইয়া সন্তুষ্ট, পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধনে যত্নবতী, সেই নরনারীর মিলনই শুভ। আর, নারী সেই পুরুষকে তেমনতরভাবে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহার বংশ বিস্তার করে—তাহাতেই তাহার পরিণতি। তাই, নারীর inner tendency (অন্তর্নিহিত ঝোঁক) মাতৃত্বে (পরিমিতত্বে, figurisation-এ বা মূর্ত্ত করাতে),—বৃদ্ধি পাওয়ানোর দিকে ;—তাহার প্রকৃতি তাহাই।*

---

played, how near each one of us comes to the higher ideal—how our life is worked out, not whether we be born man or woman."

—Frederick Harrison on 'The Future of Women'

শরীরে, মনে, ভাবে, চরিত্রে নারী ও নর পৃথক। প্রকৃতির বিবর্ত্তনের লক্ষ্যই এই বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলা—তাহাকে ধ্বংস করা নহে ; কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুইটিকে এক করিয়া তোলা নহে। নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য আছে, তাই বলিয়া কেহ কাহারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা হীন নহে। স্বামী হওয়া ভাল,—না স্ত্রী হওয়া ভাল, মা হওয়া ভাল,—না ছেলে হওয়া ভাল, এই সমস্ত অলস অর্থহীন প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে ! সবটা নির্ভর করে—কে কিরূপভাবে তার নিজত্বকে—বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও বিকশিত করিয়া, তাহার উচ্চতর আদর্শের দিকে পৌঁছাইতে পারে তাহারই উপর। —ফ্রেডারিক হেরিসন

* Cf. "Women are the guardians of the race, their life centres in motherhood. All their instincts and desires are directed consciously or unconsciously to this end...It must be admitted that it is very desirable from the point of view of the nation."

'Principles of Social Reconstruction'—B. Russell

নারীর জীবন মাতৃত্বে কেন্দ্রীভূত। নারীই জাতির নিয়ন্ত্রী। নারীর সমস্ত সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তি—জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহাকে সেই দিকেই চালিত করে। তাই রাসেলও জাতির দিক-দিয়া ইহার সত্যতা ও সার্থকতা স্বীকার করেছেন।

স্বনামখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ জর্জ ষ্ট্যান্‌লি হল (G. S. Hall) তাঁর Education of Girls নামক প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন—"The madonna conception expresses man's highest comprehension of a woman's character."

প্রশ্ন । প্রজননই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের একমাত্র প্রয়োজন ? না নরনারীর এই মিলনের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । হ্যাঁ, আছে। যখন নারী পুরুষের স্ত্রী হয়, তখন সে চায় তার পুরুষকে তাই দেখতে, সে চায় তার পুরুষকে তাই করতে—যা'তে তার পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিশীল হয় বা থাকে ; আর, তার পুরুষের বৃদ্ধিশীলতার উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে নারীর উৎকর্ষ।

প্রশ্ন । কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । মাটি তার প্রাপ্ত seed-কে (বীজকে) nourish করতে গিয়ে (পুষ্ট করতে গিয়ে) যেমন গাছ বা তার ফলের refuse-গুলি (আবর্জ্জনাগুলি) absorb ক'রে (টেনে নিয়ে) নিজের capacity of nourishment-কে (বর্দ্ধিত করবার শক্তিকে) excite ক'রে তোলে, তার ফলে বীজকে এমনতর nourishment, এমনতর পুষ্টি দেয়—যা'তে নাকি স্বস্থ, সুস্থ, বর্দ্ধনক্ষম গাছের চারা জন্মে ;—আর মাটির প্রকৃতিই এই। তাই, তেমনি জীব-জগতে নারী।

প্রশ্ন । আপনি তো বলেছেন, মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা। কিন্তু আজকাল অনেক নারী মাতৃত্বকে কেমন তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে—এমন-কি কেউ-কেউ মাতৃত্বকে নারীত্বের অগৌরব ব'লে মনে করে। আমেরিকায় তো কোন কোন ষ্টেটে মেয়েরা মাতৃত্ব-বর্জ্জিত হবার জন্য ovariotomy (ডিম্বকোষ-কর্ত্তন) করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর । যারা মাতৃত্বকে খর্ব্ব ক'রে নারীত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা নারী নয়—সর্ব্বনাশী। যতটুকু নারী মাতৃত্বকে খর্ব্ব করে, নারীত্ব তার ভেতর ততটুকু—বরং তার চাইতে বেশী—সংকীর্ণ হয়। তার বৈশিষ্ট্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে

অর্থাৎ, প্রকৃত নারীত্বের চরম আদর্শ যেন ম্যাডোনাতে অঙ্কিত হইয়াছে।

"Nature has so constituted woman that her creative power and yearning centre primarily on the forming of a child ; and so long as woman is woman it must remain so."

—Havelock Ellis

প্রকৃতি নারীকে এমনভাবেই সৃষ্টি করিয়াছে—যাহাতে তাহার সৃষ্টিকারিণী শক্তি এবং প্রাণের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ সন্তান-গঠনেই কেন্দ্রীভূত। যতদিন নারী নারী—ইহা ঐরূপই হইতে বাধ্য।

—হ্যাভলক্ এলিস্

একটা unnatural (অস্বাভাবিক) জীবনের স্বপ্ন দেখে ; তা পায় না, হয় না, পেতে পারে না,—দুর্দ্দশা তার সহজাত পুরুষ হওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তরই থাকে না* । তারা সমাজ ও জাতিতে একটা অস্বাভাবিক অপুষ্টিকর সংকীর্ণতার বিদ্রোহ সৃষ্টি করে মাত্র ।†

---

* অর্থাৎ, মূর্ত্তিমান দুর্দ্দশাই এইরকম নারীর পুরুষ ।

† "When marriage and maternity are of less supreme interest...there are various results the chief of which are as follows—

Women grow dollish ; sink more or less consciously to man's level ; gratify his desires and even his selfish caprices but exact in turn luxury and display, growing vain as he grows sordid ; thus while submitting, conquering and tyrannising over him content with present wordly pleasures, unmindful of the past, the future or the above......

Failing to respect herself as a productive organism, she gives vent to personal ambitions, seeks independence, comes to know very plainly what she wants ; perhaps becomes intellectually emancipated ;....she perhaps even affects mannish ways, unconsciously copying from those not most manly, or comes to feel that she has been robbed of something ; always expecting but never finding she thus succesively turn to art, science, literature and reform ; craves especially work that she cannot do and seeks stimuli for feelings which have never found their legitimate expression."

—'Youth'—G. S. Hall

অর্থাৎ, যে-সমস্ত নারী বিবাহ ও মাতৃত্বকে হীন চক্ষে দেখে, তাহাদের চরিত্রে নানাদোষ আবির্ভূত হয়—

তাহারা খেলো হয়—পুরুষ-রকম আসে, বিলাসিতা ও জমকালো-রকমে ঝোঁক হয় । পুরুষকে জয় করিতে ও তাহার উপরে নানাপ্রকার অন্যায় আধিপত্যে রুচি জন্মে । অতীত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধতা ও বর্ত্তমান সুখভোগেই ঐকান্তিক আসক্তি দেখা দেয় । আরও অনেক দোষ ঘটে ।

নিজের জননীত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া সে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে চালিত হয়—নানারকম চাওয়া তাহার ভিতরে অতিশয় স্পষ্ট হইয়া ওঠে—নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া পুরুষ-নিরপেক্ষতা আনিবার জন্য পুরুষ-সুলভ চরিত্রের অনুকরণে অশেষ ব্যর্থতা লইয়া আসে, বহুরকম অস্বাভাবিক কল্পনাপরায়ণা হইয়া সর্ব্বদাই তাহাদের সার্থকতা আশা করে, কিন্তু পায় না । তাই সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, সংস্কার ইত্যাদি কতদিকেই না ভাগ্যপরীক্ষা করিতে যায় এবং যাহা করিবার সে মোটেই যোগ্য নয় তাহাতেই যত্ন-পরায়ণ হয়,—যে-অনুভূতি তাহার জীবনে নাই তাহারই উদ্দীপনার আশাপথে ধাবিত হয় ।

—জি· এস· হল

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন । সব দেশেই সব সমাজেই প্রায় লোকেই বিবাহ ক'রে সংসারী হয় । বিবাহ করাটা কি এতই স্বাভাবিক—এতই প্রয়োজনীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । স্ত্রী-পুরুষের মিলন একটা প্রাকৃতিক ক্ষুধা । উভয়ে উভয়ের দ্বারা induced (উদ্বুদ্ধ) হ'য়ে, উভয়ের being and becoming (বেঁচে-থাকা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে) solid and continuous (পাকা ও অবিচ্ছিন্ন) করতে চায় । তাই মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রী—অর্থাৎ যার সাহচর্য্যে পুরুষ nourished হয়, elevated হয় এবং active হয়—পুরুষের জীবনপ্রদ, স্থৈর্য্যপ্রদ ও শক্তিপ্রদ ; তাই, আর্য্যগণ স্ত্রীকে শ্রী বা লক্ষ্মীরূপিণী ব'লে অভিহিত করেন* । শ্রী অর্থে তাকেই বুঝায় যে সর্ব্বতোভাবে সেবা ক'রে, অর্থাৎ যার সেবায় জীবন তুষ্ট, পুষ্ট ও অক্ষুণ্ণ তো থাকেই, বরং বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায় । আর, পুরুষকে এমনতরভাবে সেবা করাই স্ত্রীর প্রাকৃতিক স্বার্থ ; কারণ, এই-ই তাদের জীবন, তুষ্টি ও পুষ্টির একমাত্র সোপান । তাই, পুরুষের পাওয়ায় আনন্দ—স্ত্রীর দেওয়ায় তৃপ্তি বা সুখ ।

প্রশ্ন । বিবাহ সমাজ-জীবনের পক্ষে না হলেই কি নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । পুরুষ যদি otherwise (অন্যরকম) জীবনযাপন করতে চায়—culture নিয়ে, উৎকর্ষের সাধনা নিয়ে থাকতে চায় তা'হলে otherwise হ'তে পারে ।

---

* "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ।" ৯/২৬ —মনুসংহিতা

অর্থাৎ, গৃহে স্ত্রী ও শ্রী একই—ইহাদের কিছুমাত্র তফাৎ নাই ।

"অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ ।" ৪/১২ —দক্ষসংহিতা

অর্থাৎ, যে স্ত্রী ভর্ত্তার অনুকূল, যে অন্য কাহাকেও বাক্যদানে দুষ্টা নহে, যে দক্ষা, সাধ্বী ও পতিব্রতা—এই সমস্ত গুণযুক্তা স্ত্রী শ্রী-ই, ইহাতে সংশয় নাই ।

Cf. "The great Egyptian people, wisest of the nations, gave to their spirit of wisdom the form of a woman." —Ruskin

মিশরীয়গণ যখন জ্ঞানে সমস্ত জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তখন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নারীরূপ দিয়াছিলেন । —রাস্‌কিন

প্রশ্ন। সে তো পুরুষের পক্ষে, নারীর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীরও তাই, কিন্তু rarely (কদাচিৎ)। কারণ, নারীর চরিত্র সহজনম্য, easy sympathetic—সহজ সহানুভূতিপ্রবণ*। তাই, তারা ভাল বা মন্দতে inclined হয়ও (ঝুঁকে পড়েও) সহজে—আর, তার চরিত্রে cohesive tendency (মিলন-প্রবণতা) বেশী ; সেইজন্য, তার গুণগুলি কাল ও পাত্রভেদে সু বা কু-এর আকার ধারণ করে ; তাই, তাদের কোন-না-কোন গুরুজনের অধীনে থেকে জীবন-যাপন করা আর্য্যশাস্ত্রের বিধি আছে†।

প্রশ্ন। তাই বোধ হয়, বিবাহটা মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ সংস্কার ও উৎসব। আবার, মেয়েদেরই যেন বিবাহ-ব্যাপারে উৎসাহটা একটু বেশী—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ স্থাস্নু প্রকৃতির, আর মেয়ে চরিষ্ণু প্রকৃতির। মেয়ে যখন

Cf. "Girls are more sympathetic than boys, they are also more easily prejudiced."

'Essay on the Growth of Social Ideals'—G. S. Hall.

বালিকারা বালকগণের চেয়ে অধিকতর সহানুভূতিপ্রবণ এবং সহজে অন্য প্রকার ভাব দ্বারা রঞ্জিত ও অভিভূত হয়। —জি· এস্· হল

তিনি অন্যত্র আবার বলেছেন—

....."The all-sided impressionability-characteristic of her sex which when cultivated is so like an awakened child."

সুপ্তোত্থিত শিশুর মতন চারিদিকের সব-কিছু দ্বারা প্রভাবিত হওয়া নারীর চরিত্রগত লক্ষণ।

Cf. Also "Variable as the light...it (the true changefulness of a woman) may take the colour of all that it falls upon, and exalt it."

'Sesame & Lilies'—Ruskin

নারীপ্রকৃতি আলোর মত পরিবর্ত্তনশীল। যাহা-কিছুর উপর পড়ে তাহারই রঙে রঞ্জিত হয় এবং তাহাকে উদ্ভাসিত করে। —রাস্কিন্

†'রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎ স্ত্রিয়াঃ ॥' ১/৮৫

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

কন্যাকালে পিতা, বিবাহিত জীবনে পতি, বার্দ্ধক্যে পুত্রগণ, অভাবে জ্ঞাতিগণ, নারীকে রক্ষা করিবে। স্ত্রীগণের স্বাতন্ত্র্য কখনই বিধেয় নহে।

'সর্ব্বকর্ম্মস্বস্বতন্ত্রতা, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধকেষ্বপি পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা।' —বশিষ্ঠসংহিতা

সমস্ত কর্ম্মে অস্বতন্ত্রতা, পূর্ব্বমত পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীনতাই নারীর ধর্ম্ম।

'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' ৯/৩ —মনু

মনুও বলেছেন—নারীর স্বাতন্ত্র্য উচিত নহে।

পুরুষের সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ পুরুষের সুখ-দুঃখ, তুষ্টি-পুষ্টিই মেয়েরও সুখ-দুঃখ, তুষ্টি-পুষ্টি,—এমনতর অবস্থায়,—মেয়ে পুরুষকে অবলম্বন ক'রে তার চরিষ্ণু জীবনের গতিপথ ও স্থির কেন্দ্রবিন্দুর সন্ধান পায়। তাই, পুরুষকে আশ্রয় ক'রেই তার চরিষ্ণুতা অর্থাৎ চলিষ্ণুতা সার্থকতার কেন্দ্র খুঁজে পায়। অতএব, এই যদি ব্যাপার দাঁড়ায়, তবে মেয়েদের আনন্দ ও উৎসাহ তো বেশী হওয়াই উচিত ও স্বাভাবিক।

প্রশ্ন। বিবাহ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর এই পুরুষকে সম্বর্দ্ধন করবার প্রবৃত্তি, আর, পুরুষের অমনতরভাবে সম্বর্দ্ধিত হবার প্রবৃত্তির সমাধানের প্রয়োজন হ'তেই বিবাহের সৃষ্টি। নারী চায় পুরুষকে উদ্বর্দ্ধন করতে, পুরুষ চায় তাই নারীকে সর্ব্বতোভাবে বহন ক'রে নিজের জীবনকে বিস্তারে পরিপ্লুত করতে—তাই বিবাহ। বিবাহ উভয়তঃ,—দুইজনই পরস্পরকে বহন করবে। স্বামী স্ত্রীকে যেমন ক'রে বহন করতে পারে তেমন ক'রে, আর স্ত্রীর স্বামীকে যেমন ক'রে বহন করা উচিত তেমন ক'রে*।

প্রশ্ন। কোন বিশেষ পুরুষ ও বিশেষ নারীর মিলনকে বিবাহ-সূত্রে চিরস্থায়ী করবার সার্থকতা কী? অন্যান্য জীবদের ভেতরে যা' দেখা যায়, তা' তো অন্যরূপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যদি যে-কোন নারীকে অমনভাবে বহন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন অমনতরভাবে বর্দ্ধনশীল না-ও হইতে পারে। তাই, পুরুষের উচিত নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকা এবং প্রাণপণে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা—জীবনে এবং জগতে। আর, যদি সেই পুরুষের চরিত্রে, চলনে, আচরণে, জ্ঞানে—সব দিক-দিয়া মুগ্ধ হইয়া কোন নারী তাহাকে বহন করিবার জন্য অনুরোধ করে—আর, পুরুষ যদি হৃষ্ট হইয়া তাহার অনুরোধকে সার্থক করে, তাহা হইলে সেই মিলন প্রায়ই উভয়ের being and becoming-কে fulfil

---

*তাই, বিবাহ কথাটা এসেছে—বি (বিশিষ্টরূপে, অর্থাৎ যার-যার individual—নিজস্ব রকমে) + বহ্-ধাতু হইতে। বহ্-ধাতু মানে বহন করা, carry করা—existence ও elevation-এর দিকে (জীবন ও বৃদ্ধির দিকে)।

করে—জীবন ও বৃদ্ধিকে সার্থক করিয়া তোলে,—অন্যথায় ব্যর্থতাই সম্ভব। নারী যখন তাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে, তখনই সে সর্ব্বতোভাবে সেই পুরুষকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয়,—তাই, সেই নারী তাহার পুরুষের মনোবৃত্তির অনুসারিণী, সহধর্ম্মিণী হয়।

প্রশ্ন। আজকাল তো দেখি সমাজে sexual hunger-কে (যৌন ক্ষুধাকে) চরিতার্থ করবার জন্যই যেন বিয়ে হ'চ্ছে। Bertrand Russell-ও তো বলেন—"Often and often a marriage hardly differs from prostitution except by being harder to escape from."—প্রায় স্থলেই বিবাহটা গণিকা-বৃত্তিরই সামিল ; শুধু তফাৎ—বিবাহরূপ গণিকাবৃত্তি হ'তে উদ্ধার পাওয়া একটু বেশী শক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর। Unequal match—অসদৃশ মিলন হ'লে ভার্য্যা মনোবৃত্তির অনুসারিণী, সহধর্ম্মিণী হয় না। এমন-কি, স্ত্রী যদি সর্ব্বতোভাবে তার স্বামীকে গ্রহণ না করে, সে যদি lover of some qualifications আর hater of some qualifications হয়—কতকগুলি গুণের পূজক হয়, আর কতকগুলি গুণকে অপছন্দ করে—তাহ'লেও উভয়ের মধ্যে difference (অমিল) থাকবেই। এমনস্থলে পুরুষ সেই স্ত্রীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে বৃদ্ধি ও বিস্তারের দিকে অগ্রসর হ'য়ে environment-এর (পারিপার্শ্বিকের) সেবাপরায়ণ হ'য়ে তার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না*। তখন তাদের relation-টাকে intact (অটুট) রাখতে হ'লে sexual propensity—কামুকতা ছাড়া আর অন্য-কোন. বন্ধন থাকে না,—তাই মানুষ কামপরায়ণ হ'তে বাধ্য হয়†।

---

* "It is the type of an eternal truth—that the soul's armour is never well set to the heart unless a woman's hand has braced it ; and it is only when she braces it loosely that the honour of manhood fails."

অর্থাৎ, রাস্‌কিন তাঁহার একটি প্রবন্ধে বলেছেন—নারী যখনই আত্মার বর্ম্ম শক্ত ক'রে আগলে না ধরে—তখনই পুরুষত্বের গৌরব ম্লান হ'য়ে যায়—ইহা চিরন্তন সত্য।

† Cf. "Large numbers of men and women are condemned to the society of an utterly uncongenial companion, with all the embittering consciousness that escape is practically impossible......such relations have some inevitable drawbacks. They are liable to emphasise sex unduly—to be exciting and

প্রশ্ন। তাহ'লে বিবাহ-মিলনের মূল উদ্দেশ্যটা কী হওয়া উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য উভয়ে উভয়ের মত বৃদ্ধি পাওয়া। কেউই তার জীবন ও বৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করতে চায় না—কাম-রিপুকে চরিতার্থ করবার জন্য উভয়ের এ ক্ষুধা নয় ; মূলে আছে জীবন ও বৃদ্ধি, তুষ্টি আর পুষ্টি—যে যেমন তেমন ক'রে, যা'তে তা' হয়—তাই মানুষের প্রকৃত ক্ষুধা এবং তার জন্যই তার যা'-কিছু—আর, এই ক্ষুধা সার্থক করতে যা' প্রকৃষ্ট তা'ই করণীয়‡।

প্রশ্ন। তবে কোন্ নারী কোন্ পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইবে ? এই মিলনের মূল সূত্র কী হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-নারী যে-পুরুষের মনোবৃত্তির অনুসরণ সুখের ব'লে মনে করে, তা'তে ধন্য হয়, হৃষ্ট হয়, সার্থক হয়, পুরুষকে হৃষ্ট ও তুষ্ট ক'রে তোলে এবং তা'ই তার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি ও তুষ্টির luxuriant (উর্ব্বর) উৎস,—সেই

---

disturbing and it is hardly possible it should bring a real satisfaction of the instinct."

'Principles of Social Reconstruction'—Russell

তাই রাসেলও বলেছেন—মানুষ যখনই জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল কোন সঙ্গীর সহিত বসবাস করিতে বাধ্য হয়, তখনই তাহার নানারকম তিক্ত অভিজ্ঞতার সংঘাতে জীবন বিপন্ন হইতে থাকে,—ফলে, মানুষের ইন্দ্রিয়-লালসাই অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যায়—নানারূপ উত্তেজনা ও বিক্ষেপ আসে ; তাই মানুষের বৃত্তির প্রকৃত সার্থকতা কিছুতেই আসে না।

‡ "Swedenborg calls marriage-union the precious jewel of human life and the repository of Christian Religion. Union in marriage constitutes the complete man and the marriage-union is essentially chaste and holy."

—Frank Sewell, in 'Swedenborg, and the Sapientia Angelica'

অর্থাৎ, সুইডেনবোর্গের মতে বিবাহ-মিলন জীবনের অমূল্য রত্ন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের আধারস্থল। বিবাহ-মিলন মানুষকে সম্পূর্ণ করে এবং ইহা মূলতঃ অতিশয় পবিত্র।

Cf. "The loftiest and most sacred relation of human life, that upon which the social economy must rest or go asunder is the marriage relation—in which the complementary relation of the sexes is shown......having a significance beyond the earthly life."

'Conjugal Love and its Chaste Delights'—Swedenborg

বিবাহ-সম্বন্ধ মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম সম্বন্ধ। সমস্ত সমাজ-দেহ ইহাকেই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর ইহাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে নরনারীর পরস্পর-পরিপূরক সম্বন্ধ দেখান হয়—ঐহিক জীবনের পরপারেও এই মিলনের একটা সার্থকতা আছে। —সুইডেনবোর্গ

পুরুষ ও নারীর বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, কর্ম্ম, স্বাস্থ্য, দক্ষতা ইত্যাদি হিসাবে মিলন বাঞ্ছনীয়* ।

প্রশ্ন । কিন্তু আজকাল তো দেখি—বিবাহের বর-কনের বাপ-মায়ের ভেতর একটা দর-কষাকষি ও কতকগুলি অবান্তর বিষয় নিয়ে হট্টগোল । আর Dr. Hirschfeld—যাঁকে Einstein of Sex বলে—তিনিও বলেছেন, "Most people pick their partners of life with less care than their partners in business—they utilise less caution in the selection of a husband or a wife than in the choice of a cook or in the purchase of a car or cow."—অর্থাৎ, প্রায় লোকেই ব্যবসার অংশীদার

---

* "এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ ।।"

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১/৫৫

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—যে-সমস্ত গুণ থাকিলে পুরুষ পুরুষ হয়, সেই সমস্ত গুণযুক্ত সবর্ণ (সমান বা উৎকৃষ্ট বর্ণ), বিদ্বান্, পুরুষত্ব বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষিত, যুবা (অর্থাৎ সু-স্বাস্থ্যবান্) জনপ্রিয় ব্যক্তিই বর হইবার উপযুক্ত ।

আবার বলেছেন—'ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা (জাত্যা) বাপি পাত্রতা ।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ।।' ১/২০০

কেবল বিদ্যায় বা কেবল জাতি দ্বারা পাত্রতা হয় না । যাহার বিদ্যা ও জাতি দুই-ই আছে সে-ই পাত্র ।

পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণও বিবাহ-ব্যাপারে অতিশয় সতর্কতা ও নানা বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষার বিধি দিয়াছেন—

"I do not see how any sane young couple can risk the hazard of marriage, involving heavy responsibilities towards each other, their progeny, society without subjecting themselves to the tests provided by Chemistry, Biology and Psycho-Analysis."

'Glimpses of the Great'—Viereck

অর্থাৎ, বার্লিনের যৌন বিজ্ঞানাগারের অধ্যক্ষ হার্শফেল্ড বল্‌ছেন—বিবাহটা দম্পতির পক্ষে, সন্ততি ও সমাজের পক্ষে যেমন গুরুদায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার—তাহাতে রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান ও চিত্তবিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষাসমূহের প্রয়োগ না করিয়া কেমন করিয়া পুরুষ-নারী বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে আমি বুঝতে পারি না ।

Cf. "Both the man and woman should be carefully examined not only with regard to their health—not only with regard to their fitness to marry but whether they are fit to marry each other. One man's meat is another man's

পছন্দ করতে গিয়ে যতটা হিসাব করে, জীবনের সহধর্ম্মিণীকে পছন্দ করার সময় তার চেয়ে ঢের কম বিচার করে ;—মানুষ, পাচক বা একখানা গাড়ী বা গরু কেনায় যতটা হিসাব করে, তার চেয়ে ঢের কম হিসাব করে স্বামী বা স্ত্রী মনোনীত করার সময়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহের স্বাভাবিক উৎকর্ষের ধারা তো এ নয়ই। প্রকৃত ব্যাপার এই হওয়া উচিত—কোন পুরুষের চরিত্রে*, চলনে, বর্ণে, বংশে, বিদ্যায়, দক্ষতায়, স্থৈর্য্যে ও নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়া অবনত হৃদয়ে তাহাকে বরণ করায়, সেই পুরুষ তাহাকে গ্রহণ করিলে যদি কোন স্ত্রী তাহার সর্ব্বতোভাবে মনোবৃত্তির অনুরঞ্জনী হওয়াটাই জীবনের সার্থকতা, সুখ, তৃপ্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি বিবেচনায় নিজেকে ধন্য মনে করে,—তবে সে-ই তাহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হওয়ার উপযুক্ত,—আর সেই মিলনেই উভয়ে সার্থক হয়। আর, পদ্ধতি যদি এমনতর হয় তবে পণ বা দর-কষাকষি বলিয়া কোন-কিছু উঠিতেই পারে না—আর, সংসারটাও এত অশান্তির আগুনে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে না।

প্রশ্ন। নারী যে পুরুষের চরিত্র, চলন ইত্যাদিতে মুগ্ধ হ'য়ে তা'কে বরণ করবে

---

poison. The Jill that will make Jack the happiest mortal may make life a living hell for Tom—Hans whose presence is a heart-balm to Greatchen may make Erina wretchedly miserable.

"If Hans is married to Gretchen they may rear a happy family of seven children. Married to any one else their lives may be miserable and childless. Dalia may imagine that she is in love with Russell, a fair youth inclined to stoutness, whereas every cell of her being calls out for Williams—long-legged and swarthy.

"Before making his final choice, the modern lover consults sex-science. Like other sciences it is not infallible but it can prevent certain obvious blunders and repair other." —Viereck on 'Hirschfeld'

* "Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning. It is character that can cleave through adamantine walls of difficulties."

—Vivekananda

অর্থাৎ, টাকায় কিছু হয় না, নাম-যশে কিছু হয় না, পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে। —বিবেকানন্দ

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বলছেন—তা' তো উভয়ের ভিতর মেশামেশি না হ'লে হ'তে পারে না। তবে কি আপনি কোর্টশিপের পক্ষপাতী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোর্টশিপ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য†। যেমনতর পুরুষ যেমন সহজভাবে চলাফেরা করে, মেয়েদের যেমন চলাফেরা করা উচিত,—পুরুষ-নারী তেমন সহজভাবে চলাফেরা করবে, শিক্ষাপদ্ধতিও তেমনতর হবে। তাহ'লেই স্বাভাবিকভাবে লোকের যেমন admiration (শ্রদ্ধা) আসে, তেমনতর আসবে।

---

† Cf. "Under the influence of our amorous emotions, the beloved assumes an importance ludicrously out of proportion with the realities. His or her virtues are magnified, while we turn the blind spot of the mind upon our lover's faults. The path of human passion and the path of marriage is strewn with too much wreckage to justify man's faith in the intuitions of love."

Hirschfeld—'Glimpses of the Great'—Viereck

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—

হার্শফেল্ড বলছেন—মানুষ কোর্টশিপ করিতে গিয়া যেমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে, তাহাতে সাময়িক প্রণয়াবেগে যুবক-যুবতীর বিচার-ক্ষমতা আচ্ছন্ন হয়, গুণগুলি অতি-রঞ্জিত হইয়া ওঠে, দোষের দিকে নজরই পড়ে না। বিবাহ-ব্যাপারে মানুষের সহজ-সংস্কারের উপর নির্ভর করিতে গেলে প্রায়শঃ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা—শেষে সারাজীবন দুঃখভোগ করিতে হয়।

'Einstein of Sex' বল্ছেন—"They may believe that they are in love with each other, whereas their temperament demands a partner of a fundamentally different type."

—Viereck on 'Hirschfeld'

তাহারা ভাবিতে পারে যে দুইজনই দুইজনকে ভালবাসে, অথচ তাহাদের প্রকৃতির দাবী, হয়তো সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের (প্রকৃতির) সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন । আচ্ছা,—চরিত্র, চলন, বিদ্যা, দক্ষতা, স্থৈর্য্য, নৈপুণ্য ইত্যাদি ব্যক্তিগত গুণ তো দেখতেই হবে, এ আমরা বুঝিও—কিন্তু বর্ণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । গুণ এবং কর্ম্মের continuation of culture-এ (উৎকর্ষের ক্রমাগতিতে) heredity (বংশানুক্রমিকতা) প্রতিষ্ঠিত হয় । এই গুণ এবং কর্ম্মের বিভেদই বর্ণ* ।

প্রশ্ন । Continuation of culture মানে তো ঠিক বুঝলাম না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । Continuation of culture মানেই হ'ল তাই—যে-চিন্তা বা কর্ম্মের ধারা বংশের ভিতর কোন-একটা subject বা sphere of culture-এর

---

* গুণকর্ম্মবিভেদ-অনুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি ।

'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ ।' ৪/১৩ —গীতা

মহাভারতের ভৃগু বলেন—

'ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ।' ১০, মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮১ অধ্যায়

কর্ম্মদ্বারাই নর বিভিন্ন বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

Cf. "Heredity is an acquired fact—an experimental truth."

'Mountain Paths'—Maurice Maeterlinck

আর, এই বর্ণবিভেদ যে শুধু আমাদের দেশেই আছে তা' নয় । তাই লিওনার্ড ডারুইন লিখেছেন—

"In an examination of the Census Report of 1911, the population of England was divided into eight social classes."

অর্থাৎ, ইংলণ্ডের ১৯১১ সালের জনগণনার রিপোর্টে প্রকাশ, ইংলণ্ডের জনসংখ্যা আটটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল ।

স্যার আই· এ· টমসন্ ব'লছেন—

"Mendal discovered that certain kinds of characters behave in a particular way in inheritance. They do not blend or break up or average off, but persist in their intactness...generation after generation."

অর্থাৎ, মেণ্ডেল আবিষ্কার করেছেন,—কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ বংশানুক্রমে বরাবর অব্যাহত, অবিকৃত অটুটভাবে সন্তান-সন্ততিদের ভিতরে বিদ্যমান থেকেই যায় ।

(বিষয়ের বা সাধনাক্ষেত্রের) গবেষণা ও কর্ম্ম নিয়ে পুরুষ-পরম্পরায় তার উন্নতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয় ; আর, এইরূপ চিন্তা ও কর্ম্মে পুরুষানুক্রমে ব্যাপৃত থাকার ফলে পরে easy instinct-রূপে—সহজ-সংস্কাররূপে যা' দাঁড়ায়—তা'ই heredity বা বংশানুক্রমিক সংস্কার বা বর্ণ ; আর, এইটি-ই কোনও individual-এর (ব্যক্তি-বিশেষের) permanent inborn asset—স্থায়ী সহজাত সম্পদ্* ।

প্রশ্ন । বর্ণ হইতে individual-এর বা ব্যক্তির কতটুকু বোঝা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । বর্ণ বা heredity হইতে মানুষের basic temperament—সত্ত্ব বা গোড়ার ধাত হয় ; আর, এই basic temperament-এর উপরই culture (উৎকর্ষ), mood of personal acquisition (ব্যক্তিগত সাধনার ভঙ্গী বা রকম) and causal insight (কারণে

---

* লিওনার্ড ডারুইন বলছেন—

"Somewhat the same bodily and mental characters will often keep cropping up in successive generations...Fact and theory hang together perfectly. The laws of heredity can be relied on with complete confidence."

'What is Eugenics'—L. Darwin

প্রায় একরূপ শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ পুরুষ-পরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয় । এ সম্বন্ধে ঘটনা ও বংশানুক্রমিকতা-বাদে সম্পূর্ণ মিল আছে । বংশানুক্রমিকতার আইনের উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করা যাইতে পারে ।

রাসেলও স্বীকার করেছেন—"Whatever may be thought of genius, there can be no doubt that intelligence...tends to run in families."

অর্থাৎ, প্রতিভার সম্বন্ধে যাহাই কেন ভাবি না, মেধা যে পরিবারের মধ্যে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

Cf. "The parent is rather the trustee than the producer of the germ-cell ; or, again, the individual bodies are like the mortal pendents that fall away from the immortal neck-lace of germ-cells."

—Sir Francis Galton

Eugenics-এর (সুপ্রজনন-শাস্ত্রের) সৃষ্টিকর্ত্তা স্যার ফ্রান্সিস্ গ্যালটন বলছেন—যদিও পিতামাতা হইতে জীবদেহ সৃষ্ট হয়, তথাপি তাহারা বীজকোষের ট্রাষ্টি মাত্র—স্রষ্টা নহে । বীজকোষ অমর, পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত—আর ব্যক্তির দেহ এই অমর কোষমালার ঝালরের মত ।

অন্তর্দৃষ্টি) নির্ভর করে। তাই, বিভিন্ন বর্ণের জানারও বিশেষ-বিশেষ রকমফের হয়*।

প্রশ্ন। শাস্ত্রে কোনও বর্ণ উচ্চ বা উৎকৃষ্ট, কোনও বর্ণ নিম্ন বা নিকৃষ্ট এইরূপ ইঙ্গিত আছে। বর্ণের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতার ভিত্তি কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কর্ম্মের অনুসরণে গুণের উৎকর্ষ, আর এই গুণ জ্ঞান হ'তে জন্মে, আর জ্ঞানের প্রসূতিই কর্ম্ম। তাই, যে-যে কর্ম্ম করায় যে-যে জ্ঞান, গুণের অধিকারী হয় তার একটা ক্রমোন্নতির পারম্পর্য্য বা ধারাবাহিকতা আছে—এই হিসাবেই বর্ণ-বিভেদ। তা'-হ'লেই যে-যে গুণ, জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎকর্ষ যে-যে গুণ, জ্ঞান ও কর্ম্মে,—সেই-হিসাবেই উঁচু-নিচু বর্ণ বলা হয় ; তাই এক বর্ণ অন্য বর্ণের রক্ষক, শিক্ষক ও চালক।

---

* "Hereditary qualities, when transmitted to another generation remain unchanged, though they may be sorted out differently."

'What is Eugenics'—L. Darwin

অর্থাৎ, বংশানুক্রমিক গুণরাজি অপরিবর্ত্তিতভাবে পরবর্ত্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়—যদিও তাহাদের নূতন রকমের সমাবেশ হইতে পারে।

"Professor Pearson, after working out the statistical laws of inheritance in many physical characters of men, animals and plants, has applied the same methods to what are called the mental and moral attributes,.....the conclusion is reached that not only bodily characters but also those of the mind are essentially determined by the hereditary endowment."

'Heredity in the Light of Recent Research'—L. Doncaster

অর্থাৎ, অধ্যাপক পিয়ারসন্ বংশানুক্রমিকের নিয়মাবলী মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের বাহ্যিক লক্ষণসমূহের দ্বারা গণনা করিয়া সেই প্রণালী মানসিক ও নৈতিক লক্ষণসমূহে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শুধু দৈহিক লক্ষণ নয়, মানসিক লক্ষণগুলিও উত্তরাধিকার-সূত্রে বর্ত্তে। —ডন্‌কাষ্টার

Cf. "No doubt the direction which intellectual development takes is to a considerable extent determined by circumstances but the kind of mind is irrevocably decided before the child is born."

—L. Doncaster on 'Heredity'

নবজাত শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অনেকাংশে ঘটনাচক্রের উপর নির্ভর করিলেও তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মন কেমন হইবে তাহা অমোঘরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়।

—ডন্‌কাষ্টার

প্রশ্ন। তাহ'লে personal acquistion (ব্যক্তিগত সাধনা) তো heredity-র চেয়ে খাটো হ'য়ে যায়। তবে বিবাহে ব্যক্তিগত গুণের উপরেই বেশী লক্ষ্য করতে হবে, না heredity বা বর্ণ-বংশের উপরেই বেশী নজর দিতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Heredity বা বর্ণ ও বংশের উপর তো প্রথম ও প্রধান নজর থাকবেই*। যেমন culture আছে heredity নাই, সে যেমন heredity establish করতে যাচ্ছে অথচ হয়নি,—তেমনি heredity আছে culture নাই, সে heredity নষ্ট করতে যাচ্ছে অথচ এখনও সময় আছে। তাহ'লে এই দাঁড়াচ্ছে যে, সমাজের কর্ত্তব্যই heredity এবং culture-কে অক্ষুণ্ণ রাখা অর্থাৎ heredity নিয়ে তা'তে culture-এর সমাবেশ করা ; কারণ, culture-কে heredity-তে পর্য্যবসিত করতে বহু সময়ের প্রয়োজন।†

প্রশ্ন। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ culture বা personal acquistion-এর (ব্যক্তিগত সাধনালব্ধ গুণের) উপরেই তো বেশী নজর দেয়, মানুষের বড়-ছোট বিচার তো culture দিয়েই হয়, ব্যক্তিগত সাধনার উপরে দাঁড়ানই তো prudence (বিচক্ষণতা)। যে নিজের সাধনার দ্বারা লোকের চক্ষে মহনীয়, তা'কে বরণ করলে জীবনটা তো কাটবে ভাল। বর্ণ-বংশে নাকি কতই গোল ঢুকছে শুনতে পাই, সুতরাং তা' নিয়ে টানাটানি ক'রে বিশেষ কি লাভ হ'তে পারে ?

---

* "বিদ্যাপ্রণাশে পুনরভ্যুপেতি
জাতিপ্রণাশে ত্বিহ সর্ব্বনাশঃ।" —যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি

বিদ্যা বিনষ্ট হইলে পুনরায় পাওয়া যায়,—জাতি হারাইলে সর্ব্বনাশ।

† 'জাত্যুৎকর্ষঃ যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা।' ১/৯৬ —যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা

জাতি বা heredity-র উৎকর্ষ (নিম্নবর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাকে উচ্চতর বর্ণের পুরুষের সহিত বিবাহ দিলে ক্রমান্বয়ে) সপ্তম বা পঞ্চম জন্মে হইতে পারে।

Cf. Einstein said, "Being both a father and a teacher, I know we can teach our children nothing. We can transmit to them neither our knowledge of life nor of mathematics.

"But," I interjected, "nature crystallizes our experiences. The experiences of one generation are the instincts of the next."

"Ah," Einstein remarked, "that is true ; but it takes nature ten thousand

শ্রীশ্রীঠাকুর। শ্রেষ্ঠের প্রতি সহজ love and admiration (ভক্তি ও ভালবাসা) হইতে মানুষ যখন active (কর্ম্মপরায়ণ) হইয়া ওঠে, তখনই তাহার ভিতরে সত্যিকারের culture (সাধনা ও উৎকর্ষ) grow করে (জন্মে) ; আর তাহা ভালবাসা-প্রসূত বলিয়া—তাহার being হইতে স্বতঃ-উৎসারিত বলিয়া being-এরই (সত্তারই) property (সম্পদ) হয়। ইহাই real acquisition (সত্যিকারের সাধনালব্ধ সম্পদ্)। তাই, এইরূপ acquisition মানুষের being-কে mould করিয়া (গঠিত করিয়া) তোলে। আর, এইরূপ ক্রমাগত অনেক পুরুষ ধরিয়া চলিলে তখন তাহাদের seed-এ (বীজে) ঐ acquistion-এর (সাধনার) heredity (বংশানুক্রমিকতা) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর, এই পরিবর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাহার inner temperament (অন্তর্নিহিত ধাত), মানে—basic temperament (মৌলিক ধাত)। তাহা এমনতর হইয়া থাকে—তাহা জীবনের acquirement-গুলি (অর্জ্জিত গুণগুলি) instinct-এর মতন (সহজাত সংস্কারের মতন) work (ক্রিয়া) করে। তাই, যদিও সে uncultured (সাধনাবিহীন) জীবনযাপন করে, তথাপি তাহার lower step-এ (নিম্নতর সোপানে) নামিয়া আসিতে আবার কিছু পুরুষান্তর অতিক্রম করার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় ; তাই, বিবাহে heredity বা বর্ণ-বংশ প্রথম এবং প্রধান। তাই, যদি উন্নতবর্ণের এবং অন্ততঃ উন্নত বাহ্য আচরণ ও চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিকে accept করিয়া (গ্রহণ করিয়া) তাহার যদি উপযুক্ত প্রকারে ইন্ধন সরবরাহ করা হয়, তাহা হইলে সে অত্যল্পকাল মধ্যে enormous culture-ওয়ালা lesser heredity-কেও অর্থাৎ বহুলসাধনাসম্পন্ন নিম্নতর বর্ণের ব্যক্তিকেও excel

---

or ten millions of years to transmit inherited experiences of characters."

'Glimpses of the Great'—Vierek

আইনষ্টাইন্ বললেন, "আমি জনক ও শিক্ষক উভয়ই—তাই, আমি জানি আমাদের শিশুদের আমরা কিছুই শিখাইতে পারি না। জীবনের অভিজ্ঞতা বা গণিতবিদ্যা কিছুই সঞ্চারিত করিতে পারি না।"

আমি বললাম, "প্রকৃতি নিজেই তো আমাদের অভিজ্ঞতাগুলিকে দানাকারে গাঁথিয়া তোলে। এক পুরুষের অভিজ্ঞতাই তো পরবর্ত্তী পুরুষে সহজ-সংস্কারে পরিণত হয়।"

আইনষ্টাইন্ বলিলেন—"হাঁ তা সত্য। কিন্তু প্রকৃতির হাজার-হাজার—লক্ষ-লক্ষ বছর লাগে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতাগুলিকে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত করিতে।" —বিয়ারেক

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

(অতিক্রম) করিবে তাহা সুনিশ্চিত* । আর, পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানবিদ্ মনীষীগণও নাকি ইহা বহুপ্রকারে experiment (পরীক্ষা) করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ।†

আর দেখুন, মানুষের culture (সাধনা) কিন্তু দুই রকমের ঃ—এক রকম inferiority complex হইতে—নিজেকে ছোট মনে করিয়া বড়র মতন প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে,—ego (অহং) oppressed বা opposed হইয়া—প্রতিহত হইয়া আরম্ভ হয় ; আর-এক রকম—মানুষের spontaneous inner hankering to fulfil অর্থাৎ, কাহাকেও সার্থক করিবার স্বতঃ-উৎসারিত অন্তর্নিহিত প্রেরণা হইতে আরম্ভ হয়—যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহাদের সাধনা বা culture অহং-প্রতিহত হইয়া আরম্ভ হয়, তাহাদের সেই complex বা বৃত্তি fulfilled (সার্থক) হইয়া গেলেই যেমন ছিল তেমনি স্তরেই আসিয়া দাঁড়ায়—being (সত্তা) unaffected (অস্পৃষ্ট) থাকে । এ-রকম culture-কে (সাধনাকে) acquistion না বলিয়া learning (পাণ্ডিত্য) বলিলেই যেন ঠিক হয়। তাই, যে-সাধনা বা culture spontaneous অর্থাৎ স্বতঃ-উৎসারিত, heredity-ক্ষেত্রে (বংশানুক্রমিকতা-ক্ষেত্রে) তাহাই গ্রহণীয়‡ ।

---

* Cf. "Such an improvement in natural qualities would mean that our successors would have a better start in life. They would be able to do as well as we have done with less exertion, etc., etc."

—L. Darwin in 'What is Eugenics'

অর্থাৎ, স্বাভাবিক গুণের ঐ উৎকর্ষ হইতে বুঝা যাইবে—আমার উত্তরাধিকারীরা আমার চেয়ে ঢের ভাল সহজাত সম্পদ লইয়া জীবন আরম্ভ করিবে ; ফলে আমার-চেয়ে ঢের কম শ্রমে আমার মত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

কবি কালিদাস, শুকদেব প্রভৃতিকে বোধ হয় ইহার দৃষ্টান্ত-হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

† মরিস্ মেটারলিঙ্ক প্রভৃতির উক্তি ২৩ পৃষ্ঠার foot-note-এ দ্রষ্টব্য।

অনেকেই জানেন, আমেরিকার স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার টি এইচ্ মরগ্যান্ (Sir T. H. Morgan) heredity বা বর্ণকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গত বৎসর নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

‡ Sir I. A. Thomson লিখেছেন—"We cannot discuss whether nature or nurture is the more important but whether changes in germinal composition count for more or less (appropriate nurture granted) than changes obviously wrought out in individuals. Galton did not depreciate the importance of nurturer for the individual ; but as regards racial progress he insisted on the

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রশ্ন। বিবেকানন্দ বলেছেন—"উচ্চবর্ণ হইতে পারিয়া (চণ্ডাল) পর্য্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি নিজ হইতে সর্ব্বভূতে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির ভিতর ব্রহ্মকে দেখেন, প্রত্যেক জীবকে আত্মবোধে বাঁচা এবং বৃদ্ধি পাওয়ার সংরক্ষণে সেবানিরত,—জ্ঞানের অধ্যয়ন, গবেষণা ও মানুষ যাহাতে সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষে এবং উদ্বর্দ্ধনে অবাধ হইতে পারে এমনতর শিক্ষাদানে ব্যাপৃত,—যিনি উন্নতিপ্রসূ দানে মুক্তহস্ত, প্রতিগ্রহ যাঁহার পরিপুষ্টির জন্য, আদর্শে সম্যক্‌রূপে অনুপ্রাণিত, যাঁহার যাজনে তাঁহার পারিপার্শ্বিক আদর্শে ও উন্নতিতে অনুপ্রাণিত হয়, যিনি অতীব সহজভাবে জীবনযাপন করেন—তিনিই ব্রাহ্মণ। আর, যাঁহার উদ্ভব

---

exclusive value of progressive variations in constitutional vigour. Galton, therefore, insists on the mating of the best with the best and he warns us to the deterioration of good stock by sowing tares with the wheat."

স্যার জেমস্ টম্‌সন লিখেছেন—মানবের উদ্বর্দ্ধনে প্রকৃতিই বড়, না, শিক্ষা-উৎকর্ষই বড়, এরূপ বিচার করিলে কোনই ফল হইবে না। দেখিতে হইবে বীজই ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে বেশী প্রয়োজনীয় কিনা। গ্যালটন্ ব্যক্তির উদ্বর্দ্ধনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু জাতির উৎকর্ষে বীজেরই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তাই, গ্যালটন্ সুপ্রজননে উত্তমের সহিত উত্তমের মিলনের পক্ষপাতী,—আর ভাল শস্যের সহিত আগাছার মিলনে যাহাতে উৎকৃষ্টের অপকর্ষ না হয় তিনি সে-বিষয়ে আমাদের সাবধান করিয়া দিতেছেন।

Cf. "Man must learn to tame by science the nescient waywardness which lays waste his stock."
—Pearson

প্রোফেসর পিয়ারসন্ বলছেন—মানুষের উচিত, প্রকৃতির ভিতরে যে অজ্ঞেয় গোঁড়ামি আছে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাকে বশে আনিতে চেষ্টা করা।

Cf. "The kind of mind is irrevocably decided before the child is born. . . the mental powers of the child will be the same whether he had a good education or not. Of course, education is a necessary condition of the development of the mental powers, but at present we have no evidence that it adds potentialities not present at birth."

'Heredity'—Doncaster

অর্থাৎ, শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই সে কি প্রকৃতি লইয়া জন্মাইবে তাহা অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শিশু শিক্ষিত হোক্ বা না হোক্, তাহার মানসিক শক্তিসম্পদ একই হইবে। অবশ্য, সেই সহজাত মানসিক সম্পদের সম্যক্ বিকাশ-সাধনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষা মানুষের জন্মগত বা সহজাত শক্তি-সম্পদের সহিত কিছু যোগ করিতে পারে এমন কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

এবম্প্রকার কুল বা বংশ হইতে হইয়া উক্ত গুণগুলি স্বতঃই যাঁহাতে উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তিনিই প্রকৃতিপ্রসূ বর্ণ-ব্রাহ্মণ* ।

প্রশ্ন । ক্ষত্রিয় কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । যাঁহার জ্ঞান ও গবেষণা, তপ ও আদর্শপ্রাণতা ইত্যাদি, জীবের—বিশেষতঃ মানুষের—বিপদ, বিধ্বস্তি, বেদনা—যাহা মানুষকে মরণমুখী করিয়া তোলে—তাহার রোধ ও অপসারণ করিয়া জীবনে শান্তি স্থাপন করেন তিনি ক্ষত্রিয় ; তাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রকার ক্ষত হইতে ত্রাণ করে বলিয়া 'ক্ষত্রিয়' কথাটি আসিয়াছে—ক্ষত শব্দ† ত্রৈ-ধাতু (ত্রাণ করা) হইতে ।

প্রশ্ন । আর, 'বৈশ্য' কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । যাঁহারা বেদাধ্যয়নে রত, তপঃশীল, গবেষণাপরায়ণ, গুরু বা ইষ্টানুরক্ত—যাঁহাদের কন্যা দ্বিজমাত্রের গৃহেই প্রবেশ করিতে পারে অর্থাৎ দ্বিজমাত্রেই যাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে—যাঁহারা ধন ও ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া সেবায় সমাজ ও দেশের পুষ্টিসাধন করেন—এক কথায় ঐহিক সম্পদ্ যা'-কিছু যাঁহাদের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে, তাঁহারা বৈশ্য । তাই মনে হয়, 'বৈশ্য' কথাটি আসিয়াছে বিশ্-ধাতু হইতে, আর বিশ্-ধাতু মানে প্রবেশ করা† ।

---

* "কর্ম্মণা ব্রহ্মণো জাতঃ করোতি ব্রহ্মভাবনাম্ ।
স্বধর্ম্মনিরতঃ শুদ্ধস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ।।"
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, গণেশখণ্ড, ৩৫ অধ্যায়

"জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ ।
শৌচাচারপরো নিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ।।"
—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ২৬ অধ্যায়
তথা মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮২ অধ্যায়

অর্থাৎ, যিনি ব্রহ্মকর্ম্মদ্বারা জাত, ব্রহ্ম-ভাবনা করেন, সর্ব্বদা স্বধর্ম্মনিরত (যজন-যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহাদি ব্রাহ্মণকর্ম্মরত), শুদ্ধ (অর্থাৎ একাসক্ত—এক চিন্তা ও কর্ম্মপরায়ণ)—তিনিই ব্রাহ্মণ ।

জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত,—শুচি, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত, শৌচাচারসম্পন্ন,—গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী, সত্যরত—তিনি ব্রাহ্মণ ।

† "বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ ।
বেদ্যাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ।।" —পদ্মপুরাণ, ২৬ অধ্যায়

প্রশ্ন। 'শূদ্র' কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দ্বিজসেবাই যাঁহাদের ব্রত, দ্বিজসেবাই যাঁহাদের তপ, যাঁহারা সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সমাজের মঙ্গলপ্রদ সেবাই যাঁহাদের কাম্য, আদর্শে অনুরক্তি যাঁহাদের জীব ও জাতির সেবাকে মুখর (prominent) করিয়া তুলিয়াছে, সেবা করিয়াই যাঁহারা কৃতজ্ঞ, সেবাতেই যাঁহারা শুচি,—সেবা করিয়াই যাঁহারা জ্ঞান, গবেষণা ও অধ্যয়নের ফল লাভ করেন,—এক কথায়, সংরক্ষণের সেবাই যাঁহাদের প্রকৃতিগত এবং তাহা করিয়াই নিজেকে সংরক্ষিত, সংশোধিত ও উন্নত করেন—তাঁহারাই প্রকৃত শূদ্র।

প্রশ্ন। বর্ণ ও বংশ এই দুইয়ের তফাৎ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বর্ণ' মানে classes of equicultural heredity (তুল্যরূপে উৎকর্ষিত বংশের শ্রেণী—যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি), আর 'বংশ' মানে personal heredity (ব্যক্তিগত বংশানুক্রমিকতা)।

প্রশ্ন। আপনি বর্ণ ও বংশের কথা বললেন। শাস্ত্রে বিবাহের গোত্রের বিচারও তো আছে—'গোত্র' বলতে কী বুঝায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'গোত্র' মানে acquisition-এর—সাধনার ধারা—school—তা' ছেলে-দিয়েও হ'তে পারে, শিষ্য-দিয়েও হ'তে পারে ; যেমন সংহিতায় আছে—son by birth আর son by culture.†

যে শীঘ্র প্রবেশ করে (তিন বর্ণের গৃহে), কৃষি-সেবী, গ্রহণে রুচিসম্পন্ন, শুচি এবং বেদাধ্যয়নপরায়ণ—সে-ই বৈশ্য।

† "দ্বয়মিহ বৈ পুরুষস্য রেতো, ব্রাহ্মণস্যোর্দ্ধং নাভেরর্ব্বাচীনং মন্যেত। তদ্ যদূর্দ্ধং নাভেস্তেনাস্যানৌরসী প্রজা জায়তে, যদুপনয়তি যৎ সাধু করোতি। অথ যদর্ব্বাচীনং নাভেস্তেনাস্যৌরসী প্রজা জায়তে।" —বশিষ্ঠ-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থাৎ, ইহলোকে ব্রাহ্মণের নাভির ঊর্দ্ধস্থিত ও নাভির অধঃস্থিত এই দুই প্রকার রেত। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত রেতদ্বারা অর্থাৎ মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানদ্বারা অনৌরস সন্তান উৎপন্ন হয়। এই সন্তান-উৎপত্তিকে উপনীত করা বা সাধু করা বলে, আর যাহা নাভির অধস্তন শুক্র তদ্দ্বারা ঔরস সন্তান উৎপন্ন হয়।

মনু বলিতেছেন—

"উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥ ২/১৪৬
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাজরামরা॥" ২/১৪৮

প্রশ্ন। আর্য্য-ঋষিরা বিবাহ-ব্যাপারে গোত্র-সম্বন্ধে এত particular (সতর্ক) হয়েছেন কেন ? সগোত্রে বিবাহের একেবারে নিষেধ কেন ? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও দেখেছি blood-relatives-দের ভিতর বিবাহ-সম্বন্ধে বলেন—"We oppose the union no less strenoussly than the church—we oppose it however not on religious grounds but on eugenic grounds."*

শ্রীশ্রীঠাকুর। সগোত্রে হইলে equal and opposite—তুল্য অথচ বিপরীতধর্ম্মী হয় না, একটা আর-একটার reservoir হয় না, ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিবাহ-মিলনে one reserves the potentiality of the other—অর্থাৎ, একজন আর-একজনের অন্তর্নিহিত শক্তির ধারক ও পোষক হয়†। সগোত্রে-বিবাহ করিলে প্রায়ই বিকলাঙ্গ সন্ততি হয়—তাই, blood-এর distance (দূরত্ব) বেশী হইলে মিলন more perfect (পূর্ণতর) হয়‡, তবে distance অত্যন্ত বেশী হইলে আবার আলাদা species বা জাতির মতন হয়,—সেও ভাল নয়।

অর্থাৎ, উৎপাদক (জন্মদাতা) ও ব্রহ্মদাতা এই দুই-এর মধ্যে ব্রহ্মদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ। বিপ্রের ব্রহ্মজন্মই ইহকালে ও পরকালে শাশ্বত।

বেদপারগ আচার্য্য সাবিত্রীদ্বারা যে জাতি (জন্ম) উৎপাদন করেন, তাহা অজর অমর।

* অর্থাৎ, যৌন-বিজ্ঞানে যিনি আইনষ্টাইন তিনি বলেছেন—সগোত্রে রক্তসম্পর্কীয়দের বিবাহের আমরা বিরোধী,—বিশেষতঃ সুপ্রজননের দিক্ দিয়াই আমাদের আপত্তি।

† যেমন একজন ভাল গায়, আর-একজনের সেই গান সর্ব্বতোভাবে ভাল লাগে—একজন এই হিসাবে positive. আর-একজন equally negative. একজন সাজিয়া খুশী, আর-একজন সাজাইয়া এবং সজ্জিত দেখিয়া খুশী—এইরূপ হইলে পরস্পর ঠিক-ঠিক বন্ধুত্ব হয় ; দু'জনই ন্যূনাধিক অসমান হইলে পরস্পরের মনের অমিল থাকবেই—বন্ধুত্ব কিছুতেই চিরস্থায়ী হবে না।

‡"Marriage between blood-relatives is apt to accentuate the weakness in the family." Hirschfeld—Viereck

অর্থাৎ, শোণিত-সম্পর্কিতদের বিবাহ হইলে পরিবারের মধ্যে যে দুর্ব্বলতা আছে তাহারই বৃদ্ধি হওয়ার কথা।

তাই সমস্ত সংহিতায়ই সমানার্ষপ্রবরা বা সগোত্রা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ। 'ন সগোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত।' ২৪/৯ —বিষ্ণুসংহিতা

আবার বলছেন—"ন মাতৃতস্তু আ পঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতশ্চা সপ্তমাৎ॥" ২৪/১০

অর্থাৎ, মায়ের দিক্ দিয়া পঞ্চম ও পিতার দিক্ দিয়া সপ্তম পর্য্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশী প্রশস্ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ প্রশংসনীয় নিশ্চয়ই—যদি ছেলে-মেয়ের মিলন যেমনভাবে হওয়া উচিত তাই হয়* । তা'ছাড়া প্রথম বিবাহ

মনু বলিতেছেন—

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ অসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ।।" ৩/৫

চরক বলিতেছেন—

"অতুল্যগোত্রাং বৃষ্যাঞ্চ প্রহৃষ্টাং নিরুপদ্রবাং।
শুদ্ধস্নাতাং ব্রজেন্নারীম্ অপত্যার্থী নিরাময়ঃ ।।"

—চরক-চিকিৎসাস্থানম্, ২য় অধ্যায়

তাই বোধ হয় লিওনার্ড ডারুইন তাঁর 'What is Eugenics' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"Sacrifices for our country's good include the abandonment of personal pleasures and of social ambitions.—The path of duty is the path to social progress."

অর্থাৎ, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই ব্যক্তিগত সন্তোষ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার লালসা পরিত্যাগ করিবেন। কর্ত্তব্যের পথই জাতীয় উন্নতির পথ।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী প্রভৃতি সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যদেশের আইনেও সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

English Law—..."The Act of 1835 states—all marriages......between persons within the prohibited degrees of consanguinity and affinity shall be absolutely null and void to all intents and purposes."

German Law—"Marriages are void between descendants and ascendants ; relatives by marriage in the ascending or descending line ; brother or sister of the whole or half blood."

French Law—"Marriage is prohibited between all ascendants and descendants in the direct line and between persons related by marriage in the same line."—See "Encyclopaedia on Marriage."

* 'অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ' মানে উচ্চবর্ণের বর ও নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহ। ব্রাহ্মণ বর—ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের কন্যা ; ক্ষত্রিয় বর—বৈশ্য, শূদ্রের কন্যা ; বৈশ্য বর—শূদ্র কন্যা ;—এইরূপ।

ইহার উল্টো হইলে তাহাকে 'প্রতিলোম বিবাহ' বলে। আর্য্যশাস্ত্রে এই বিবাহ বিশেষ নিন্দনীয়। ইহাতে সন্তানের শরীরও দুর্ব্বল হয় এবং মানসিক সম্পদও হীন হয়।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ।।" —মনু ৩/১৩

ইহাতে অনুলোম ক্রমের প্রশংসা করা হইল এবং প্রতিলোম বিবাহ অগ্রাহ্য হইল।

সবর্ণ হওয়াই শাস্ত্রের বিধান।†

প্রশ্ন। অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ প্রশংসনীয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Higher cultural heredity-র প্রতি (উচ্চবর্ণের প্রতি) lower cultural heredity-র বা নিম্নবর্ণের একটা normal admiration (সহজ শ্রদ্ধা) থাকেই। তা'-ছাড়া, যদি মেয়েরা self-selected higher cultural heredity-কে পায়, অর্থাৎ, স্ব-মনোনীত কোন উচ্চবর্ণের পুরুষকে লাভ করে,—তাহ'লে সে admiration-এর উৎকর্ষ কতখানি active (সলীল) হ'য়ে ওঠে ভাবলেই বোঝা যায়। আর, higher cultural heredity যদি positive (পুরুষ) হয়, lower cultural heredity যদি negative (স্ত্রী) হয়, অর্থাৎ, উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রী হয়,—তাহ'লে তাদের effect বা issue (সন্ততি) with a higher cultural temperament আর with a good strong physique—তার মানেই সুস্থ ও সবলদেহ এবং উচ্চবর্ণানুরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন স্বভাবতঃই হ'য়ে থাকে*। তাই, সুপ্রজননের দিক-দিয়ে এটা negligible নয় (তুচ্ছ নয়)। আর, সমাজের দিক-দিয়ে এই প্রকার বিবাহে প্রত্যেক বর্ণের ভিতর একটা অচ্ছেদ্য compactness (জমাট ভাব) বজায় থাকাই স্বাভাবিক। আর, এই তিন বর্ণই আর্য্যজাতি,—difference of cultural heredity-হিসাবে এই বিভাগ। অতএব, জাতির দিক-দিয়ে বা species-এর দিক-দিয়ে কোন-প্রকার বৈষম্য নেই। সুতরাং, সুপ্রজননের উৎকর্ষ

† তাই মনুসংহিতায় আছে—

"গুরুণামনুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥" ৩/৪

আবার বলছেন—"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।" —মনু ৩/১২

দ্বিজাতিদের প্রথমা স্ত্রী সবর্ণা হওয়াই প্রশস্ত।

* "ব্রাহ্মণী-ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যাসু ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রঃ ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ ॥
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি ॥"

—মহাভারতের দানধর্ম্ম

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ার যে পুত্র সে ব্রাহ্মণ ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্রও তাহাই—বৈশ্যাতে জাত পুত্রও তাহাই।

এমনতরভাবে বজায় থাকাই স্বাভাবিক। আরো কথা,—higher culture-এর সাথে lesser culture-এর মিলনে lesser, higher-এ পর্য্যবসিত হয় ; আর higher আরো higher-এর দিকে যায়—যদি higher-এর সহিত lesser-এর মিলনের ভিত্তি regard ও admiration-এর উপর দাঁড়ায়। যেমন, কোন শিক্ষক যদি কোন ছাত্রকে শিক্ষা দেন, তবে ছাত্রের উৎকর্ষের সাথে-সাথে শিক্ষকের জ্ঞানেরও উৎকর্ষ আসে—ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে হয়, তাই ঋষিগণ অনুলোম বিবাহের এমনতরভাবে প্রশংসা করেছেন।

প্রশ্ন। অনুলোম বিবাহে পুত্রকন্যা কোন্ বর্ণের হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পিতৃবর্ণ অতি নিশ্চয়,—তবে একজনের যদি বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী থাকে, সন্তান-সন্ততির একটি পর্য্যায় (order) থাকিতে পারে মাত্র।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এদের কোথাও অন্নের, কোথাও-বা অন্নজলের চল নাই। তবে অনুলোম বিবাহ কি-ক'রে সম্ভব হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পরস্পরের অন্নজল চিরকালই চ'লত—তবে higher culture, lesser-এর দ্বারা উপযুক্তভাবে অভ্যর্থিত হ'য়ে, নতুবা নয়। এরও কারণ ছিল। কারণ, যে-culture মানুষের কাছে elevative and enlightening অর্থাৎ উন্নয়নের উদ্দীপক, তা' যদি মানুষের কাছে cheaper (সহজলভ্য) হ'য়ে দাঁড়ায়,—তাহ'লে মানুষের inclination সে-দিকে থাকে না, tension of attachment relaxed হ'য়ে ওঠে, অর্থাৎ আসক্তির টান শিথিল হ'য়ে পড়ে, আর তাই attitude of worship (শ্রদ্ধা) হারিয়ে ফেলে। অতএব, তা'তে elavation (উন্নতি) না এনে আরো deterioration (অধোগতি) নিয়ে আসে,—তাই বোধহয় অমনতর ব্যবস্থা ছিল।

প্রশ্ন। তাহ'লে তো আমাদের জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ বিবাহ-পদ্ধতির এই অনিয়ম। এই যদি সত্য হয়, তাহ'লে পরাধীনতার চেয়ে বিবাহ-সম্বন্ধীয় এই সামাজিক দুর্নীতিই তো জাতীয় অবনতির মুখ্য কারণ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই,—একশ' বার *।

---

* "The family is the real social unit, and what society has to do is to promote the good of the family. And in the family woman is as completely

প্রশ্ন। শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের সুখ্যাতি ও প্রতিলোম বিবাহের বিশেষ নিন্দা দেখতে পাই। কিন্তু নর-নারীর মনের মিলই যদি বিবাহের বড় condition (সর্ত্ত), তবে উচ্চবর্ণের কন্যার যদি নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে মনের মিল হয়, তবে সে-বিবাহ কেন নিন্দনীয় হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের মনে জ্ঞান ও অজ্ঞান দুইয়েরই সমাবেশ থাকে। জ্ঞানে উৎকর্ষ, অজ্ঞানে অপকর্ষ। মানুষ সাধারণতঃ অজ্ঞানতাবশতঃ নিকৃষ্টকে সাময়িকভাবে তাহার জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিয়া অশেষ ব্যর্থতা এবং অবসাদে জীবন নষ্ট করিতে চাহিতে পারে—এবং সে-ভ্রান্তির ফলেরও আবার একটা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ক্রমাগতি আছে। তাহা হইলে যাহা জীবনকে এমনতরভাবে বিব্রত করিয়া মৃত্যুর দিকে চালিত করে, এমন পাপ যাহাতে সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিতে না পারে সেইজন্য ঋষিরা বিবাহে বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা ইত্যাদির বিচার করিয়া কন্যার পুরুষকে বরণ করিবার বিধি দিয়াছেন। তা'ছাড়া, প্রতিলোম বিবাহে physical deformity (দৈহিক পঙ্গুতা) প্রায়শঃই হইয়া থাকে,—যেমন ধরুন, strong physique but weak nerve, dull brain (বলিষ্ঠ দেহ কিন্তু দুর্ব্বল স্নায়ু ও ক্ষীণ মস্তিষ্ক) ইত্যাদি *।

প্রশ্ন। আচ্ছা, পুরুষ ও নারী উভয়েই শ্রেষ্ঠের প্রতি attachment (ভক্তি)

---

supreme as is man in the state. To keep the family true, refined, affectionate, faithful is a grander task than to govern the state." —Frederick Harrison

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যানসেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন—

এই জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে বিবাহ-বিধির পরিবর্ত্তন করা দরকার।

See 'Modern Review'—August, 1911

Cf. "Manifold and far-reaching, influencing the whole structure of society not only in this country, but in every country and at every time, have been the influences which have grown up from the root-fallacy in the marriage relation." 'Married Love'—Marie Stopes

শুধু এই দেশে নয়, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে—যেখানেই বিবাহ-সম্বন্ধীয় গোড়ায় গলদ রহিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রভাবে বহু দিক্ দিয়া—বহু দূর পর্য্যন্ত সমস্ত সমাজদেহ প্রভাবিত হইয়াছে। —মেরী ষ্টোপ্স্

* "অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।" —যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ১/৯৫

অর্থাৎ, প্রতিলোম বিবাহে জাত (অর্থাৎ, উচ্চবর্ণের কন্যাতে নিম্নবর্ণের পুরুষ-সংসর্গে জাত)

আনিবে কেন ? শ্রেষ্ঠকে বরণ করা এত কঠিনই বা কেন ? নিকৃষ্টকে বরণ করিলে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Superior-এ attachment-এ—শ্রেষ্ঠের প্রতি আসক্তিতে মস্তিষ্কের একটা tension (টান) লাগিয়াই থাকে,—আর, তাহারই দরুন মানুষের মস্তিষ্ক বিশেষভাবে sensitive (সাড়াপ্রবণ) হয় এবং receptive (গ্রহণক্ষম) হয়। আর সেইজন্যেই দূরদর্শন, সম্যক্‌দর্শন ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে ; তাই শ্রেষ্ঠে আসক্তিতে intensity (তীব্রতার) বেশী প্রয়োজন, নতুবা তাহা অল্প বাধাতেই ছিটকাইয়া যায় এবং পতন স্বাভাবিক হয়†। কিন্তু নিম্নে আসক্তিতে মনের একটা সহজ relaxation আসে, শিথিলতা আসে—তাহাতে বিশেষভাবে কোন energy-র (শক্তির) খরচ হয় না। তাই, deterioration-ও—অবনতিও সহজ হয় ;—তাই, লোকে বলে মায়ার নিম্নগমন সহজ। নিম্নে আসক্তির দরুন মানুষের energy (শক্তি) relaxation-এর (শিথিলতার) ক্রমগতিতে চালিত হয়, তার ফল অবশেষে অবসন্ন callous (সাড়াহীন) মৃত্যু।

প্রশ্ন। 'বর' বলে কেন ?

সন্ততি অসৎ ও অনুলোমজ (অর্থাৎ নিম্নবর্ণের কন্যাতে উচ্চবর্ণের পুরুষের) সন্ততি সৎ।

'প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাশ্চাভাগিনঃ।' —বিষ্ণু-সংহিতা, ১৫/৩৬

অর্থাৎ, প্রতিলোমা স্ত্রীতে জাত সন্তান অভাগী।

আবার বলছেন—'প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।'

অর্থাৎ, প্রতিলোমাতে আর্য্যবিগর্হিত সন্ততি জন্মে।

'উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্ ॥' —ব্যাস-স্মৃতি, ২/১১

বিপ্র ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করিবে। নিম্নবর্ণীয় পুরুষ কখনও উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

† "Transference then becomes the battle-field on which all the contending forces are to meet....all the symptoms of the patient have lost original meaning and have adapted themselves to a new meaning which is determined by its relation to transference."

'Introduction to Psycho-Analysis'—Sigmund Freud

চিত্ত-বিশ্লেষকের উপরে অন্তরের অনুরাগ সংন্যস্ত হইলে রোগীর মন একটা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। রোগের সমস্ত লক্ষণ তখন পুরাতন অর্থ হারাইয়া নূতনভাবে রোগীর মনে দেখা দেয়।

—ফ্রয়েড

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বর' মানে যাকে বরণ করা যায়,—অর্থাৎ, কন্যা যে-বংশ হইতে উদ্ভূত, সেই বংশ যাহাকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিতে পারে *। কন্যা যাহাকে পূজা করিবে সেই পূজা যেন কন্যার পিতার বংশেরই হয়, অর্থাৎ, কন্যার পিতৃবংশ যাহাকে বরণ করিয়া নিজেদের উৎকর্ষের পথে চলিতে পারে।

প্রশ্ন। আপনি সব কথাই তো বললেন কিন্তু 'জাতি'—যা' বলতে আমরা race বুঝি, যেমন,—Semitic, Aryan, Mongolian—বিবাহে এই জাতির কি কোন বিচার করতে হবে না? 'জাতি' কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন-একটা aspect-এর (দিকের) কিংবা কোন-একটা বিষয়ের কোন-রকমের culture ও কর্ম্ম লইয়া জাতির অভ্যুত্থান হয়—অবশ্য তাহা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বহু রকমের বর্ণ, বংশ ইত্যাদির সৃষ্টি করে ; আর এই হইল 'জাতি'।

এই জাতিতে ওতপ্রোতভাবে এবং নানারকমে culture ও কর্ম্মের বিদ্যমানতা দেখা যায় ; সেইজন্য, eugenic aspect-এর হিসাবে (সুপ্রজননের হিসাবে) জাতি গণনীয়। যেমন, আর্য্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়,—ইহাদের temperament (ধাত), physique (দৈহিক গঠন), attitude (ভাব), mode of culture (উৎকর্ষের ধারা) কত তফাৎ দেখিলেই বোঝা যায় ; তাই, inter-racial marriage-এ (আন্তর্জাতিক বিবাহে) conflicting temperament-এর—অসম বা বিরুদ্ধ ধাতের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। ঋষিরা তাই বোধহয় জাতির দিকে অমনতর নজর দিয়াছেন।

দ্বিজমাত্রেই আর্য্যেতর সর্ব্বজাতির কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন—বিশেষতঃ বৈশ্যবর্ণ ; কিন্তু ঐ আর্য্যেতর কন্যা স্বতঃ ও সহজ inner hankering (আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা) হইতে উদ্ভূত শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া যদি বরণ করে—আর, সেই দ্বিজ নিজেকে বিবেচনা করিয়া সেই আর্য্যেতর কন্যা তাঁহার পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ এইরূপ

"আরে দাদা, 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,' আর ঐ বিঘ্নের গুতোয় বড় লোক তৈরী হ'য়ে যায়।"
'পত্রাবলী'—বিবেকানন্দ

* 'দেবাদ্ বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে।' —অমরকোষঃ
বর মানে শ্রেষ্ঠ।
বৃ-ধাতু মানে বরণ করা ও প্রার্থনা করা।

স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যদি গ্রহণ করে তবে। যে conflicting temperament-এর (বিরুদ্ধ ধাতের) সম্ভাবনার কথা বলা হইয়াছে, এই admiration from inner hankering (আন্তরিক টান হইতে উদ্ভূত শ্রদ্ধা) তাহার অনেকটা সমতা আনয়ন করিতে পারে। কারণ, মানুষের being (সত্তা) হইতে উদ্ভূত শ্রদ্ধা কাহারো উপরে ন্যস্ত হইলে তাহার being-ও (সত্তাও) সেই attitude-এ (ভাবে) mould (ছাঁচ) লয়। আর, এটা যদি বৈশ্যবর্ণের ভিতর-দিয়া through accurate filtration (যথারীতি পরিস্রুত হইয়া) হয়, তবে তো কথাই নাই।

প্রশ্ন। Filtration কা'কে বলছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, এদেশের একজন আর্য্য একজন বর্ম্মী মেয়েকে বিবাহ করল। আর, আর্য্য যাহারা তাহাদের শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্য—আর বর্ম্মী আর্য্যেতর যাহারা তাহাদের শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্য—এ দুইয়ের অনেক প্রভেদ, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ধরুন, আর্য্যের নাক উঁচু, আর বর্ম্মীর নাক চেপ্টা। আর্য্য পুরুষ ও বর্ম্মী মেয়ের বিবাহে তাহাদের সন্তানদের নাক আর্য্যের চেয়ে খেঁদা, বর্ম্মীর চাইতে উঁচু এমনতরই হইয়া থাকে। আবার, এই আর্য্য-বর্ম্মী হইতে সম্ভূত কন্যাকে যদি আর একজন আর্য্য বিবাহ করে, তাহাদের হইতে ইহাদের সন্তানদের নাক আরো উঁচু হইবে। এই রকমের পাঁচ কি সাত পুরুষ পর দেখা যাইবে—হিন্দু বা আর্য্যের সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ঐ সন্তানে বর্ত্তিয়াছে। এই-রকম physically এবং psychically (শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়া) তখন তাহাদের race (জাতি) হইল আর্য্য। Filtration (পরিস্রুতি—ফিল্টারকরণ) মানেই এই।

প্রশ্ন। আপনি অসবর্ণ বিবাহের কথা বলছেন কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানে তো দেখি, এক বর্ণের ভিতরই বিবাহ ঠিকমত প্রচলিত নেই—যেমন, পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কায়স্থের মধ্যে ; বারেন্দ্র, বৈদিক ও রাঢ়ী বামুনদের ভিতরও তো বিবাহ এখনও প্রচলিত নেই—অসবর্ণ তো দূরের কথা !

শ্রীশ্রীঠাকুর। না থাকিলে যাহা হয় তাহা তো হইয়াছেই,—আর ইহাতে যদি আমাদের ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, এরূপ চলিলে তাহা

চলিবেই। যত চেষ্টাই করি, যত চেঁচামেচিই করি, আর যত লড়াই-ই করি—যাহা চাই, যেমন-করিয়া তাহা পাওয়া যায় তাহা না করিলে কিছুতেই তাহা পাইব না,—ইহা স্থিরনিশ্চয়, আর ইহা বিধির বাণী।

শুনিয়াছি, বিজ্ঞানবিদ্‌রা নাকি বলেন—ভূয়ো পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারাও নাকি আর্য্য-ঋষিদেরই সিদ্ধান্তে স্থিরভাবে উপনীত হইয়াছেন ! যত রক্ত-সম্বন্ধে নৈকট্যে বিবাহ, প্রজননে জীবন ও বৃদ্ধি তত কম,—আর, ইহা আধুনিক দ্বিজাতির ভিতর প্রকৃষ্টরূপেই ঘটিয়াছে, তাই নাকি আজকাল এদেশের গড় আয়ু ২২ বৎসর। এমনতর চলিলে আরো কমিবে—মানুষ আরো খাটো হইবে ; শেষে হয়তো 'পুনর্মূষিকো ভব'—এ কথার সার্থকতা মূর্ত্তি ধরিয়া অদূরেই বিদ্রূপভঙ্গী করিতেছে। ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি—ক্রমে আরো স্পষ্টতর হইবে বলিয়া মনে হয়। আর, আমি যাহা বুঝিয়াছি, যাহা জানিয়াছি, যাহা দেখিয়াছি, আপ্রাণ স্পষ্টতরভাবে যাহা আমাতে সম্ভব—তাহাই আপনাদের বলিয়াছি। যাহা বলিয়াছি তেমনভাবে আজই যদি সমাজ তাহার পথ খুঁজিয়া লয়,—তবে হয়তো কালই দেখিতে পাইবেন, পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকে কিরূপ তীব্র গতিতে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আপনারাও একটু নজর করিলেই দেখিতে পারিবেন—যে আপদ্ধর্ম্মকে আজ সমাজ স্বতোধর্ম্ম করিয়া লইয়াছে তাহার বিপরীত যেখানেই ঘটিয়াছে, তাহার ফল কিরূপ জাজ্বল্যমান—কিরূপ জীবনপ্রদ !

এই যাহা deterioration (অবনতি) ঘটিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ বিবাহ-বিভ্রাট এ কথা বলিতেছি না,—কিন্তু ইহাই যে প্রধান কারণ, এ-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় *।

---

* Cf. "Whereas continuous and close in-breeding among the higher animals may lead to general deterioration and sterility, these consequences may be obviated and relatively infertile rejuvenated by access to a new enviromnent."

'Introduction to Sexual Physiology'—Marshall, F. R. S.

উচ্চতর প্রাণীদিগের মধ্যে ক্রমাগত নিকট-সম্পর্কীয়দের মিলনের ফলে একটা সাধারণ অপকর্ষ এবং সন্তানহীনতা ঘটে। আর, এই অবনত ও অনুর্ব্বর জাতিকে সঞ্জীবিত ও উর্ব্বর করিতে হইলে নূতন পারিপার্শ্বিকের সহিত মিলনের দ্বারাই তা' সম্ভব। —মার্‌শ্যাল

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন। সংহিতাকারকগণ রকমারি বিবাহের কথা বলেছেন কেন ? মনু তো আট রকমের কথা বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহ সব দেশেই আট প্রকারেরই আছে। আট রকম বিবাহ মানে—যত রকমের স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতে পারে বা হয়, তাহাদের নানা রকম হইতে আট রকমে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট, কতকগুলি মধ্যম, আর কতকগুলি হীন। যেগুলি হীন তাহাদেরও আর্য্য-ঋষিরা সমাজে স্থান দিয়া তাহার ফলের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য বিধিনিষেধ প্রণয়ন করিয়াছেন,—ফলকথা, তাঁহারা কাহাকেও সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করেন নাই।

প্রশ্ন। কেন ? Eliminate না করায়—বাদ না দেওয়ায়—সমাজ পুষ্ট না হইয়া অবনতই হয় না কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নির্ব্বাসন না করায় পুষ্টির হানি হয় নাই—বিধিগুলিকে অমান্য করিয়াই অবনত হইয়াছি ! মানুষ কোন-রকমে হীন হইতে চায় না—becoming (উন্নয়ন বা বৃদ্ধি) তাহার একটা জীবনের লক্ষণ। যে-বিধি অবলম্বন করিলে তাহার becoming intact and continued থাকে—অর্থাৎ, বৃদ্ধি অটুট এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল থাকে, তাহা না করিয়া উন্নতির জন্য হাত বাড়াইলে অবনতিকেই আলিঙ্গন করা হয়। তাই, eliminate করিতে হইলে—বাদ দিতে হইলে যাহা আমরা চাই না, যাহা মানুষ চায় না, তাহাকেই বাদ দিতে হয়—যাহা চাই তাহাকে ধরিয়া।

প্রশ্ন। বিবাহের চাড় তো দেখি বাপ-মায়ের সাধারণতঃ। কখনও-কখনও বরও হয়তো নিজের initiative-এ (ইচ্ছায়) বিয়ে করে,—এটা কেমন unnatural (অস্বাভাবিক) মনে হয়। সত্যি-সত্যি বিয়ের initiative-টা কা'র হওয়া উচিত—পুরুষের, না নারীর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর প্রধানতঃ (primarily)—পরোক্ষে

(secondarily,—indirectly) পুরুষের * ।

প্রশ্ন। তাহ'লে বিবাহে অভিভাবকের কর্ত্তব্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিবাহে অভিভাবকের কর্ত্তব্য—যা'তে ছেলেমেয়ে কোন-রকমে misled না হয়, বিপথগামী না হয় তাই দেখা, আর misled হওয়ার সম্ভাবনা দেখলে তা' restrict করা (নিয়ন্ত্রিত করা) এবং যাতে বুঝতে পারে তাই করা।

প্রশ্ন। পুরুষত্বের সব-চেয়ে বড় অবমাননা মনে হয় নারীকে বিয়ের জন্য offer দেওয়া বা প্রস্তাব দেওয়া। সে তো থাকবে তা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, আর নারী-সাধারণের প্রতি একটা সহজ মাতৃবুদ্ধি নিয়ে !

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ। ঐ-রকম আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে. তাঁরই প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করাতেই পুরুষের পুরুষত্ব। আর, ঐ-রকম হ'লে নারী-সাধারণের উপর সহজ মাতৃবুদ্ধি থাকেই।

---

* Cf. "Man should run after glory and woman after man." —Napoleon

পুরুষ ছুটিবে গৌরব লক্ষ্য করিয়া, আর নারী ছুটিবে পুরুষের পশ্চাতে—পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া। —নেপোলিয়ান

"Man's power is active, progressive, defensive. He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender. His intellect is for speculation and invention, his energy for adventure, for conquest." —Ruskin

পুরুষের শক্তি কর্ম্মলিপ্সু, উন্নয়নমুখী ও রক্ষণধর্ম্মী। পুরুষ প্রধানতঃ কর্ত্তা, স্রষ্টা, আবিষ্কারক এবং রক্ষক। তাহার ধীশক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবনে নিয়োজিত, ইত্যাদি। —রাস্‌কিন

"The thoughts of men are mainfold,
Their callings are of diverse kinds."

—Translation of the Rig-Veda, See page 128 Macdonell's 'History of Sanskrit Literature.'

ঋগ্‌বেদের একটি স্তোত্রে আছে—পুরুষের চিন্তা বহুমুখী, অধ্যবসায় ও কর্ম্মও নানাবিধ।

সংহিতায় আছে—যে-সমস্ত কন্যার যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর এবং ঋতুত্রয় অতিবাহিত হইলে বিবাহ হয় তাহাদের স্বয়ংবরই বিধি ; ঋতুত্রয় অতিক্রম করিলে কন্যার নিজের এই সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য জন্মে বলিয়া এই অবস্থায় কন্যাদান শাস্ত্রবিগর্হিত।

তাই বিষ্ণু-সংহিতায় আছে—

"ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা ।।" ২৪/৪০

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। অথচ কত-কত পুরুষ তো নারীকে offer দিচ্ছে (বরণ করছে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর। নীচ পুরুষ নারীকে offer দেয়—নারীর তাহা প্রত্যাখ্যান করাই ধর্ম্ম !

প্রশ্ন। কথাটা ঠিক বুঝলাম না। পুরুষই তো সব দেশে নারীকে offer দিচ্ছে ; নারী তা' প্রত্যাখ্যান করা দূরের কথা, সে যে পুরুষের নিকট হ'তে ঐ-রকমটা পেয়ে নিজেকে flattered-ই (কৃতার্থ-ই) মনে করে—এমনই বরং বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ তা'তে নিজেকেও ক্ষয় করে,—নারীত্বকেও করে ক্ষুণ্ণ, সঙ্কুচিত। পুরুষ ও নারী উভয়ের being (জীবন) যা'তে অক্ষুণ্ণ ও পরিবর্দ্ধিত হয় তাই-ই উভয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। সত্যিকারের নারী যে, সে কখনও পুরুষকে বলে না 'তুমি ভালোবাসিলে তবে আমি ভালোবাসিব'। ভালোবাসাই যে তার প্রকৃতি, আর, ভালোবাসা ও-রকমেরই নয়। নারী করে পরিবর্দ্ধিত, দেয় প্রেরণা, আর তাতে পুরুষ হয় nourished (পুষ্ট) ; পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র—এদের mental ও physical wealth (মানসিক ও শারীরিক সম্পদ্) বাড়ায় তাদের service (সেবা) দিয়ে। তবে পুরুষ যখন নিজেকে ক্ষয় করে, যদি সে মুগ্ধ না হয় নারীর অভাবপূরণে, নারী বলে—'আমায় দিয়ে যদি তুষ্ট না হও, উৎফুল্ল না হও—তোমার দান আমার কাছে যন্ত্রণাময়' ; কারণ, নারীর লক্ষ্যই হ'চ্ছে সম্বর্দ্ধনা। তাহ'লেই নারী যদি পুরুষ হ'তে চায়, সে সর্ব্বনাশ করবে তার জীবনের। আর, পুরুষ যদি নারী হ'তে চায়, সেও সর্ব্বনাশ করবে তার জীবনের *।

প্রশ্ন। আচ্ছা, বিয়ে করবার জন্য বর যে স্বয়ং গিয়ে মেয়ে দেখে—কথাবার্ত্তা, আলোচনাও হয়তো আগে থেকেই খুবই হয় ; এইরূপে যৌবনপ্রাপ্তা নারী বহু বিবাহেচ্ছু যুবকের সংস্পর্শে আসে—তাতে নারীর পক্ষেও তো বিশেষ অনিষ্ট হ'তে পারে ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই ! এ-নিয়ম অতিশয় নিন্দনীয় ! এতে নারীর মনে বহু যুবকের সঙ্গে বিবাহের কল্পনা আসতে পারে—মাথায় কা'রও ছাপ পড়বার বিশেষ

* 'নানাপ্রসঙ্গে' (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-কথিত) হইতে উদ্ধৃত।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সম্ভাবনা ; ফলে issue affected হ'তে পারে অর্থাৎ সন্তানের ক্ষতি হ'তে পারে †।

প্রশ্ন। তাই যদি হয়, তাহ'লে বাগ্‌দত্তা কন্যার সেই স্থানেই বিয়ে না-হ'লে তো মহাদোষ !

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই ! বাক্যদানই বিবাহ ; তা' ছাড়া আর করণীয় যা'-কিছু তা' সব sacrament (ধর্ম্মচুক্তি), declaration (ঘোষণা) ;—environment-কেও (পারিপার্শ্বিককেও—সমাজকেও) তা' accept করানো (মানানো)—যা'তে সমাজও সাড়া দেয়,—তা'রা স্বামী-স্ত্রী।

প্রশ্ন। 'বাগ্‌দত্তা' কথার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বাক্যদান' মানে বুঝিতে হইবে মেয়ের নিজের বাক্যদান, অর্থাৎ সে যাহাকে পূর্ব্বেই স্বামীরূপে কল্পনা করিয়াছে তাহার নিকটে তাহার নিজেকে গ্রহণ করিবার আবেদন। যদি সে নিজে কাহাকেও স্বামীরূপে কল্পনা না-করিয়া থাকে বা মনে-মনে গ্রহণ না করিয়া থাকে, অথচ অন্যে তাহার সম্বন্ধে বাক্যদান করে,—তাহা-হইলে সে কোনক্রমেই দূষিত হইতে পারে না। আর, মেয়ে যদি কাহাকেও স্বামীরূপে কল্পনা করিয়া থাকে, কাহাকেও বাক্যদান করিয়া থাকে,—এমনস্থলে অভিভাবক যদি জিদ্ করিয়া অন্যস্থানে তাহাকে সমর্পণ করে (অবশ্য সেই বাক্যদান বিধিমত হওয়া সত্ত্বেও), অভিভাবকের মহাপাতক—তাহার কোন সন্দেহ নাই *।

প্রশ্ন। তবে বাগ্‌দত্তা কন্যার অন্যস্থানে বিবাহ হ'লে সেটা কি-রকমের বিবাহ হ'ল ?

---

† Cf. "Great daily initimacy between the sexes...tends to rub off the bloom and delicacy which can develop in each. Girls suffer in this respect far more than boys." —'Youth', page 307—G. S. Hall

নর-নারীর দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতার ফলে উভয়ের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণতা ও তারুণ্যের দীপ্তি লোপ পাইতে চাহে। এবং এই ব্যাপারে বালকদের চেয়ে মেয়েদেরই ক্ষতি হয় বেশী।

—জি· এস্· হল

* "ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতম্ ॥" ৯/৭১—মনু

কন্যা একবার বাগ্‌দত্তা হইলে আবার দ্বিতীয়বারে তাহাকে দান করিলে পুরুষ অনৃতের ভাগী হয়। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি এমন কাজ করিবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিঃসন্তানা বিধবাদের মত। অদত্তবাক্ কন্যার বা অবিবাহিতা কুমারীর তুল্য নয়। তাই বলিয়া তাহারা প্রশংসনীয়া না-হ'লেও নিন্দনীয়া নয়।

প্রশ্ন। ইংরাজদের মধ্যে নিয়ম আছে কোনো নারী কোনো পুরুষের সঙ্গে engaged হ'লে অর্থাৎ বাগ্‌দত্তা হ'লে পরস্পর অঙ্গুরী-বিনিময় হয়। আমাদের দেশে নারী ঐরূপ কাহাকেও বরণ করিলে তাহার একটা চিহ্ন ধারণ করিলে ভাল হয় না কি—যাহা-নাকি একটা declaration-এর (ঘোষণার) মত হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কপালে সিন্দূর পরা বোধহয় মেয়ের কাহাকেও স্বামী-কল্পনা করার চিহ্ন—আর এটা বোধহয় মন্দ নয়। সিঁতেয় সিন্দূর মানে স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে—এ-রকম তো হ'তে পারে।

প্রশ্ন। কোনো নারী পুরুষকে বরণ করিলে পুরুষের করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রথমতঃ বিচার্য্য—তাহার (পুরুষের) যোগ্যতা, অর্থাৎ, প্রথমে দেখিতে হইবে পুরুষের সেই নারীকে বহন করিবার যোগ্যতা আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ—বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা ইত্যাদি হিসাবে সে-নারীগ্রহণ শ্রেয়ঃ কিনা। শ্রেয়ঃ যদি হয় এবং স্ত্রী যদি মনোবৃত্তি-অনুসারিণী হইবে বলিয়া বোঝা যায়, তবে গ্রহণীয়া।

প্রশ্ন। কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত কোন নারীকে গ্রহণ না করলে দোষ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহা-সত্ত্বেও—সর্বপ্রকারে গ্রহণযোগ্য হইলেও যদি গ্রহণ না করা যায়, তবে নারী প্রায়শঃ উচ্ছৃঙ্খল, বিকৃত ও সমাজঘাতিনী হইয়া থাকে; তাই, সেই পুরুষই ঐ উৎপাতের স্রষ্টা হয়—অতএব তাহা অধর্ম্ম।

প্রশ্ন। কোন্ অবস্থায় পুরুষ বরণ-করছে এমন নারীকে অগ্রাহ্য করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি পূর্ব্বোক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনো স্ত্রী কোনো পুরুষকে বরণ করে, তবে পুরুষের উচিত তাহাকে অগ্রাহ্য করা এবং সাদরে তাকে নিবৃত্ত করা।

প্রশ্ন। সাদরে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুর্ব্ব্যবহারে উত্তেজিত ক'রে দিলে শূর্পণখার মত হ'য়ে উঠতে

পারে। তাই চেষ্টা করা উচিত—অন্ততঃ যা'তে সে সমাজঘাতিনী হ'য়ে লোকের বা সমাজের অমঙ্গলকারিণী না হয় এবং বিক্ষুব্ধ হ'য়েও restrained (সংযত) থেকে, জীবকল্যাণে আত্মনিয়োগ ক'রে উৎকর্ষে নিজের অবসান আনতে পারে।

প্রশ্ন। সে তো হ'ল, কিন্তু ঠিক-ঠিক অনুরক্তা অথচ সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণীয়া কোনো স্ত্রী বরণ করলেই, তা'কে গ্রহণ করা-ই যদি পুরুষের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য হয়, তাহ'লে অনেক সময়, polygamy (একজন পুরুষের বহুনারী-গ্রহণ) অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়তে পারে ; polygamy নিন্দনীয় নয় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী monogamous by natural instinct, পুরুষ polygamous naturally. অর্থাৎ, স্ত্রীর সহজ সংস্কার একজনকে স্বামী করা, পুরুষের বহুবিবাহ স্বাভাবিক *।

---

* Cf. "Man's love is of man's life a thing apart. It's woman's whole existence." —Byron

পুরুষের (স্ত্রীর প্রতি) ভালবাসা তার জীবন ও সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু নারীর ভালবাসা অন্য প্রকৃতির—ইহা যেন তার অস্তিত্বের সবটা। —বায়রণ

"Men are oversexed, they are by nature polygamous and promiscuous, while woman is monogamous......No matter what our moralists...may say, the fact remains that man is a strongly polygamous or varietist animal.

"A man may love a woman deeply and sincerely and at the same time make love to another woman or have sexual relations with her. It is quite a common thing with men. It is quite a rare thing with women......The rule is that in her sex and love-life, woman is much more single-affectioned than is her lord master—man.

"Is she on account of it better than, superior to men ? It is futile to speak of better or worse, of superior or inferior. This is the way they are. It is the way man and woman have been made by nature. The diffrences lie in biological roots."

—'Woman, Her Sex and Love'—Dr. William J. Robinson

অর্থাৎ, পুরুষ স্বভাবতঃই বহুবিবাহ-পরায়ণ, কিন্তু নারীর প্রকৃতিই একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা। নীতিবাদিগণ যাহাই বলুন—পুরুষ ও নারী ঐরূপই। পুরুষ একজন স্ত্রীতে গভীরভাবে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও আর-একজনকে ভালবাসতে পারে। পুরুষমাত্রেই সাধারণতঃই এমন, আর নারীমাত্রেই সাধারণতঃ তার বিপরীত। কিন্তু তাই বলিয়া নারী পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহে। পুরুষ শ্রেষ্ঠ কি নারী শ্রেষ্ঠ, পুরুষ উৎকৃষ্ট কি নারী নিকৃষ্ট—এ প্রশ্ন তোলা বৃথা। পুরুষ অমনই—আর নারী অমনই। প্রকৃতিই পুরুষ ও নারীকে অমন করিয়াছে। —উইলিয়ম জে· রবিনসন্

পুরুষ যদি আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে, তবে বহুবিবাহ তাহার অল্পই ক্ষতি আনিতে পারে—ঐ-রকম polygamy-কে ঋষিরা নিন্দনীয় বলেন নাই, বরং কোথাও-কোথাও উদাহরণ দিয়া encourage-ই করিয়াছেন, অর্থাৎ সমর্থন করিয়াছেন। সমাজ চায় সুসন্তান। সুপুরুষে অর্থাৎ, শক্তিমান যোগ্য পুরুষে সম্যক্ আকৃষ্ট স্ত্রীগণ প্রায়ই সুসন্তান-প্রসবিনী হয়। তাই, ঋষিরা অন্ততঃ সমাজের দিকে চাহিয়া বোধহয় উহাকে encourage করিয়াছেন।

প্রশ্ন। Monogamous by natural instinct-ই যদি নারী হয়—একজনকে স্বামী করাই যদি নারীর সহজ সংস্কার হয়, তবে দ্রৌপদী পাঁচ স্বামী থাকতেও কর্ণকে নাকি ষষ্ঠ স্বামীরূপে পেতে চেয়েছিল—এমন কথা আছে শুনতে পাই। তা'-ছাড়া আজকের দিনেও নাকি কোথাও-কোথাও নারীর বহুপুরুষ-বিবাহ বা polyandry প্রচলিত রয়েছে। আর, অনেক পুরুষও, বিশেষতঃ বিলাতে, বহু বিবাহ করা instinctively atrocious (স্বতঃই ভয়ঙ্কর) মনে করেন। নারী ও নরের instinct-ই যদি অমন হয়, তবে ঐ-রকম হয় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দ্রৌপদী eugenic aspect-এ (সুপ্রজনন হিসাবে) অন্ততঃ quite unsuccessful (সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য) ; আর কর্ণকে ষষ্ঠ স্বামীরূপে আশা করিয়াই যদি থাকেন, তাহা হইলে তাহা স্বাভাবিকই। কোনো-একে যদি কাহারো বৃত্তি সার্থক না হয়, তবে সে শান্তির অধিকারী তো হয়ই না,—সে বিক্ষুব্ধ এবং বিক্ষিপ্তমনা হইবেই। অতএব, এটা সমাজের দিক-দিয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়—কারণ, সে হীন এবং হীনতায় দুর্ব্বল এবং দুর্ব্বলতার প্রসবকারিণী হয়।

তাই, পুরুষের বেলাও স্ত্রী-রত এবং আদর্শহীন পুরুষ নিতান্ত নিন্দনীয়। এমনতর পুরুষ বিবাহের মোটেই যোগ্য নয়—বহুবিবাহ তো দূরের কথা।

প্রশ্ন। স্ত্রী যদি monogamous by natural instinct-ই হয়, তবে শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বা বিধি কেন ? আপনি কি তাহ'লে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ন'ন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি কোন বিধবা নিঃসন্তানা হয় আর বিবাহে ইচ্ছুক হয়, বুঝিতে হইবে—সে তাহার স্বামীকে গ্রহণ করে নাই, তাহার বৃত্তিগুলি কাহাতেও

সার্থক হয় নাই ; তাই তার ঐ ক্ষুধা অতৃপ্ত। তাহাকে এমনতর অবস্থায় উপযুক্ত পুরুষে ন্যস্ত করাই সমীচীন,—নতুবা তাহার দ্বারা সমাজ কলঙ্কিত হইতে পারে। বিবাহ করিলে সে নিজে এবং সমাজ দুই-ই অবনতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। আর, মানুষের যখন ঐ ক্ষুধা প্রখর হয়, সে যখন কোনো-কিছুতে দাঁড়াইতে না পারে—তাহার কাছে শত নিয়ম, শত সৎ-কথা, শত বিভীষিকা নিষ্ফল ; অতএব তাহাকে পরিণীত না করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা এক-রকম দুঃসাধ্য—তাহার বিবাহই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন। ঐ রকম polygamy যদি morally (নীতির দিক্ দিয়া), socially (সমাজের দিক্-দিয়া) সুতরাং legally (আইনের দিক্ দিয়া) শ্রেয়ঃই হয়—তবে কোনো এক-এক জন শক্তিমান্ পুরুষকেই বহু নারী আশ্রয় করবে, অথবা best women (উৎকৃষ্ট স্ত্রীসমূহ) দুই-চার জনকেই বরণ করবে ; তবে তো অধিকাংশ পুরুষকেই বরণ করবার কেহ থাকবে না এবং দুর্ব্বল ও অযোগ্য অনেকের বিয়ে হওয়াই অসম্ভব হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঋষিরা ইহাই চাহিয়াছিলেন,—তাই, বিধিও সেইরূপ দিয়াছেন*।

প্রশ্ন। তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উৎকৃষ্ট পুরুষকে বহু স্ত্রী বরণ করিলে সেই পুরুষের বহু উৎকৃষ্ট সন্ততি জন্মিতে পারে। এবং সমাজের ভিতর যাহারা নিকৃষ্ট আছে তাহারা যাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট, তেমনতর অন্য স্ত্রী তাহাদের খোঁজ করিবে ও বিবাহ করিবে। এবং যাহারা তেমন উৎকৃষ্ট নয় তাহারা উৎকৃষ্টের পূজক হইয়া উৎকর্ষ

---

* "Polygamy when tried under modern democratic conditions is wrecked by the revolt of the mass of inferior men who are condemmed to celibacy by it, for the maternal instinct leads a woman to prefer a tenth share in a first rate man to the exclusive possession of a thirdrate one."

—Bernard Shaw

আধুনিক যুগে সাধারণতন্ত্রের দিনে বহুবিবাহের প্রচলন করিতে গেলে বহু নিকৃষ্ট লোক তাহাতে বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া বিদ্রোহ করিবে। কারণ, নারীর সহজ মাতৃবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ পুরুষের দশমাংশকে বরং শ্রেয় জ্ঞান করে তৃতীয় শ্রেণীর একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে পুরোপুরি পাওয়া অপেক্ষা।

—বার্ণাড'শ

লাভ করিবে ;—ইহাই বোধহয় জীবের স্বাভাবিক উৎকৃষ্টে inclined (অভিমুখী) হইবার সহজ এবং সাধারণ উপায়।

প্রশ্ন। অনেকের যে বিয়েই হবে না তার কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুর্ব্বল ও অযোগ্যের বৃদ্ধি (multiplication) নিরস্ত হওয়াই উচিত*।

প্রশ্ন। এমনি গৃহসুখ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে তা'রা করবে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহাদের অবসান হবে উৎকর্ষের চেষ্টায়—তাই, মোটের উপরে ভালই হবে।

প্রশ্ন। Race culture-এর (জাতির উৎকর্ষ-সাধনের) ইহাই কি একমাত্র উপায়—অনুন্নত জাতিকে উন্নত করিতে হইলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ—প্রধানতঃ।

---

*"Satistics show further that the birth-rate varies widely among the different social classes. . . . The greatest rates of reproduction are too often shown by the less fit elements in society, and it is noteworthy that the birth-rate of the feeble-minded is 50 percent higher than that of normal persons, and that feeble-mindedness is a hereditary defect. It is the object of the science of Eugenics, founded by Francis Galton, to combat this evil, and to ensure as far as possible, that future generations should be recruited from those members of the community who are the healthiest and most vigorous both mentally and physically."

'Introduction to Sexual Physiology'—Marshall

লোকতথ্য-গণনায় দেখা যায়, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ভিতরে সন্ততি-সংখ্যা কম-বেশী হয়। যারা সমাজে যত অযোগ্য, তাদেরই সন্তান-সংখ্যা সব-চাইতে বেশী হয়—সুস্থদেহ ব্যক্তির চেয়ে শতকরা ৫০ হিসাবে বেশী। দুর্ব্বলচিত্ততা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত দোষ। গ্যালটন্-প্রতিষ্ঠিত সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের লক্ষ্যই সমাজ হইতে এই দোষের নিরাকরণ এবং যাহাতে সমাজের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা—যারা শরীর ও মনের দিক্ দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সক্ষম—তাদেরই মধ্য হইতে জন্মান যাইতে পারে।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন। কেহ বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, কেহ-বা বেশী বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী। নারীর কত বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কম-পক্ষে বারো হইতে চৌদ্দ বছরের ভিতর বিবাহ মন্দ নয়।

প্রশ্ন। বিবাহে পুরুষ ও নারীর বয়সের পার্থক্য কি দেখিবার নয়—কত বৎসর হইলে ঠিক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বামী-স্ত্রীর ভিতর পনের হইতে কুড়ি বৎসরের পার্থক্য মঙ্গলপ্রদ*।

প্রশ্ন। এ তো বাপ আর মেয়ের বয়সের দূরত্বের মতন। তা'তে সুবিধা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'তে তাদের ভিতর একটা honourable distance—সম্মানজনক দূরত্ব থাকে, তাই ভক্তিও থাকে, অনুবর্ত্তিনীও হয়। স্ত্রী-পুরুষ ইয়ার হওয়ার ফলও বিষবৎ।

প্রশ্ন। সমবয়সী হ'লেই তো সহধর্ম্মিণী ঠিক-ঠিক হ'তে পারে,—ইয়ার হবে কেন? আর ইয়ার হ'লেই বা দোষ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহাতে প্রায়শঃ পুরুষকে নারী ইতরের মত ব্যবহার করে—পুরুষ সম্মান হারায়, স্ত্রীর নিকট contemptible হয় অর্থাৎ তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়। অতএব, সে-রকম পুরুষকে বরণ করিয়া কোন স্ত্রীর উৎকর্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে।

সমবয়সী হইলে knowledge-এর equality থাকে (জ্ঞানের সমতা থাকে),—সাধারণতঃ স্বামী তার অনুসরণীয় হয় না। স্ত্রীর যাহা পছন্দ নয় এমনতর ব্যাপারগুলিতে চিন্তা বা অনুধাবন না করিয়াই নিজের জ্ঞানকে মুখর

---

* ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ।।" —মনু ৯/৯৪

অর্থাৎ, ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া হৃদ্যা (বৃত্ত্যনুসারিণী, চিত্তজ্ঞা) কন্যা বিবাহ করিবে এবং ২৪ বৎসরের পুরুষ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহা হইতে সত্বর হইলে ধর্ম্ম (অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধি) অবসন্ন হয়।

করিয়া ধরিয়া তাহাতে দোষ দর্শায় ; এই-প্রকারে তাহার (স্ত্রীর) চরিত্রে স্বামীর দোষদৃষ্টি আসিয়া অধিকার করে,—যাহার ফলে অনুবর্ত্তিনী না হইয়া বিপরীতবর্ত্তিনী হয়—সংসারে এমন সাধারণতঃই দেখা যায়।

প্রশ্ন। সাধারণতঃ মেয়েদের আঠারো-কুড়ি বছরের আগে বিয়ে হ'চ্ছে না। তার সঙ্গে কুড়ি বছর যোগ করলে আটত্রিশ-চল্লিশ বছরের আগে ছেলের বিয়েই হবে না। এত aged (বেশী-বয়সী) হ'লে তাদের যে সন্তান হবে, তাদের কি দুর্ব্বল হবার সম্ভাবনা নয় ? আর, সন্তানের সংখ্যাও তো ক'মে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুর্ব্বল তো হবেই না—বরং সবল হওয়াই স্বাভাবিক। Matured seed (পূর্ণতাপ্রাপ্ত—পরিণত বীজ) যদি উপযুক্ত সারসমন্বিত জমিতে পড়ে, তবে তা-হ'তে যা' জন্মে তা' কি খারাপ হ'তে দেখা যায় ? তাই, পঁয়ত্রিশ হ'তে চল্লিশ বৎসর বয়সই বিবাহের উপযুক্ত বললে অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্রে আছে—প্রজাপতির নিকট দশটি সন্তানের প্রার্থনা। তাহ'লে এ-বয়সে বিবাহ করলে কি দশটি সন্তান হ'তে পারে না ? অল্পবয়সে সন্তান জন্মিলে অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া তো সম্ভবই—আর সংখ্যায় অধিক হ'লে তো কথাই নাই। তাই, আজকাল average (গড়ে, সাধারণ) বাঙ্গালীর আয়ু নাকি ২২ বৎসর। আমার মনে হয়, এই আয়ুহীনতার একটা প্রধান কারণই এই। অল্পায়ু, অল্প-স্বাস্থ্যের বহু সন্তান অপেক্ষা পাঁচ-সাতটি দীর্ঘজীবী, সুবুদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যবান সন্তান ঢের ভাল,—তা' কি নয় ?

প্রশ্ন। তা' তো বুঝলাম, কিন্তু পুরুষের বয়স অত বেশী হ'লে নারীর প্রায়শঃ বৈধব্যের সম্ভাবনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী যদি পুরুষের অমনতর ছোট হয়, তাহা হইলে সে-স্ত্রীর সংসর্গ তাহাকে জীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে অর্থাৎ দীর্ঘজীবী করিয়া তোলে,—আয়ুর্ব্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে*। কারণ, স্বামীতে স্ত্রীর vital power

---

* "সদ্যো মাংসং ঘৃতং বা বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতমুষ্ণোদকশ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্ ॥" —আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র
তথা, "শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥"
—বালা-স্ত্রী সদ্য-প্রাণকরা ও বৃদ্ধা-স্ত্রী প্রাণহরা।

(জীবনীশক্তি) induced (উদ্দীপ্ত) হইয়া weak (দুর্ব্বল) পুরুষেরও vitality-কে (প্রাণশক্তিকে) সমতায় আনয়ন করে ; আর, সমবয়স্কা হইলে উভয়ের ভিতর equal deterioration অর্থাৎ তুল্য-পরিমাণ অপচয় ঘটে, উভয়ের vital induction-এ—জীবনের উদ্দীপনায়—কেহই পরিপুষ্ট হয় না। তাই বোধহয়, ঋষিরা বয়সের এত difference-এর (পার্থক্যের) পক্ষপাতী ছিলেন। পুরুষের পিতৃত্বের উদ্বোধনযোগ্য বয়স না হইলে সে যদি স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপুষ্ট, অসুস্থ সন্তান জন্মানো সম্ভব।

প্রশ্ন। আচ্ছা, বিধবা হওয়াটা স্ত্রীর পক্ষে এত দোষের—এত দুর্ভাগ্যের কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিধবা হওয়াটা এত দুর্ভাগ্যের হইয়াছে—কারণ, স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যই স্বামীকে স্ব-স্থ, সুস্থ ও উন্নত করা ও রাখা। বিধবা হইলে স্ত্রীর সেই বৈশিষ্ট্যের অবমাননা হয়,—আর, সেই বৈশিষ্ট্যের অবমাননাই স্ত্রীকে অবসন্ন করিয়া তোলে ; তাই, তাহারা না মরিলেও নিজেদের মৃত-তুল্যই বিবেচনা করে।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন। বিবাহের পূর্ব্বে মাল্য-বিনিময় হয়, ইহার তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তি-বিনিময়।

প্রশ্ন। তা'র মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার বৃত্তি তোমাতে সার্থক হোক্, তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হোক্—কনে এই মন্ত্রে বরের গলায় মাল্য দেয়*।

প্রশ্ন। আর, বর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমাতে আমার বৃত্তির বিশ্রাম হোক্, দুইজনের বৃত্তি মিলিয়া এক-এ বা আদর্শে সার্থক হোক্।

প্রশ্ন। মন্ত্র-উচ্চারণের সার্থকতা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্মরণ করিয়া ভাবের উদ্বোধন, আর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চরিত্রকে রঞ্জন।

প্রশ্ন। বিবাহে গুরু বা আদর্শের স্থান কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরু বা আদর্শ এই মিলনের সিমেণ্ট,—আদর্শকে সার্থক করিবার জন্যই বিবাহ।

প্রশ্ন। 'স্বামী' কথার অর্থ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর স্ব (Self—আত্মা, existence) আছে যাহাতে, অর্থাৎ, স্ত্রীর অস্তিত্ব যাহার উপর ন্যস্ত, স্ত্রী যাহাতে বাঁচিয়া আছে—সে তাহার স্বামী†।

প্রশ্ন। 'ভর্ত্তা' কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে পালন করে, অর্থাৎ যার দ্বারা পালিত হওয়া যায়, সেই ভর্ত্তা।

প্রশ্ন। 'পতি' বলতে কী বুঝায় ?

---

* "ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" বিবাহের মন্ত্র—পুরোহিত-দর্পণম্
আমার হৃদয় তোমার হোক্। তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হোক্।

† স্বামী=স্ব (Self, আত্মা) + আমিন্ (অস্ত্যর্থে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা'কে অবলম্বন ক'রে বেঁচে থাকা যায়, যা'কে আশ্রয় করলে প্রতিপালিত হওয়া যায়, সর্ব্ববিষয়ে পুষ্ট বা developed হওয়া যায়, তিনি পতি। অর্থাৎ, সর্ব্বপ্রকারে পূরণ করবার capacity (সামর্থ্য) আছে এমনতর পুরুষই পতি হ'তে পারে। পতিতে পিতৃত্ব আছে—তাই, পতি ও পিতা একই ধাতু হ'তে উৎপন্ন*।

প্রশ্ন। কিন্তু তা'-হ'লেও পিতা ও পতি দুই-এর তফাৎ তো আছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। পিতা দ্বারা sexually noursihed (যৌন-সম্বন্ধে পুষ্ট) হওয়া যায় না, কিন্তু পতিতে তা' হবার বাধা নাই ; কেবল ঐ স্থলেই পিতা হ'তে পতির ভেদ। তা'-হ'লে এমনতর পিতৃ-প্রকৃতির পুরুষ যা'তে sexually nourished হবারও বাধা নাই, তিনিই পতি হ'তে পারেন।

প্রশ্ন। 'স্ত্রী' ক'থার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে বেষ্টন করিয়া দীপ্তি পায়, সে স্ত্রী। স্ত্রী আসিয়াছে 'স্তৈ'-ধাতু (বেষ্টন, দীপ্তি) হইতে।

প্রশ্ন। 'পত্নী' কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পালন এবং রক্ষণ-ধর্ম্মী স্ত্রী—অর্থাৎ পালন এবং রক্ষণেই যার সার্থকতা, সে পত্নী। 'পা'-ধাতুর মানে পালন ও রক্ষা করা।

প্রশ্ন। স্ত্রীকে 'জায়া' বলা হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহাতে নিজেকে জন্মগ্রহণ করানো যায় অর্থাৎ যাহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হই, সে জায়া†।

প্রশ্ন। 'বধূ' কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে বহন করে—ministers to the needs of the husband. 'বধূ' এসেছে বহ্-ধাতু (বহন করা) হইতে।

---

* পিতা=পা (পালন, রক্ষণ) + তৃচ্ (কর্ত্তরি)।
পতি=পা (পালন, রক্ষণ) + ডতি (কর্ত্তরি)।

† "পতিঃ ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ ॥"

—মনুসংহিতা, ৯/৮

পতি স্ত্রীতে প্রবেশ করিয়া গর্ভ হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে বলিয়া স্ত্রীকে জায়া বলে।

প্রশ্ন। স্ত্রীকে ভার্য্যাও বলে, ভার্য্যা কথার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে আমাকে ধারণ করিয়া আছে, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব যাহার দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে, যে আমার শরীরকে অন্নজলাদি প্রয়োজনীয় বস্তুদ্বারা ভরণ (maintain) করে,—তাহার ফলে, যাহার দ্বারা হয় আমার পোষণ (nourishment) ; তাই, স্ত্রী মনোবৃত্তির অনুসারিণী, অর্থাৎ, যাহার দ্বারা আমার বৃত্তি বা আমি nourished (পুষ্ট) হই, যে আমার সার্থকতায় তাহার নিজেকে দান করিয়াছে, যাহাকে আমি সব দিক্ দিয়া পাইয়াছি এবং যে আমাকে সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণ করিয়াছে—সে আমার ভার্য্যা* ।

প্রশ্ন। স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী ইত্যাদি বলা হয়—এগুলি কেবল আদরের ডাক মাত্র—না, এর কোন বিশেষ তাৎপর্য্য আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সহধর্ম্মিণী কেন বলা হয়, তা' পূর্ব্বেই বলা আছে ;—অন্যের ধর্ম্মরক্ষা করাতেই যার ধর্ম্মরক্ষা হয়, সে-ই সহধর্ম্মী বা সহধর্ম্মিণী।

অর্দ্ধাঙ্গিনীও বলা হয় এই কারণে। যেমন, স্ত্রী পুরুষকে যেমন করিয়া

---

* ভৃ-ধাতুর মানে—ধারণ, ভরণ, পোষণ, দান, প্রাপ্তি, গ্রহণ।
[গণ-দর্পণ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত অভিধান দ্রষ্টব্য।]

Cf. "সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।"
"অল্পভুক্ স্বল্পভাষীচ সততং মঙ্গলৈর্যুতা
সততং ধর্ম্মবহুলা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া
পিতৃদেবক্রিয়াযুক্তা সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী ।।"

Cf. "She must be enduringly, incorruptibly good ; instinctively infallibly wise—wise, not for self-development but for self-renunciation ; wise, not that she may be herself above her husband, but that she may never fail from his side ; wise, not with the narrowness of insolent and loveless pride but with the passionate gentleness of an infinitely variable, because, infintely applicable, modesty of service—the true changefulness of woman." —Ruskin

নারী হইবে চিরসহনশীলা, চিরশুচি ও কল্যাণী ; তার প্রজ্ঞা কখনও ভুল করিতে জানে না—সহজ সংস্কারের মতই তা'। নারীর প্রজ্ঞা স্বার্থ-সাধনের জন্য নয়—ত্যাগের জন্য, তার প্রজ্ঞা তাকে কখন স্বামীর ঊর্দ্ধে নিতে চায় না—স্বামীর পার্শ্বচারিণী সহধর্ম্মিণী করিতে চায়। নারীর প্রজ্ঞায় উগ্র স্বার্থান্ধ কামের সংকীর্ণতা নাই, আছে অসীম বৈচিত্র্যময় অনুরাগভরা বিনয় ও সেবানম্রতা—নারীর পরিবর্ত্তনশীলতা ও বৈচিত্র্যের স্বরূপই এই। —রাসকিন।

সর্ব্বতোভাবে maintain (ভরণ) করিতে পারে, পুরুষ নিজেকে তেমন পারে না—তেমনি স্ত্রীও নিজেকে পারে না—ইহাই প্রকৃতি*।

প্রশ্ন। 'পতিব্রতা' ও 'সতী' এ দুইটি কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পতি যার বরণীয়, পতি যার প্রার্থনীয়, পতিকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করাই যার সাধনা, পতিপরায়ণা, পতিকে জড়াইয়া যে জীবনধারণ করে—সে-ই পতিব্রতা†।

আর, যে পতিব্রতা স্বামীকেই তার অস্তিত্বরূপে গ্রহণ ক'রে স্বামীর স্থিতি (বেঁচে থাকা), গতি (progress—উন্নতি),উৎপাদন, বিস্তার (expansion), দীপ্তি (যশ—fame) ও বিদ্যমানতায় সর্ব্বতোভাবে প্রয়াসশীলা, অর্থাৎ, স্বামী যা'তে সর্ব্বতোভাবে বেঁচে থাকতে ও বৃদ্ধি পেতে পারে তা'তে যত্নবতী—সেই

---

* "যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়তেত্যপি শ্রুতিঃ ॥"

—ব্যাস-সংহিতা, ২।১৪

—পুরুষ পত্নীলাভ না করা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বা অসম্পূর্ণ থাকে।

"Each has what the other has not ; each completes the other and is completed by the other.....the happiness and perfection of both depends on each receiving from the other what the other only can give."

—Ruskin

"The loftiest and most sacred relation of human life, that upon which the social economy must rest or go asunder—is the marriage relation—in which the complementary relation of the sexes is shown..... having a significance beyond the earthly life......Union in marriage constitutes the complete man."

—'Conjugal Love and its Chaste Delights'—Swedenborg

† "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥" বিষ্ণু-সংহিতা, ২৫।১৫
"স্ত্রীভিঃ ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেব ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
আ শুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ ॥" যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ১।৭৭

অর্থাৎ, স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ বা ব্রত ইত্যাদি কিছুই নাই, পতির শুশ্রূষা দ্বারাই তাহারা সর্ব্বপ্রকার সুখের অধিকারী হইয়া থাকে।

স্ত্রীদিগের ভর্ত্তার বাক্যই পালনীয়—ইহাই তাহাদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী মহাপাতক-দূষিত হইলেও তাহার শুদ্ধির আশায় বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা বিধেয়।

নারীতেই সতীত্ব সার্থক হয়েছে† ।

প্রশ্ন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর attachment (আসক্তি)—নারী-পুরুষের পরস্পর এই attachment-এর (আসক্তির) ভিতর কোন পার্থক্য আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর attachment (আসক্তি) স্বামীতে concentrated (কেন্দ্রীভূত) ; তাই, সে তাহার স্বামীর শুশ্রূষায় (সর্ব্বতোভাবে) স্বামীর ভিতরে উদ্দীপিত হইয়া জগৎকে উপভোগ করিতে চায়। পুরুষ আদর্শে অনুপ্রাণিত

---

†"অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী ॥" —দক্ষ-সংহিতা, ৪।৫

যে অন্য কাহাকেও বাগ্‌দান করিয়া দুষ্টা হয় নাই, যে স্ত্রী পতির অনুকূল, যে নারী দক্ষ (expert), সাধ্বী এবং প্রিয়ভাষিণী, আত্মরক্ষণশীলা এবং স্বামীভক্তা—সে দেবী, মানুষী নহে।

"তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে ॥" —দক্ষ-সংহিতা, ৪।২

ঋষি আবার বলেছেন—এবম্বিধা নারীর সাহচর্য্যে পুরুষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়।

আবার বলেছেন—"ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুর্দ্ধরতে বিলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে ॥" —দক্ষ-সংহিতা, ৪।২০

অর্থাৎ, সাপুড়ে যেমন গর্ত্ত হইতে বলপূর্ব্বক সর্পকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে আপন বশীভূত করে, সেইরূপ সাধ্বী স্ত্রী পতিকে (ঘোর নরক হইতেও) উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত সহর্ষে দিন যাপন করে।

তাই, রাস্‌কিন লিখছেন যে, সেক্সপীয়র তাঁহার সমস্ত নাটকের মধ্য-দিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন—পুরুষের মুক্তি ব'লে যদি কিছু কখনো হ'য়ে থাকে, সে নারীরই প্রজ্ঞা ও ধর্ম্মবলে। যেখানে তার অভাব, সেখানে পুরুষের মুক্তি ব'লে কিছু নাই।.....নারীই পুরুষকে রক্ষণাবেক্ষণ করে—শিক্ষা দেয় ও চালায়। .... নারী তাহাকে ধ্বংসের নরক হইতে রক্ষা করে। যখন সে হতাশ হ'য়ে চিরদিনের মত বিপথগামী হইতে চাহে,—নারী যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে তাহারই সাহায্যকল্পে—কঠিনতম প্রশ্নের সমাধান করিয়া, শিক্ষকের মত তাহাকে সত্যের আলোক দেখাইয়া, কখনও বা তিরস্কারের পর তিরস্কার করিয়া সার্থকতার পথে চালাইয়া লইয়া যায়।

Cf. "The redemption, if there be any, is by the wisdom and virtue of a woman ; failing that, there is none ;........It is the woman who watches over, teaches and guides the youth....she saves him from destruction—saves him from hell. He is going eternally astray in despair ; she comes down from heaven to his help, and throughout the ascents of Paradise, is his teacher, interpreting for him the most difficult truths divine and human ; and leading him with rebuke upon rebuke, from star to star."

'Sesame & Lilies'—Ruskin

থাকিয়া স্ত্রীতে nourished (পুষ্ট) হইয়া তাহার জগৎকে স্ত্রীর নিকট উপঢৌকন দিতে চায়। আর, ইহাতে উভয়ে উভয়ের নিকট যেমনতর হয় তেমনি হয়—তাই, তাহাদের সম্বন্ধ গুরুশিষ্য-তুল্য*।

প্রশ্ন। এই যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ হয় তবে তো স্ত্রীর চলা, বলা, করা ইত্যাদি যা'-কিছু স্বামীকে লক্ষ্য করিয়াই—স্বামীর প্রয়োজনেই হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনোবৃত্ত্যনুসারিণী যদি হয় তবে অপর male-এর (পুরুষের) সঙ্গে মেলামেশার প্রবৃত্তিই থাকে না—স্বামীর প্রয়োজনে ছাড়া। অন্য পুরুষের সঙ্গ automatically (আপনা-আপনি) cease (বন্ধ) ক'রে যাবে। যদি দেখা যায়, অন্য পুরুষের সংসর্গে যেতে ভাল লাগে—sexually (কামভাবে) না হইলেও—অথচ husband-এর (স্বামীর) necessity-তে (প্রয়োজনে) নয়, সেটা হ'চ্ছে characteristic symptom (চরিত্রগত লক্ষণ) যে, সে তার husband-এর (স্বামীর) সর্ব্ববৃত্ত্যনুসারিণী নয়†।

পুরুষেরও তাই—দুনিয়াটা ঘোরে কিন্তু তাঁর (আদর্শের) necessity (প্রয়োজন, উদ্দেশ্য) নিয়ে; আর তাহ'লেই হয় কি, ঝগড়া, কচ্‌কচি, মারামারি, লুফালুফি সব চুকে গেল।

প্রশ্ন। স্বামীর আদর্শের সঙ্গে স্ত্রীর কেমন সম্বন্ধ থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদর্শের সঙ্গে স্বামীর যেরূপ সম্বন্ধ, তার স্ত্রীরও তাই—তবে তার বৈশিষ্ট্যে যা'-কিছু প্রভেদ। অর্থাৎ, স্বামীর inclination (আসক্তি) যেমন

---

* "Man....not only her protector and provider but her priest. He not only supports and provides but inspires the souls of women so admirably calculated to receive suggestions."

—G. S. Hall

অর্থাৎ, নারীর পক্ষে.......পুরুষ কেবল রক্ষক ও পালক নহে—তাহার ধর্ম্মযাজকও,—পুরুষ তাহাকে কেবল ভরণপোষণ করে না—তাহার আত্মাকে নব-নব ভাবে উদ্দীপিত করে। আর, নারীর প্রকৃতির বিশেষ প্রশংসনীয় গুণই এই যে, সে (পুরুষ হইতে) অতি সহজে ভাব গ্রহণ করে।

—জি· এস· হল

† "যস্য ভার্য্যাশ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী।
... ... সা জরা ন জরা জরা ॥"

—কূর্ম্মপুরাণ

যে স্ত্রী অন্যত্র আশ্রয় করে, পরগৃহকে আনন্দজনক মনে করে,—সে জরা—জরা জরা নহে।

হবে আদর্শের wishes-গুলি (ইচ্ছা বা বৃত্তিগুলি) fulfil (সার্থক) করার, তার জীবন দিয়ে,—তেমনি স্ত্রীর inclination (ঝোঁক) থাকবে always (সর্ব্বদা) স্বামীর complement বা পরিপূরক হওয়া ;—তার মানেই আদর্শে উভয়ে মিলে সার্থক হওয়া ;—তাঁর ইচ্ছাকে fulfil (সার্থক) ক'রে, 'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ মোদের জীবন-মাঝে'—এমনতর।

প্রশ্ন। আদর্শ হইতে স্বামী যদি বিচ্যুত হয়, তবে কী হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'পতিত' মানেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়া, আর, বিবাহে cement-ই (সিমেন্ট বা বজ্রলেপই) আদর্শ। আর্য্যদের বিবাহের মন্ত্রেই আছে—'বৃহস্পতি তোমাকে আমাতে যুক্ত করিয়া দিউন'। আর, এই বৃহস্পতিই হইতেছেন ভগবান্, গুরু ও আদর্শ।

এই সিমেণ্ট যদি কোনোপ্রকারে ধ্বংস হইয়া যায় তাহাদের অন্তর হইতে তবে দুইটি আলাদা জিনিস স্বভাবতঃই যে আলাদা হইয়া যাইবে—তাহার আর কথা কী ? যে স্থলে স্বামীর আদর্শ-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে সেখানে স্ত্রীর, আদর্শে যুক্ত থাকিয়া স্বামীর উন্নয়নের সংস্থান করাই শ্রেয়ঃ। তাহাও যদি না হয়, তবে স্ত্রীর আদর্শমুখর হওয়াই তাহার ধর্ম্মকে অর্থাৎ being and becoming-কে (বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে) স্ব-স্থ রাখিতে পারে।

প্রশ্ন। পত্নীর যদি স্বামীর আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহ'লে তো সাধারণতঃই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি inclination (টান) থাকেই না। সে-স্থলে তা'-হ'তে যতদূর সম্ভব—অন্ততঃ আদর্শ-বিষয়ে—aloof (তফাৎ) থাকাই উচিত। আর, যদি সে আদর্শের wishes-গুলি (বৃত্তিগুলি) তার জীবনে fulfil (সার্থক) করার বাধা জন্মায়, তবে সে-স্থলে তা'-হ'তে দূরে স'রে থাকাই সমীচীন,—সে বিষয়ে কোনোপ্রকার complementary (পরিপূরক) সাহায্যের আশা করাই উচিত নয়। এতে হয়তো difference (অমিল) আরো বেড়ে যাবে, কিন্তু এর extreme limit-এ (চরম সীমায়) যেয়ে সুফলও ফলতে পারে—যদিও শাস্ত্রে এমনস্থলে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগেরই উপদেশ দেওয়া আছে। আর, এটা সত্যই,—কারণ, তাহ'লে স্ত্রীর সহধর্ম্মিণীত্বই সে-স্থলে ঘুচে যায় ;—সে আর তার নারীও থাকে না,

ভার্য্যাও থাকে না, পত্নীও থাকে না—শুধু কামক্ষুধা-পরিতৃপ্তির যন্ত্র-মাত্র।

প্রশ্ন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঠিক-ঠিক ভালবাসা আছে কি না—তার অব্যর্থ test (পরখ) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বামী যদি অন্য-কোন স্ত্রীকে স্ত্রীর মতন ভালবাসে, তাহাতে যদি স্ত্রীর আক্রোশ, ঈর্ষ্যা, দুঃখ ইত্যাদি জন্মে,—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বিপরীত—অবশ্য সেই প্রিয় যদি স্বামীর জীবন, কর্ম্ম এবং খ্যাতির অন্তরায় না হয়।

প্রশ্ন। সতীন বিদ্বেষের কারণ তাহ'লে—!

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রিয়র প্রিয়-র প্রতি যে-কারণে বিরোধ উৎপন্ন হয়—সপত্নীর প্রতি বিরোধের কারণও তাহাই। স্বামী যাহাদের স্বার্থের ক্রীড়নক, ভাগী হইলে তাহাদেরই ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়; আর, পতিকে পুষ্ট বা তুষ্ট করাই যাহাদের স্বার্থ,—অংশীদারে তাহাদের আনন্দ, হর্ষ, ভালোবাসা ইত্যাদিই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন। ভাই-বৌ ও ভ্রাতৃ-গৃহবাসিনী ননদে কখনো-কখনো বিরোধ উৎপন্ন হয়—ইহার কারণও কি ঐ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। স্বার্থের দ্বন্দ্বেই বিরোধ, আর স্বার্থের পূরণেই মিলন—ইহা জীবেরই প্রকৃতি। প্রিয় যাহার পুষ্টির উপাদান, প্রিয়র পুষ্টিতে যাহাদের আত্মপুষ্টির ভাব বা ধারণা নাই,—সে মূঢ়রা ভ্রান্ত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া প্রিয়কে sacrifice করিয়াই (বলি দিয়াই) থাকে—নতুবা অশেষ দুঃখ-কষ্টের আগুনে জ্বলিয়া মরিবে কাহারা? যে-স্ত্রীরা স্বার্থের জন্য প্রিয়ঘাতিনী,—সপত্নী-বিদ্বেষ তাহাদের চরিত্রগত, আর ভ্রাতৃ-গৃহবাসিনী ননদকে তাহারা সহ্য করিতে পারে না;—যখনই যাহার দ্বারা স্বার্থ প্রতিরুদ্ধ হয়, তখনই তাহার প্রতি দোষদৃষ্টি আসিয়াই থাকে।

প্রশ্ন। তাহ'লে মেয়েদের বিয়ে হ'লে পর শ্বশুর-গৃহে গিয়া কী করা উচিত—কী attitude-এ (ভাবে) থাকা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-মেয়ের সর্ব্বতোভাবে স্বামীর উদ্বর্দ্ধনই লক্ষ্য, স্বামীকে চায় না যে তার ভোগের ক্রীড়নক করতে, স্বামীকে তার আদর্শে পরিপূরিত ক'রে

তোলাই যার জীবনের সার্থকতা,—তার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্যই—শ্বশুর-শাশুড়ী কিংবা তৎস্থানীয় যা'রা,—ভাসুর, ননদ যা'রা নাকি তার (স্বামীর) পোষণীয় পারিপার্শ্বিক, সর্ব্বতোভাবে তাদের সেবা করা,—যা'তে তা'রা হৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয়। সে সংসারে নিজের সেবা দ্বারা সম্রাজ্ঞীর মত হ'য়ে দাঁড়ায়*। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা মানেই হ'ল—তার স্বামীর basis of existence-এর (জীবনের ভিত্তির) সেবা। আর, যে-স্ত্রী তা' হ'তে বিমুখ, খুব দেখা যায়—তা'রা কখনও শত ভালোবাসার ধাঁজে দাঁড়িয়েও স্বামীকে পুষ্ট, তুষ্ট ও উদ্বর্দ্ধিত করতে পারে না। তাই, তার কাছে স্বামীর প্রতিষ্ঠাও এক-কথায় আকাশ-কুসুম। এ-কথা ঠিক জানবেন, স্বামীর শুভানুধ্যায়ী কোন-স্ত্রী তার শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাবিমুখ হ'তেই পারে না—আর তা' জ্ঞাতসারেই হোক্ আর অজ্ঞাতসারেই হোক্। এই সেবা মানে কিন্তু আদর্শকে sacrifice করা (বলি দেওয়া) নয়, বরং environment হ'তে (চারিধার হ'তে) আদর্শের interest-এর (স্বার্থের) পরিপূরণ।

প্রশ্ন। আচ্ছা, তা' তো বুঝলাম। তা'-হ'লে বাপ-মায়ের সেবা-শুশ্রূষায় যদি স্বামীর অমত থাকে, তবেও কি স্ত্রীর তাদের সেবা করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়! পিতামাতা original (আদিম) আদর্শ। তাহা হইতে তাহার যাহা-কিছু উদ্বর্দ্ধন বা পুষ্টি,—তাহার আরম্ভ, এমন-কি prenatally imparted (জন্মের পূর্ব্ব হইতে সঞ্চারিত)। তাই, পিতা-মাতা প্রত্যেক মানুষেরই অব্যর্থ মঙ্গলকামী—অবশ্য ইহাতে ভ্রান্তি থাকিতে পারে। তাই, স্বামীর যদি তাহার পিতামাতার প্রতি অনুরক্তি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে সে তাহা হইতে—যে কোনোপ্রকারে হউক—বিচ্যুত বা পতিত হইয়াছে; আর, এই পতনের অনুসরণ করিয়া স্বামীকে আরো পতিত করা নারীর বৈশিষ্ট্যের ঘোর অবমাননা ছাড়া আর কি! তাই, স্বামীর অনুমতি বা ইচ্ছা ছাড়াও, যাহা করিলে স্বামীর উন্নতি অবাধ হইবে, অপঘাত করিবে না—মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ তার স্ত্রীর

* "ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু ॥"
—বিবাহমন্ত্র, পুরোহিত দর্পণ, ৪৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য
শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শাশুড়ীতে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দ ও দেবর প্রভৃতিতে সম্রাজ্ঞী হও।

অবশ্য করণীয় ; আর, ইহা না করিলে সে স্ত্রী—যত ভালই হউক—স্বামীর উন্নতিকে উদ্বেগসঙ্কুল ও অবসন্ন করিবে সন্দেহ নাই। তাই, স্বামীর পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী ইত্যাদির সেবাশুশ্রূষা করিয়া স্বামীর জন্য যতদূর করা সম্ভব তাই করা বরং উচিত।

আরো, পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী ইত্যাদির সেবা করা পুরুষেরই কর্ত্তব্য। তাই, ইহা করিলে এই কর্ত্তব্য বা সেবা উল্লঙ্ঘন করার অপরাধ হইতে স্বামীকে নিষ্কৃতি দেওয়াই হইবে।

আরো কথা, সে যদি তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীতে সেবাপরায়ণা না হয়,—তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) যাহার শ্বশুর-শাশুড়ী, তাহা-হইতেও তাহারা সেবা ও শুশ্রূষা পাওয়ায় প্রায়শঃ বঞ্চিত হইবে—ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতে পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবে, ভ্রান্ত স্বার্থ আসিয়া পরিবারের প্রত্যেককে অধিকার করিয়া বসিবে, দুর্দ্দশা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে—সুনিশ্চয়। অবশ্য, এই সবই করিতে হইবে স্বামীতে সম্যক থাকিয়া—তাহারই জন্য। Wisely and aptly (সুকৌশলে এবং যথাযথভাবে) সেবায় সংসারে সম্রাজ্ঞী হওয়াই স্ত্রীর কাম্য ও আদর্শ।

প্রশ্ন। ভালবাসায় তো পারিপার্শ্বিকে প্রিয়ের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু য়ুরোপে তো দেখি, বিবাহের পরেই স্বামী-স্ত্রী পিতার family পরিত্যাগ ক'রে আলাদা হয়। আজকাল আমাদের দেশেও অনেক মেয়েরা যেন তাদেরই অনুসরণ করছে,—বিবাহিতা নারী স্বামীকে নিয়ে আলাদা থাকতে চায়। এটা কি ভালবাসা নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, ভালবাসা তো বটেই কিন্তু সে নিজের স্বার্থকে,—স্বামীকে নয়, তার being-becoming-কে (অস্তিত্ব ও বৃদ্ধিকে) নয়। আর, এ আরবেই হোক্, য়ুরোপেই হোক্ আর আমেরিকায় হোক, যেখানেই স্ত্রী স্বামীতে—তার বৃত্তিগুলিতে মুগ্ধ,—স্বামীর being and becoming-ই স্ত্রীর অস্তিত্ব এবং সমৃদ্ধি, সেখানেই কঠোর অথচ সহজ প্রচেষ্টা তার ভেতরে তার পারিপার্শ্বিক নিয়ে তাকে solid unit-এ (অখণ্ড ঐক্যে) প্রতিষ্ঠা করা*।

*"Wherever a true wife comes, this home is always round her :......but home is yet wherever she is ; and for a noble woman it stretches far round

আর তা' যেখানে নাই—যেখানেই হোক্ না কেন—ফাঁকে নিয়ে vampire-like sucking-এর (ভ্যাম্পায়ার নামক বাদুড়ের মত রক্তশোষণ করার) সুবিধা করা মাত্র,—আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন। 'ভালবাসা' বলতে কী বুঝায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখনই দেখা যায়—কেহ কাহারও মঙ্গলের জন্য উদ্‌গ্রীব, আর মঙ্গল দেখলেই তুষ্ট ও হৃষ্ট হয়, খ্যাতিগান স্বভাবসিদ্ধ—বুঝিতে হইবে সে তাহাকে ভালবাসে। ভালবাসা মানেই হ'চ্ছে, প্রিয়ের ভালোয় বা মঙ্গলে বাস করা বা প্রিয়র মঙ্গলপরায়ণতা।

প্রশ্ন। একজন তা'-হ'লে বহুজনকে ভালবাসতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, একজন বহুজনকে ভালবাসতে পারে—যদি তার ভালবাসার কোন কেন্দ্র থাকে।

প্রশ্ন। 'ভালবাসা'র কেন্দ্র মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অর্থাৎ, যাহাকে ভালবাসিয়া sensation of love-এর সহিত—ভালবাসার বোধের সহিত—সে পরিচিত হইয়াছে,—যাহাতে নাকি তাহার বৃত্তিগুলি enlightened and elevated হইয়া ওঠে, অর্থাৎ, উদ্দীপ্ত, উন্নত ও পরিপুষ্ট হয়।

---

her.....shedding its quiet light far,—for those who else were homeless.

"This I believe to be the woman's true place and power. But to fulfil this, she must be......incapable of error. She must be enduringly incorruptibly good ; instinctively, infalliably wise."

—Ruskin

অর্থাৎ, সত্যিকারের স্ত্রী (wife) যেখানে থাকুন না কেন, সেখানেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া গৃহ গড়িয়া ওঠে। আর, মহীয়সী নারীকে লইয়া যে গৃহ, তাহার পরিধি তাহার চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া যায়—গৃহের শান্ত রশ্মিচ্ছটা দূরদূরান্তরে বিকীর্ণ হয়। এই নারী-মাহাত্ম্যের অসদ্ভাবে ইহারা হয়তো অন্য-হিসাবে গৃহহীনই হইত। আমার বিশ্বাস, ইহাই নারীর প্রকৃত স্থান ও শক্তির নির্দ্দেশক। কিন্তু নারীর এই বৈশিষ্ট্য সার্থক করিতে হইলে নারীর এমন হওয়া চাই যে, ভ্রমপ্রমাদ তাহার স্বভাববিরুদ্ধ—চির পবিত্র—চরিত্রদুষ্টি তাহার পক্ষে অসম্ভব—তার জ্ঞান হবে সহজাত-সংস্কারের মত সহজ এবং ভুলভ্রান্তিহীন।

—রাস্‌কিন

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন। আজকাল প্রায় দেখতে পাওয়া যায়—বিবাহের পরই তিন-চার বছরের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেরই শরীর ভেঙ্গে যায়, মনও ভাঙ্গে, আর উভয়েই উভয়ের নিকট নীরস হ'য়ে পড়ে। এর মূল কারণ কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অস্বাভাবিক মিলনই ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রী হইতে পুরুষ পুষ্টি পায় না—তুষ্টির অপলাপ ঘটে ;—তাই পুরুষও স্ত্রীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ হয়! দুইজনের ভিতরেই 'will-to-illness'—অসুস্থতার ইচ্ছা আর 'will-to-ugliness'*, অর্থাৎ নোংরা থাকিবার ইচ্ছা আশ্রয় করে,—তার ফলেই এই জাতীয় বিপৎপাতের সূত্রপাত হয়।

তাহা যদি না হইত, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটিলেও resisting capacity বা প্রতিরোধ-ক্ষমতা এতই বর্দ্ধিত হইত, যাহার দরুণ

---

* "Every neurosis is the result of a mental conflict........the neurosis is to him a convenience in life, a protective against the evil world and has come to represent a part-fulfilment of his phantastic wishes...

"The patient is enamoured of his illness. He is proud of his ailment and makes use of it as a means of insuring his power over his environment or of avoiding some unpleasant duty.

....."The neurosis is to him a convenience in life, a protection enabling the patient to dominate his environment and to carry out his will, though at great cost to himself."

'Beloved Ego'—Dr. Wilhelm Stekel

প্রত্যেক স্নায়ুবিকারই মনের দ্বন্দ্বের থেকে জন্ম। আর, স্নায়ুবিকার তার জীবনের পক্ষে যেন সুবিধাজনক দুঃখদুর্দ্দশাময় পৃথিবীর কঠোর স্পর্শ হইতে রক্ষার বর্ম্মস্বরূপ। এবং ইহা হইতে তাহার কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষাগুলির আংশিক চরিতার্থতা আসে—তাই উহা তার প্রিয়।....

রোগীর তাহার পীড়ায় গভীর অনুরাগ। তাহার অসুস্থতা যেন তাহার একটা গর্ব্ব। পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়া হইতে আত্মগোপনের একমাত্র অবলম্বন অথবা অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যের দায় এড়াইবার উপায়স্বরূপ।

পারিপার্শ্বিককে জব্দ রাখিবার এবং নিজের মতলব বাগাইবার স্পষ্ট অভিপ্রায়েই রোগের সৃষ্টি করা হয়—যদিও তাহাকে কঠিন মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিতে হয়।—উইলহেলম ষ্টেকেল

উভয়ের এই ক্ষয় অনেক পরিমাণে restricted (ব্যাহত) হইত।

প্রশ্ন। আজকাল যেমন-ধরণের বিবাহ-বিভ্রাট সব দেখা যাচ্ছে, তা'তে প্রায়ই ঠিক-ঠিক বিবাহ হয়েছে ব'লে মনে হয় না। এমন অবস্থায় divorce-ই (বিবাহ-বিচ্ছেদই) তো এর একমাত্র প্রতিকার। Russell-ও তো বলেছেন—"Although life-long monogamy is best when it is successful, the increasing complexity of our needs makes it increasingly often a failure, for which divorce is the best preventive"*

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন করিয়া বিবাহ হওয়া উচিত, তেমনভাবে বিবাহ হইলে divorce বা বিবাহ-বিচ্ছেদ তো দূরের কথা—স্বামীর জীবনের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীর অবসানও আশ্চর্য্য নয়।

আর, ঠিক-ঠিক বিবাহ যদি না হয়, অথচ মানসিক দ্বন্দ্ব, অবসাদ ও অপকর্ষ সত্ত্বেও যৌন-সম্মিলন ঘটে,—তাহা হইলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, অতি অল্পস্থলেই তাহার আরোগ্য সম্ভব,—কোথাও-কোথাও ক্বচিৎ হইতে পারে।

প্রশ্ন। ঐ-রকম যৌন-সম্মিলনে ক্ষত হয় কেমন ক'রে? 'ক্ষত' কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ক্ষত হ'ল inclination to despair and despondency—নৈরাশ্য ও অবসাদপ্রবণতা—যাহার ফলে deterioration (ক্ষয়) অবশ্যম্ভাবী; তাহার প্রথমেই মুখ্য লক্ষণ peevish character—খিট্‌খিটে মেজাজ।

পুরুষ যখন তাহার বৃত্তিগুলি নিয়ে স্ত্রীকে আশ্রয় করে, আর, সে আশ্রয় করাটা স্ত্রীর নিকট যন্ত্রণাপ্রদ হয়,— তখনই তাহার (স্ত্রীর) প্রকৃতি তাহাকে উপেক্ষা করিতে থাকে অর্থাৎ স্বাভাবিক aversion (বিদ্বেষ, বিরাগ) আসে। আর, এই aversion-এ বিক্ষুব্ধ পুরুষ যন্ত্রণা-মলিন হইয়া নানারকমে স্ত্রীতে পুষ্টি ও তুষ্টির আশায় আশ্রয় খুঁজিতে থাকে,—আর, পুরুষ যতই এমনতর করিতে

---

* অর্থাৎ, যদি ঠিক থাকা সম্ভব হয়, তবে আজীবন একবিবাহী থাকাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু জীবনের জটিলতার মধ্যে পড়িয়া আমাদের প্রায়ই অকৃতকার্য্য হইতে হয় বলিয়া ডিভোর্স বা বিবাহ-বিচ্ছেদই একমাত্র প্রতিষেধক।

থাকে, স্ত্রীর প্রকৃতি ততই তাহাকে আঘাত করিতে থাকে ;—আর, এই আঘাত হইতেই হয় ক্ষতের উৎপত্তি* । আর,এই ক্ষত লইয়া সে সহজভাবে কোন স্ত্রীতেই বিশ্রাম পায় না—সর্ব্বদা সন্দিহান থাকে—কষ্ট করিয়া স্ত্রীর তুষ্টির অনুসন্ধান করে,—তাহার ফলে জীবনে বঞ্চিত হয় । আর, স্ত্রীর বেলায়ও উল্‌টা রকমের তাহাই ।

প্রশ্ন । ক্ষতের আরোগ্য বা শান্তির আশা যদি না-ই থাকে, তবে divorce-এর সার্থকতা বা সুবিধা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । Divorce-এর সুবিধা a little aloof from those calamities, অর্থাৎ, ঐ সমস্ত বিপৎপাত হইতে একটু দূরে থাকা† ।

কিন্তু স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহে সমাজকে কিছু-না-কিছু বিকৃত করেই ।

প্রশ্ন । তাহ'লে কোনো unlucky marriage (অসঙ্গত বিবাহ) হ'লে বিনা divorce-এ তার কী solution (সমাধান) হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । তাই, ঋষিরা নেহাৎ-বিকৃতিতে উপদেশ দিয়েছেন—

---

* "তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈস্তু রিরংসোর্মনসি ক্ষতে ।
দ্বেষ্যাস্ত্রী-সম্প্রয়োগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্ ॥"

সুশ্রুত—ষড়বিংশতিতমোঽধ্যায় ৪, ৫
ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ চিকিৎসিতম্

অর্থাৎ, পূর্ব্ব-বর্ণিত অহৃদ্য (চিত্তামোদনাশক) ভাবদ্বারা রমণেচ্ছু ব্যক্তির মনে ক্ষত হইলে ও দ্বেষ্যা (অর্থাৎ স্বামীবিদ্বেষী) স্ত্রীতে রত হওয়ার ফলে যে ক্লীবত্ব হয় তাহাকে মানস ক্লৈব্য বলে ।

† "I now know that the chief cause of temptation is not that people cannot refrain from fornication ; but that most men and women have been deserted by those with whom they first came together, I now know that every desertion of a man or woman by him or her with whom they first had connection is that very divorce which Christ forbids."

'What I Believe'—Leo Tolstoy

অর্থাৎ, টলষ্টয় বলেছেন—"আমি এখন জানিয়াছি মানুষ (পুরুষ বা স্ত্রী) যে অন্যসহবাসে লিপ্ত হয়, মানুষের আত্মসংযমে অপারগতা ইহার কারণ নহে । খোঁজ করিলে জানা যাইবে—উহার মূলে আছে পুরুষ বা নারীর প্রথম-প্রণয়ের বিচ্ছেদ । এক স্থানে প্রণয় সার্থক না হওয়াই মানুষের জীবনকে এইরূপ বিপৎসঙ্কুল করিয়া তোলে, এবং এই প্রথম-প্রণয়ের বিচ্ছেদই প্রকৃত বিচ্ছেদ যাহা যীশু অমন করিয়া নিষেধ করিয়াছেন ।"

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥"

প্রশ্ন। সাধারণ case-এ (স্থলে) এ-দ্বন্দ্বের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় কি কিছু নাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ এই-জাতীয় অল্প-বিস্তর দ্বন্দ্বের সমাধান—উভয়ে যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে তবে—হ'তে পারে।

প্রশ্ন। পূর্ণ মিলন প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মোটের উপর মিল হ'তে পারে।

প্রশ্ন। মেয়েরা অনেক সময় অভিযোগ ক'রে থাকে—"স্ত্রীই স্বামীর জন্য সব-কিছু করবে—স্বামী কি কিছুই করবে না ? স্বামীর নিকট কি তার চাইবার-পাইবার কিছুই নাই ?—তা'রা বুঝি মানুষই নয়" ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির ভিতর নারীর পুরুষের কাছে চাইবার কিছুই নাই। নারী তার প্রকৃতি দিয়ে পুরুষকে যেমনতরভাবে nourish করে (পুষ্ট করে), পুরুষ স্বভাবতঃ তা' সে-নারীতে ত্যাগ করে—এই তার প্রকৃতি। নারী যদি পুরুষকে তার ব্যবহার, বাক্য, চাল-চলন ইত্যাদি দ্বারা অবসন্ন ক'রে তোলে, নিরাশ ক'রে তোলে, দুর্ব্বল ক'রে তোলে,—তখন পুরুষ তার জগতে উপযুক্ত nourishment-অভাবে (পুষ্টির অভাবে) encouragement বা উৎসাহের অভাবে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে, অবশ হ'য়ে, হতাশ হ'য়ে, ফিরে আসে নারীর কাছে,—আর, সে ত্যাগ করেও তাই, ফলে নারী পায়ও তাই ; তখন নারীর পুষ্টি এবং তুষ্টি স্বভাবতঃ খিন্ন হ'য়ে ওঠে—আর, এমনই-ক'রে উভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। পক্ষান্তরে নারী যদি—পুরুষ যে-সকল বৃত্তি নিয়ে তার জগৎকে আলিঙ্গন করে—তাদের রঞ্জন ক'রে দেয়, পোষণ ক'রে দেয়,—তোষণ ক'রে দেয়, তখন পুরুষ তার জগৎ থেকে ব'য়ে আনে তুষ্টি, পুষ্টি, সার্থকতা,—আর ত্যাগও করে তাই, নারী পায়ও তাই ; ফলে উভয়েই উন্নতি ও জীবনের পথে অগ্রসর হয়*।

* সেক্সপীয়র তাঁহার নাটকে দেখাইয়াছেন—

"The redemption, if there be any, is by the wisdom and virtue of a woman ; failing that, there is none."

......."Take lastly the evidence of facts, given by the human heart itself. In all

the Christian ages which have been remarkable for their purity or progress, there has been an absolute yielding of obedient devotion by the lover to his mistresss. I say obedient—entirely subject, receiving from the beloved woman, however young, not only the encouragement, the praise and the reward of all toil, but....the direction of all toil."

অবশ্য সমস্ত Knight-দের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়—

......"But where that true faith and captivity are not, all wayward and wicked passion must be, and that in this rapturous obedience to the single love of his youth, is the sanctification of all man's strength and the continuance of all his purposes."

......"It is the type of an eternal truth—that the soul's armour is never well set to the heart unless a woman's hand has braced it ; and it is only when she braces it loosely that the honour of manhood fails."

—John Ruskin

পুরুষের যদি রক্ষার কোন পন্থা থাকে, তা' নারীর প্রজ্ঞা ও গুণের দ্বারাই। তা' না-হ'লে রক্ষার নান্যঃ পন্থা।

অর্থাৎ, মানবের জীবনের ইতিহাসে·····হৃদয়ের সাক্ষ্য লও। দেখিবে সমস্ত খৃষ্টীয় যুগেই—পবিত্রতা ও উৎকর্ষে যে সমস্ত যুগ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে সে-সকল যুগেই—পুরুষ নারীর নিকট পাইয়াছে উৎসাহ, সম্বর্দ্ধনা ; তার সমস্ত শ্রমের পারিতোষিকস্বরূপ—নারীর উদ্দেশ্যই, নারীর প্রেরণাতেই তার যত-কিছু শ্রম সে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

আর, যেখানেই এই সত্যিকারের বিশ্বাস ও মনের আকর্ষণ নাই, সেখানেই একগুঁয়ে দুষ্ট কুবৃত্তিগুলি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে ; আর পরস্পরের অনুবর্ত্তী প্রেম যেখানে হৃদয়ের উৎসবের মত বিরাজমান, সেখানে পুরুষ তার শক্তি ও উদ্দেশ্য নিয়ে অটুট থাকে, দৃঢ় থাকে।

এ একটা চিরন্তন সত্য যে মানবাত্মা তার বর্ম্ম কখনও সম্যক্ পরিধান করিতে পারে না—যদি না নারীর স্নেহহস্ত তা'কে আলিঙ্গন করে। আর, নারী সম্বর্দ্ধনায় শিথিল হইলেই পুরুষের সম্মান, আদর্শ, যাহা কিছু সমস্তই অন্তর্হিত হয়। —রাস্কিন

যুধিষ্ঠির উবাচ—

'যদা ধর্ম্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ ॥' —মহাভারত, বনপর্ব্ব

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ইহারা পরস্পরবিরোধী—কি হইলে এই পরস্পর-বিরোধী ত্রিবর্গের মিলন হয় ? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন—

যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশানুগ, তখন—কেবল তখনই ত্রিবর্গের একত্র মিলন হয়।

"অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥" —মনু, ৯।২৮

অপত্য, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং নিজের ও পিতৃগণের স্বর্গ সকলই দারাধীন অর্থাৎ স্ত্রীর উপর নির্ভর করে।

Cf. "The man and the woman are each organs, parts of the other. And

প্রশ্ন। Bernard Shaw বলেন, economic emancipation (অর্থনৈতিক স্বাধীনতা) না হইলে real marriage-ও (প্রকৃত বিবাহও) সম্ভব হইতে পারে না—real love-ও (প্রকৃত ভালবাসাও) সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। একের বৃত্তিগুলি যদি অন্যে সার্থক হয়, একজনের development in all respects (সর্ব্বপ্রকারে বিকাশ) যদি অন্যের development in all respects (সর্ব্বপ্রকারে বিকাশ) হয়, একজনকে সুখী করাই যদি অন্যের সুখের কারণ হয়—তখনই সত্যিকারের economic emancipation (অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য) হওয়ার সম্ভব। ভালবাসা প্রিয়কে সমৃদ্ধ করিতে চায়, আর, সেই চিন্তা তাহার ভিতর মুখর হইয়া ওঠে ; আর, তাহার এই tendency (মনোবৃত্তি) হইতেই evolve করে (ফুটিয়া ওঠে) activity (কর্ম্মপ্রবণতা) ও দক্ষতা। তাই economic emancipation (অর্থনৈতিক স্বাধীনতা) create (সৃষ্টি) করে।

তাহা-না হইলে—কোনো একটা aspect of life (জীবনের কোনো-একটা দিক্) যদি কোনো-একটা aspect of life-কে (জীবনের দিক্‌কে) nourish (পুষ্ট) করে, তাহা হইলেও তাহা সর্ব্বতোভাবে হয় বলিয়া মনে হয় না ; যেমন, একজন যদি কেবল অন্যকে উপায় করিয়া খাওয়ায় কিংবা উভয়ে উভয়কে উপায় করিয়া খাওয়ায়, তাহা হইলেও যে total ecomomic emancipation (পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য) হইল তাহা বলিয়া মনে হয় না।

প্রশ্ন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঠিক-ঠিক ভাব হয় নাই বা হয় না—এ দায়িত্ব কার ?—নারীরই, না পুরুষের ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী যদি নিজে স্বামীকে offer দেয় অর্থাৎ বরণ করে, আর তাহাতে স্বামী যদি তাহাকে গ্রহণ করে তবে স্ত্রীই দায়ী। আর, পুরুষ যদি offer দেয়, তা' স্ত্রী গ্রহণ করে তবে পুরুষ। আর, তা'-ও যদি না হয়, তবে ব্যবস্থা বা সমাজ।

---

in the strictest scientific, as well as in a mystical sense, they together are a single unit, an individual entity. There is a physiological as well as a spiritual truth in the words. They twain shall be one flesh." —Marie Stopes

নারী-নর দুইজনের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ,—দুইজন মিলে একটি সম্পূর্ণ দেহ।
—মেরী ষ্টোপস্

প্রশ্ন। আচ্ছা, 'ভাব' মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'ভাব' মানে তৎ-স্থ হওয়া অর্থাৎ কাহারও সাথে এমনতর attachment (আসক্তি) থাকে যাহাতে তাহার দ্বারা সে রঞ্জিত হইয়া থাকে,—তাহারই ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে—তাহার psychical এবং physical—মানসিক ও শারীরিক attitude (রকম)-গুলির দ্বারা।

প্রশ্ন। একজনের অনেকের সঙ্গে তো ভাব হইতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ নয়। একজনের ভাবদ্বারা রঞ্জিত হইলে অন্য কেহ তাহাকে রঞ্জিত করিতে পারে না—যেমন, সতী স্ত্রীর পতি, সাধকের ইষ্ট।

প্রশ্ন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে ভাব থাকে না, তা'তে স্বামীও তো দায়ী হ'তে পারে? স্বামীও তো নিজের ব্যবহারের ভুলে স্ত্রীর নিকটে light (হাল্‌কা—খেলো) হ'য়ে যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট সহজ (cheap) হয়, আর তার সংস্পর্শে যদি স্ত্রী উদ্দীপ্ত না হয়, তবে এইরকম হ'লে অনেক সময় গণ্ডগোলের আশঙ্কা অর্থাৎ, wife-এর regardful attitude (সশ্রদ্ধ ভাব)—break করে (ভেঙ্গে যায়) এমনতর ব্যবহার ও সান্নিধ্য ইত্যাদি যদি ঘটে তবে*।

তাই সাধারণতঃ পুরুষের duty (উচিত) তার স্ত্রী যা'তে তার বাপ-মা, ভাই-বোন ইত্যাদির প্রতি serviceable (সেবাপরায়ণ) এবং regardful অর্থাৎ শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়, তেমনতরভাবে তা'কে push করা। এর ফলে, পারিবারিক শান্তি তো বজায় থাকেই, সে নিজে স্ত্রীর কাছে দেবতা হ'য়ে দাঁড়ায়—স্ত্রীর নিকট লক্ষ আত্ম-সুখ্যাতি এ ফল আনিতে পারে না।

প্রশ্ন। লোকের নিকট বিশেষতঃ স্ত্রীর নিকট আত্মপ্রশংসা তো অনেকেই ক'রে থাকে।

---

* "So great is the human soul that some of its beauty is hidden by nearness; it needs distance between it and the beholder to be perceived in its true perspective." —Marie Carmichael Stopes

মানুষের আত্মা এত বৃহৎ জিনিস যে অতিশয় নিকট হইতে দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্যের অল্পই দেখা যায়। ইহাকে ঠিক-ঠিক দেখিতে হইলে দ্রষ্টা ও দৃষ্টের মধ্যে দূরত্বের প্রয়োজন।

—মেরী ষ্টোপস

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর কাছে আত্মপ্রশংসা স্ত্রীর নিকট ভক্তি বা ভালবাসা পাওয়ার ঘোর অন্তরায়।

প্রশ্ন। আবার, গৃহবিবাদ-স্থলে অনেকেই স্ত্রীকে support (পক্ষসমর্থন) করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহ'লে তো সর্ব্বনাশ।

প্রশ্ন। কেন ?—স্ত্রী যদি উচিত পক্ষ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহ'লেও এই কথা বলা—"আমার বাপ-মা লক্ষ অন্যায় করতে পারেন, কিন্তু তা' তুমি সহ্য করবে না কেন—যদি আমায় ভালোই বেসে থাকো ?"

প্রশ্ন। উচিত পক্ষ সমর্থন করা তো duty (কর্ত্তব্যই)—duty-কে যদি ভালোবাসার কাছে বলি দি', তাহ'লেও তো সর্ব্বনাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভালোবাসা-ই duty-কে (কর্ত্তব্যকে) নিয়ন্ত্রিত করে* ! যেখানে ভালোবাসা নাই—duty (কর্ত্তব্য) সেখানে সার্থক হয়েছে এমনতর দেখা যায়নি। আমার ভালবাসার কেন্দ্রে—আমার ভক্তির কেন্দ্রে আমি যদি অন্যায়

Cf. "Impulse is at the basis of our activity.............Each impulse produces a whole harvest of attendant beliefs. A life governed by purposes and desires to the exclusion of impulse, is a tiring life ; it exhausts vitality and leaves a man, in the end, indifferent to the very purposes which he has been trying to achieve."

'Essay on the Principle of Growth'—Russell

অর্থাৎ, প্রেরণাই আমাদের কর্ম্মের ভিত্তি। প্রত্যেকটি প্রেরণাই বহু প্রত্যয়ের জনক। প্রেরণাহীন শুধু আকাঙ্ক্ষা আর উদ্দেশ্যে পূর্ণ জীবন আনে শ্রান্তি আর ক্লান্তি। তা'তে জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আর তা'তে মানুষ অবশেষে তার জীবনের উদ্দেশ্যেই উদাসীন হ'য়ে পড়ে।

—রাসেল

ফ্রাঙ্ক সেওয়াল সুইডেনবোর্গ নামক পুস্তিকার একস্থানে লিখিয়াছেন,—সুইডেনবোর্গ বলছেন্—

"As life is essentially love, so a man's life is what his love is : his intellect and his thoughts are the servants of this master."

'Swedenborg'—Frank Sewell

অর্থাৎ, জীবনের মূলেই প্রেম। মানুষের ভালবাসা যেমনতর তার জীবনও তেমনতর। প্রেমই প্রভু আর বুদ্ধি, চিন্তা প্রভৃতি ঐ প্রভুরই ভৃত্য মাত্র। —সুইডেনবোর্গ

জানিয়াও নিজেকে sacrifice করি (বলি দিই), আমার সহধর্ম্মিণীরও তাই করা উচিত। এতে অন্যায়কে support (সমর্থন) করা হয় না, বরং ভক্তিরই ইন্ধন জোগানো হয়।

প্রশ্ন। নারী হয়তো স্বামীর খুব সেবাপরায়ণা—স্বামী ভিন্ন কাউকে জানে না—কাউকে চায় না ;—অথচ স্বামীর সম্বন্ধে অনেক অভিযোগও আছে—স্বামীর জন্যে কতদিন কত কষ্ট করেছে তার হিসাব আছে—স্বামী কত অবহেলা করেছে তার account (হিসাব) বা জাবেদা খাতা আছে ; তাই সর্ব্বদা দুঃখিত—নিজেকে হতভাগিনী মনে করে—অনাদরে বা অনাদর ভেবে-নিয়ে কত যাতনাগ্রস্ত হয়,—আবার স্বামীর সেবাও করে। এ কী-রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'তে বুঝতে হবে, স্বামীর বেঁচে থাকাটা তা'র interest (স্বার্থ)—স্বামী the person-এ (ব্যক্তিতে) তা'র কোনো attachment (আসক্তি) নাই, কিংবা কমই আছে।

প্রশ্ন। অথচ সে ভাবে, সে স্বামীকে খুবই ভালবাসে—sincerely-ই (প্রকৃতই) ভালবাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। কারণ, তা'র (স্ত্রীর) existence (অস্তিত্ব) তা'র interest (স্বার্থ), আর স্বার্থকে সে sincerely-ই (ঠিকঠিকই) ভালবাসে হয়তো।

প্রশ্ন। এ-হেন দাম্পত্য জীবন হ'তে বাঁচবার উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অতিরিক্ত contact-এ (সন্নিধানে—কাছাকাছি) না থাকা, মিষ্টি ব্যবহার ক'রে যাওয়া, বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করা ও আদর্শে (Ideal-এ) engaged হ'য়ে (যুক্ত হ'য়ে) থাকা—এককথায়, ignore ক'রে (উপেক্ষা ক'রে) চলা—materially painful না হ'য়ে অর্থাৎ সাংসারিক সাধারণ বিষয়ে কষ্ট না দিয়ে।

প্রশ্ন। Ignore করা মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'তে কর্ণপাত না করা,—যতদূর সম্ভব কুভাষা ব্যবহার না করা !

প্রশ্ন। উপদেশ দিলে বা বুঝালে ফল হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' করতে গেলে প্রায়শঃ আরো বেড়েই যায়,—উপদেশ দিয়ে

নিজের প্রতি ভক্তি শেখানো যায় না, তা'তে repulsion (বিদ্বেষ) আরও বেড়েই যায়। Ignore করা ছাড়া উপায় নাই!

প্রশ্ন। Ignore করলে হয়তো furious হ'য়ে উঠতে পারে ;—তখন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। চলুক্—নজর ক'রো না, কিছুদিন পরে আপনি নিভে যাবে। যদি না-ও নেভে, তুমি স'রে যাও,—জ্বলুক, কোনোক্রমেই ইন্ধন জুগিও না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, পুরুষের স্ত্রী-সম্বন্ধে মনের ভাব (attitude) কিরূপ হ'লে নারী হ'তে সে আহত না হ'য়ে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষের আদর্শে প্রাণপণ হওয়া উচিত*। যদি নারী তাহার অনুসরণ করে, উত্তম !—যদি না করে, তবে পুরুষ হইতে সে-নারী যাহাতে material বেদনা না পায় অর্থাৎ কার্য্যতঃ ব্যথিত না হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা। আর, স্ত্রীর যে-ব্যবহার পুরুষকে ব্যথিত করিয়া তোলে তাহা যতদূর সম্ভব ignore (উপেক্ষা) করা, অথচ তাহার (স্ত্রীর) necessity-গুলি (প্রয়োজনগুলি) যতদূর সম্ভব supply করিয়া (জুগিয়ে) চলাই সমীচীন। এরূপভাবে চলিলে হয়তো কখনও সার্থকতার পথেও চলিতে পারা যাইতে পারে।

প্রশ্ন। স্ত্রী-পুরুষের মিলন কি একটা physical enjoyment—দৈহিক উপভোগ,—একটা সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তিমাত্র ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর সম্বর্দ্ধনায় পুরুষ এমনতরভাবে elevated (উন্নত) এবং তাহার দিকে inclined (উন্মুখ) হয়, যাহাতে-নাকি পুরুষের এমনতর একটা প্রবৃত্তি জন্মে যেন সে তাহাকে একদম আত্মসাৎ করিতে চায়,—এমনতর হয় তাহাদের দুইজনের existence (অস্তিত্ব) আলাদা এমন ভাবিতেও কষ্ট হয় ; আর, স্ত্রী তাহার গুণমুগ্ধ স্বামিদেবতাকে গ্রহণ করিতে এতই উন্মুখ হইয়া

---

* "Onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই—দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হ'য়ে যাবে, হ'য়ে যাচ্ছে,—দেখেও দেখ্ছ না ? এ কি ছেলেখেলা, এ কি জ্যেঠামি, এ কি চেঙ্গড়ামি,—'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত'—হরে-হরে। তিনি পিছে আছেন।"

—বিবেকানন্দ

পড়ে—এতই বিনীত হয়, যেন সে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে নিবেদন না করিতে পারিলে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। এইরকম একটা সর্ব্বাঙ্গিক উভয়ের যুক্ত হইবার ঐকান্তিক ক্ষুধার ফলে যে মিলন ঘটে, তাহাই সার্থক মিলন এবং ঐ মিলনই সুসন্তান প্রসব করে। Diseased sexuality অর্থাৎ কামরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কখনই এমনতর আনন্দ উপভোগ করে না বা করিতে পারে না*।

---

* "Large numbers of men and women are condemned to the society of an utterly uncongenial companion—with the embittering consciousness that escape is practically impossible. In these cirscumstances happier relations with others are sought. ....Such relations have some almost inevitable drawbacks, they are liable to emphasise sex unduly—to be exciting and disturbing and it is hardly possible that they should bring any real satisfaction of the instinct."

—Russell on the 'Principle of Growth'

যাহার সঙ্গ মনের পক্ষে অপ্রীতিকর এবং বৃত্তির অপ্রমোদকারী তাহার সঙ্গে বাস করিতে বাধ্য হইলে নানাপ্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে থাকে—এইরূপ অবস্থায় যাহার সহবাস এর চেয়ে বেশী সুখের বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারই দিকে মন যায়, আরও অনেক দোষ ঘটে—কামপ্রবৃত্তিরই বেগ অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের কারণ ঘটে, ইহাতে মনোবৃত্তির প্রকৃত তৃপ্তি আসিতে পারে না।

—রাসেল

"How intoxicating indeed, how penetrating—like a most precious wine—is that love which is the sexual transformed.......into the emotional and spiritual ! And what a loss......is its unbridled waste along physical channels ! So nothing is so much to be dreaded between lovers as the vulgarisation of love—and that is the rock upon which marriage so often splits."

—Edward Carpenter

অর্থাৎ, নরনারীর পরস্পর যৌন আসক্তি পবিত্র প্রেমে পর্য্যবসিত হইলে কত গভীর উত্তেজনা ও প্রেরণা নিয়ে আসে—আর অসংযত দৈহিক উপভোগমাত্রে এই আসক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিলে জীবনের পক্ষে কতটা লোকসান ও পরিতাপের কথা। ভালবাসার এই শোচনীয় পরিণামই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ—ইহাতেই প্রায়শঃ ভালবাসার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে।

—এডওয়ার্ড কারপেন্টার

১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন। Unmarried life-ই (অবিবাহিত জীবনই) ভাল, না married life-ই (বিবাহিত জীবনই) শ্রেয়ঃ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা'র পক্ষে যেমন। প্রত্যেক individual-এর (ব্যক্তি-বিশেষের) temperament ও ideal (প্রকৃতি ও আদর্শ) অনুযায়ী।

প্রশ্ন। Statistics-এ (লোকতথ্য-গণনায়) দেখা যায়, অবিবাহিতরাই নাকি কম energetic (পরিশ্রমী)—সেটা কি fact (সত্য) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কামচিন্তাপরায়ণ হ'য়ে unmarried থাকা (বিয়ে না ক'রে থাকা) দোষের ; কিন্তু আদর্শে সন্ন্যাস হ'য়ে কেউ যদি unmarried (অবিবাহিত) থাকে সে অন্য কথা,—তা'তে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হয়, মস্তিষ্ক সতেজ ও উর্ব্বর হয়, জীবন সার্থক হয়।

প্রশ্ন। মনে হয়, অবিবাহিত থাকলে জীবনের অনেক experience-ই (অভিজ্ঞতাই) বাদ যায় ;—ফলে, মানুষ less experienced (অল্পদর্শী), less wise (অল্পজ্ঞ) হয় না কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কামমুখী অথচ অবিবাহিত থাকিলে less experienced (অল্পদর্শী), unwise (মূঢ়), debilitated (নিস্তেজ) ও মোহরোগগ্রস্ত হয়*।

---

* "The medical man produces an imposing list of diseases more or less caused by abstinence both in men and in women.

........There is no disease....which is caused by the normal and mutually happy relation—a relation which has positive healing and vitalising power."

'Married Love'—Marie Stopes

চিকিৎসকদের মতে অবিবাহিত থাকার ফলে বহু রকমের ব্যাধির সৃষ্টি হয়—পুরুষ ও নারী দুইয়েরই। কিন্তু স্বাভাবিক ও পরস্পরের সুখজনক মিলনের ফলে কোনো ব্যারাম তো হয়ই না, বরং নীরোগ হয় ও জীবনীশক্তি উদ্দীপ্ত হয়।

—মেরী ষ্টোপস্

তাই, সুশ্রুতও বলেন—

"বলিনঃ ক্ষুব্ধমনসো নিরোধাৎ ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ষষ্ঠং ক্লৈব্যং মতং তত্তু স্থিরশুক্রনিমিত্তজম্ ॥" ৫।

—চিকিৎসিতস্থানম্, ২৬ অধ্যায়

প্রশ্ন। আবার, অবিবাহিত থাকলে মন একমুখী হ'বার তো বেশী সুবিধা হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। অবিবাহিত থাকলেই যে একমুখী হয়, আর বিবাহিত হ'লেই তা' হ'তে পারে না বা হওয়ার কোনো বাধা হয়—তার কোনো বিশেষত্ব নাই। একমুখী হ'য়ে কর্ম্মপটু হওয়াই জীবনকে সার্থক করবার প্রধান এবং প্রশস্ত উপায়*।

প্রশ্ন। একমুখী মনই তো শক্তির উৎস—অখণ্ড একাগ্র মন নিয়েই তো মানুষ চলতে চায়! বিয়ে করলে মন bifurcated (দ্বিধাবিভক্ত) হ'বার সম্ভাবনা থাকে না কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীলোকে inclined হ'য়ে (আসক্ত হ'য়ে) বিয়ে করলে, অথচ আদর্শও আছে, তবে মন bifurcated (দ্বিধাবিভক্ত) হ'বার সম্ভব; নতুবা বিয়ে করলে স্ত্রী আরও উদ্দাম ও আদর্শকে establish (প্রতিষ্ঠা) করার দিকে উত্তেজিত ক'রে তোলে—যদি সে স্ত্রী due to admiration অর্থাৎ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে স্বেচ্ছায় তা'কে বরণ করে এবং তার মনোবৃত্তির অনুসারিণী হয়।

যে-পুরুষের রূপ, গুণ, চরিত্র, আচার, ব্যবহার, কথা, কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা-কিছু তার manifestation (বিকাশ) বা excretion (নিঃস্রাব) তার সবটাই নারীর পুষ্টি ও তুষ্টির কারণ, সে-নারী যদি স্বেচ্ছায় সেই পুরুষকে বরণ করে—তবে সে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হ'বার যোগ্য।

প্রশ্ন। কিন্তু, মেয়েদের বিয়ে না হ'লে তো মহাদোষ,—শাস্ত্রেও তো তাই বলে। 'মেয়ে বিয়ে করবে না' শুনলে অনেকে তো একেবারে আঁতকে ওঠেন। বিয়ে না ক'রে থাকা কি মেয়েদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' নয়কো। যদি কোনো মেয়ে আদর্শে এতখানি অনুপ্রাণিত

---

* "To attain to a genuine individuality requires an energetic concentration of life; an overcoming of the spirit of indifference; a unifying of the multiplicity of experience."

'Life's Ideal & Life's Basis'. P 73——Eúcken

প্রকৃত ব্যক্তিত্ব লাভ করতে হ'লে চাই—জীবনের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা, মনের না-লাগোয়া ভাবকে বশীভূত করা ও বহু অভিজ্ঞতাকে ঐক্যে পর্য্যবসিত করা।

—অয়কেন

হয় বা থাকে যা'তে সেই আদর্শ ছাড়া আর-কিছু তার ওপরে কোনোপ্রকারে আধিপত্য করতে পারে না, তবে এমন মেয়ে অবিবাহিত থাকলে তার জীবনের অন্যপ্রকার ক্ষতি না-ও হ'তে পারে।

প্রশ্ন। আদর্শে এতখানি অনুপ্রাণিত যদি না হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' যদি না হয়, মেয়েদের বিয়ে করাই উচিত। কারণ, তাদের চরিত্র স্বভাবতঃ সহজে নম্য—easily (সহজে) অন্য প্রকার element (ভাব) দ্বারা influenced (অভিভূত) হ'তে পারে*।

প্রশ্ন। Modern science-এ (আধুনিক বিজ্ঞানে) বলে শুনতে পাই যে,—আজীবন কুমারী থাকলে মেয়েদের শরীরে এক প্রকার poisonous secretion (বিষাক্ত নিঃস্রাব) হয়, যা'-থেকে নাকি insanity (উন্মত্ততা) পর্য্যন্ত আনে!

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' হ'তে পারে। অবিবাহিতা অথচ কামচিন্তাপরায়ণা—তাহ'লেই কাম প্রতিহত হ'য়ে internal physical (শরীরের অভ্যন্তরে) ঐ-রকম change (পরিবর্ত্তন) ঘটাতে পারে†। অনেক জায়গায় দেখা যায়—কোনো সংসারে বাল-বিধবার আধিক্য হ'লেই সে-বংশে পুরুষ লোপ পায়। তার মানেই বোধ হয়, তারা infected (আক্রান্ত) হয় ঐ বিষের দ্বারা।

---

* "It (physical organisation of women) is more rapidly matured and yet more viable (more likely to live and to live longer); it is more delicate, in all senses of the world, more sympathetic, more elastic, more liable to shock and to change."

—Frederic Harrison

নারীর শারীরিক গঠনই এমন যে উহা অপেক্ষাকৃত দ্রুত পরিণতি লাভ করে অথচ নারীদেহ তা-সত্ত্বেও পুরুষের চেয়ে বেশী টেকসই। ইহা সর্ব্বতোভাবে বেশী কোমল, বেশী সহানুভূতিপ্রবণ, বেশী স্থিতিস্থাপক—আঘাতে অনুভূতিপ্রবণ ও পরিবর্ত্তনশীল।

—ফ্রেডারিক হ্যারিসন

† Cf. "Everybody who has taken the trouble to study morbid psychology knows that prolonged virginity is as a rule, extraordinarily harmful, so harmful that in a sane society it would be severely discouraged."

'What I Believe'—Russell

অর্থাৎ, যিনিই ব্যাধিযুক্ত মনের বিজ্ঞান যত্ন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই জানেন দীর্ঘকাল কুমারী থাকা নারীর পক্ষে সাধারণতঃ অতীব অনিষ্টজনক—এত ক্ষতিকর যে যে-কোনো সুধীসমাজে ইহার কঠোর প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

—রাসেল

প্রশ্ন। অবিবাহিতা নারী তো মাতৃত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না, যা'-নাকি আপনি বলেন নারীর চরম সার্থকতা!

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর ভিতর স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্ব দুই-ই আছে। প্রথমে নারীর স্ত্রীত্বের অভিব্যক্তি পুরুষের কাছে। পরে সেই স্ত্রীত্ব সার্থক হ'তে চায় মাতৃত্বে। তাই, নারীর মা হ'বার এত tendency (ঝোঁক)† ! বিয়ে করবার সঙ্গে-সঙ্গে নারীর latent (অন্তর্নিহিত) মাতৃত্ব potent (সক্রিয়) হ'তে আরম্ভ করে। তাহ'লে যা' তার স্বভাবেই আছে, তার কোনো-একটাকে সে চিন্তা-দ্বারাই ভাবতঃ অনেকাংশে চলার মত ক'রে—active (জাগ্রত) ক'রে তুলতে পারে, আর, তাই নিয়েই চলা সম্ভব। দেখবেন—একটা ছোট মেয়েকেও 'মা' বললে যত খুশি হয় ও soft (কোমল) হয়, পুরুষকে বাবা বললে তার অল্পাংশও হয় না। এতেই বোঝা যায়, motherhood (মাতৃত্ব) তার ভেতরে কত সহজ*।

প্রশ্ন। শাস্ত্রে বলে,—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' তার মানে কী? মেয়েরা কি স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে না? সারা-জীবন কারও-না-কারও অধীন থাকতেই হবে,—এ কি সত্য?

---

† "The life of every man and woman now alive, or that ever lived, has depended on the mother's love or that of some women who played a mother's part. It is a fact so transcendent, that we are wont to call it an animal instinct. It is, however, the central and most perfect form of human feeling. It is possessed by all women, whether mothers or not, from the cradle to the grave." —Fredric Harrison

মাতার প্রেম প্রত্যেক নর ও নারীর জীবনের মূল উৎস। মানুষের জীবনে মাতৃপ্রেমই মৌলিক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। সমস্ত নারীতেই এই মাতৃত্ব আছে—ইহাই নারীর সর্ব্বপ্রধান সহজাত সংস্কার; মানুষকে যেমন ভূতে পায়—প্রত্যেক নারী এই মাতৃত্ব-ভূতগ্রস্ত; সে মা হোক্ আর নাই হোক্—জীবনের প্রথম হইতে শেষদিন পর্য্যন্ত ইহা নারীতে সমানভাবে বিরাজ করে ও নারীকে নিয়ন্ত্রিত করে। —হ্যারিসন

* Cf. "Nature has so consituted woman that her creative power and yearning centre primarily round the forming of a child; and so long as woman is woman it must remain so."

'Sex and Society'—Havelock Ellis

প্রকৃতি নারীকে এমনই করিয়া গঠন করিয়াছে যে, তার সমস্ত সৃষ্টিকারিণী শক্তি এবং প্রাণের একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ সন্তান-গঠনেই কেন্দ্রীভূত; যতদিন নারী নারী, ততদিন ইহা এইরূপই থাকিবে। —হ্যাভলক্ এলিস্

শ্রীশ্রীঠাকুর। বেশীর ভাগই সত্য। কারণ, স্ত্রী-চরিত্র সহজেই নম্য—তারা কোন-কিছুর দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হয় বেশী ও সহজে। কিন্তু পুরুষ অতটা নয়†।

তাই, যে অতটা flexible (নম্য), সে যদি কোনো আশ্রয় অবলম্বন না করে, তার আবহাওয়া তাকে এত পরাধীন ক'রে তোলে যে তার existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখাই তার পক্ষে almost impracticable (কার্য্যতঃ প্রায় অসম্ভব) হ'য়ে ওঠে। তাই, তারা কোনো-কাউকে আশ্রয় না-ক'রে স্বাধীন হ'তে পারে না।

প্রশ্ন। মেয়েদের যে characteristic flexibility-র (প্রকৃতিগত নমনীয়তার) কথা বলেছেন—physiologically (দৈহিক গঠনে) কি নারীরা পুরুষের চেয়ে deficient (খাটো)? আজকাল তো আমাদের মেয়েরা সব sphere-এই (সমস্ত বিভাগেই) পুরুষের প্রায় সমান হ'য়ে উঠতে চাচ্ছে—আবার অনেক পুরুষও তো নারী-স্বভাব দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তারা পুরুষের চেয়ে efficient-ও (সক্ষমও) নয়, deficient-ও (অক্ষমও) নয়। পুরুষ পুরুষ—নারী নারী। এদের ভিতর কোনোরকম comparison (তুলনা) চলে না। নারীর বৈশিষ্ট্যে নারীই প্রধান—পুরুষের বৈশিষ্ট্যে পুরুষই প্রধান*। নারী যখন পুরুষ হ'তে চায়, তখনই

---

† Cf. "Girls are more sympathetic than boys, moreover the girls are more easily prejudiced."
—G. S. Hall

অর্থাৎ, বালিকারা বালকদের চেয়ে বেশী সহানুভূতিপ্রবণ, তারা একটু বেশী সহজে অন্যভাবে অভিভূত হয়।
—জি· এস· হল

* "Seeing either sex alone
Is half itself, and in true marriage lies
Nor equal, nor unequal : each fulfils
Defect in each, and always thought in thought
Purpose in purpose, will in will they grow."
—Tennyson

"We are foolish and without excuse foolish, in speaking of the superiority of one sex to the other, as if they could be compared in similar things. Each has what the other has not : each completes the other, and is completed by the other ; they are in nothing alike.

সে অস্বাভাবিকতাকে বরণ করে—আর, পুরুষ যখন নারীর qualification-এ (গুণে) মুগ্ধ হ'য়ে তা' তার চরিত্রগত করতে চায়, তখন তার দশাও হয় তাই। নারীর acquirement (গুণ) নারীর মতন, যা'-নাকি নিজেকে পুষ্ট ক'রে পুরুষকে বর্দ্ধিত করতে চায়—পুরুষের acquirement (গুণ) পুরুষের মতন, যা-নাকি বর্দ্ধিত হ'য়ে environment-কে (পারিপার্শ্বিককে) fulfil (পূরণ) করতে চায়,—আর, এই enviroment-এ (পারিপার্শ্বিকের ভিতর) নারীও আছে কিন্তু।

প্রশ্ন। কিন্তু পরাধীন জীবনে সুখের স্থান কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। লতার বহু গুণ থাকতে পারে, কিন্তু যেমন কোনো শক্ত গাছকে আশ্রয় না-ক'রে নিজেকে বজায় রাখতে পারে না, এবং তাই আশ্রয়ই তার কাম্য হয়; এবং তার বৃদ্ধি বৃক্ষকে অবলম্বন ক'রে—বৃক্ষের ভাবে অথচ নিজের মত ক'রে—হয় এবং এই-ই তার স্বাধীনতা,—স্ত্রী-চরিত্রও তেমনি।

প্রশ্ন। কিন্তু এমন স্বাধীনতা কি পরমুখাপেক্ষিতারই নামান্তর নয়?

"......The man's power is active, progressive, defensive. He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender. His intellect is for speculation and invention ; his energy for adventure, for war, for conquest. But woman's power is for rule—for sweet ordering, arrangement and decision. She sees the qualities of things, their claims and their places. Her great function is praise. She enters into no contest but infallibly adjudges the crown of contest."

—Ruskin

মহাকবি টেনিসন্ লিখিয়াছেন—

নর বা নারী একা অর্দ্ধেক মানুষ—আর সত্যিকার বিবাহে নর ও নারী সমানও নয়, অসমানও নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভাব পূরণ করে, আর সব-সময়েই তারা পরস্পরের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও চিন্তা মিলাইয়া বর্দ্ধিত হয়।

মহামতি রাস্কিনও ব'লেছেন—

আমরা নিঃসংশয়িতভাবে নির্ব্বোধের মত বলিয়া থাকি, পুরুষ কিংবা নারী একে অপরের চেয়ে বড়—যেন তাদের ভিতর তুলনা করা যায়।

একের যাহা আছে, অন্যের তাহা নাই। একে অন্যকে পূরণ করে আর অন্যের দ্বারা পূরিত হয়। কোন-বিষয়েই তা'রা একজাতীয় নয়।

পুরুষ সক্রিয়, বৃদ্ধিশীল ও রক্ষণশীল—সে প্রধানতঃ কর্ত্তা, স্রষ্টা, আবিষ্কর্ত্তা এবং রক্ষক। তার বুদ্ধি—গবেষণা ও উদ্ভাবনার জন্য; তার শক্তি—অসমসাহসিকতায়, যুদ্ধে এবং জয়ে।

কিন্তু নারীর শক্তি মধুর আদেশে, ব্যবস্থায় এবং নির্দ্ধারণে। সম্বর্দ্ধনা-ই তাহার কার্য্য। কোন দ্বন্দ্বে সে যোগ দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যার আশ্রয়ে সে বর্দ্ধিত হয়,—সে-আশ্রয়কে সে যদি পর জ্ঞান করে, তবে সে তো তার অবলম্বনই হ'তে পারে না—সে-আশ্রয়কে নিয়েই তার স্ব (Self) হয়। এইরকম অধীনতা পরাধীনতা নয়কো। আর, পরজ্ঞান আছে অথচ নিজেকে বজায় রাখতে জানে না—এইরূপ অবস্থায় কা'রও অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়াই পরমুখাপেক্ষিতা,—এটা দুরদৃষ্টই বটে।

প্রশ্ন। ছেলেমেয়ে যাহারা unmarried (অবিবাহিত) থাকিতে চায়, তাহাদের other sex-এর (পুরুষের ও নারীর পরস্পরের) সহিত কী সম্বন্ধ থাকা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পিতা-মাতার সম্বন্ধই শ্রেষ্ঠ,—সেই ভাবে অনুপ্রাণিত থাকাই safe (নিরাপদ)। Close but honourable distance—ঘনিষ্ঠ অথচ সম্মানযোগ্য ব্যবধান বজায় রেখে চলা উচিত।

প্রশ্ন। Close (ঘনিষ্ঠ) কী হিসাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Close in respect of relation অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ—সম্বন্ধের দিক্ দিয়ে ; যেমন father or mother (বাপ অথবা মা)।

প্রশ্ন। Honourable distance (সম্মানযোগ্য ব্যবধান) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Honourable distance in attitude—সম্মানযোগ্য ব্যবধান মনের ভাবের দিক্ দিয়া। দেবতার প্রতি মানুষের যেমন মনোভাব থাকে—যেমন distance (ব্যবধান) থাকে তেমনি। যেমন ধরুন, শাস্ত্রে আছে—স্পর্শে বসা নিষেধ, দূরে থাকিয়া প্রণাম করা উচিত, ইত্যাদি।

প্রশ্ন। চির-কুমারী মেয়ে চিরকাল কা'র আশ্রয়ে থাকবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি মেয়ে ঐ-রকমভাবে আদর্শে সন্ন্যাস হ'য়ে কুমারী থাকে, তবে তো তার আশ্রয়ের কোনো প্রয়োজনই নাই—আদর্শে একান্ত অনুরক্তিই তার আশ্রয়। তার নিজেকে সংযত করার—রক্ষা করার ক্ষমতা তার যথেষ্ট থাকে এবং লোক-চক্ষু 'তাহাকে দেবীর মত দেখে' পূজা করে—নত হয় ;—তার চরিত্রে লোকপূজা পাওয়ার element (উপাদান) সহজভাবে বিদ্যমান।

প্রশ্ন। আর, আদর্শে অতখানি সন্ন্যাস যদি না হয়, অথচ কুমারী থাকতে চায়—তাহ'লে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাপ-ভাই।

প্রশ্ন। কারও-কারও বিয়েই হয় না—তারা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তারাও ঐ-রকম বাপ-ভাইয়ের আশ্রয়েই থাকে।

প্রশ্ন। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর বা কুমার-কুমারীর অবস্থিতি বা চলাফেরা কেমন হওয়া উচিত ? শাস্ত্রে তো বলে, তাহাদের নৈকট্য বিধেয় নহে। কোনো অবস্থাতেই কি বিধেয় নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না—বিশেষ-বিশেষ ব্যাপার ব্যতীত—timely (সাময়িকভাবে)—যে নৈকট্যে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম তা'-ছাড়া*।

প্রশ্ন। কোনো-কোনো guardian (অভিভাবক) মেয়েকে যুবক মাষ্টার রেখে পড়ান,—অবাধ মেলা-মেশারও প্রশ্রয় দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' উচিত নয়। যদি কখনো প্রয়োজন হয়—আর, একটা আপদের মত প্রয়োজনটা আসে—তখন অন্ততঃ পিতার দেড়গুণ বয়সী কোনো পুরুষ-শিক্ষকের কাছে পড়ানো চলতে পারে।

প্রশ্ন। ক্লাস্-হিসাবে যদি পড়ানো হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সে অন্য-কথা। ক্লাস্ মানে একটা flock (দল) মতন এবং তাহাতে শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে স্পর্শ কিংবা গোপন অবস্থান, আলাপ বা অঙ্গ-শুশ্রূষা ইত্যাদি যেখানে হয় না এমনস্থলে চলতে পারে।

প্রশ্ন। শাস্ত্রে পিতা ও যুবতী কন্যা, মাতা ও যুবক পুত্র, যৌবন-প্রাপ্ত

---

* "ঘৃতকুম্ভসমা নারী জ্বলদ্বহ্নিরিব পুমান্।
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র সমাবেশয়েৎ ॥" —বিষ্ণুশর্ম্মা

নারী ঘৃতকুম্ভের সমান এবং পুরুষ জ্বলন্ত বহ্নির মত ; সুতরাং ঘৃত ও অগ্নি কখনো একত্র রাখা বিধেয় নহে।

Cf. "Great daily intimacy between the two sexes especially in schools and colleges, tends to rub off the bloom and delicacy which can develop in each. Girls suffer in this respect more than boys."

—'Youth', Page 307—G. S. Hall

প্রতিদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার ফলে যুবক-যুবতী তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণতা ও তারুণ্যের দীপ্তি হারিয়ে ফেলে এবং এইরূপে উভয়ের বৃদ্ধির পরিপন্থী হয়। এ-বিষয়ে মেয়েদেরই অনিষ্ট বেশী হয়।

—জি· এস· হল

ভাই-বোন ইত্যাদি নিকটসম্পর্ক স্থলেও বিশেষ সতর্কতা recommend (বিধান) করেছেন। শাস্ত্রবিধি এতটা rigorous (কঠোর) হবার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ যাহাদের weak mentality (দুর্ব্বল চিত্ত) থাকে, তাহারাও আপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে যে-বিধি অবলম্বন করিলে, শাস্ত্র তাহাই বিধি-হিসাবে উপদেশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন। যৌবনপ্রাপ্তা কন্যাকে পিতা বা পিতৃস্থানীয়েরা কিরূপ চক্ষে দেখিবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুত্র-কন্যার কাছে পিতার ছোট হওয়ার আবদারটাই যেন সহজ এবং সাধারণ। সে হ'তে চায় ভাবতঃ তার পুত্র বা কন্যার সন্তান,—সম্বোধনও করে অনেকেই বাবা-মা ব'লেই এবং তাহাতে তৃপ্তিও পায়—আর, তাই তো ভাল।

প্রশ্ন। যুবক-যুবতী তাদের মনের কী লক্ষণে বুঝবে যে তাদের further (আর) মেলামেশা বিপদ্‌জনক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখনই বুঝবে উভয়ের সঙ্গ উভয়ের মিষ্টি নেশার মত লাগিতেছে,—ভাল লাগিতেছে,—অজ্ঞাতসারে সময়ক্ষেপণ হইতেছে—বিপদের সূত্রপাত সন্দেহ করিবে ; কালবিলম্ব না করিয়া সাবধান হওয়া অতিশয় কর্তব্য—নতুবা ক্রমশঃ বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

প্রশ্ন। সাবধান হওয়া মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একেবারে aloof (তফাৎ) হওয়া।

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন। অনেক-সময় বড় লোকের অযোগ্য ও অপোগণ্ড ছেলে জন্মায়, অথচ অনেক নিকৃষ্ট লোকেরই হয়তো এক genius (মহাপ্রতিভাবান) ছেলে জন্মাইতেও দেখা যায়। এরূপ কী-ক'রে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যত বড়ই হোক্, স্ত্রী যদি তাহাকে কুৎসিত ব্যবহার, ভাব, ভাষা দিয়া রঞ্জিত করে—তার সন্তান তেমনতরই হইবে। তাই, হয়তো মহাবীরের সন্তান এক মহাভীরু জন্মগ্রহণ করে—মহাজ্ঞানীর সন্তান একটা মূঢ় অপোগণ্ড জন্মায়।

তেমনি, নিকৃষ্ট পুরুষের স্ত্রী যদি এমনতর হয় যাহার সাহচর্য্যে সে soothed, nourished and enlightened হয়, অর্থাৎ, বিনোদিত, পুষ্ট ও উদ্ভাসিত হয়,—তবে সে স্ত্রীর ভাগ্যে কুৎসিত পুরুষ হইতেও সুসন্তান লাভ ঘটিয়া থাকে*।

প্রশ্ন। তবে কি এই জন্যই সর্ব্বত্র শাস্ত্রে দেখতে পাই—নারী সালঙ্কারা সুপরিচ্ছদ-পরিহিতা সুগন্ধানুলেপিতা থাকিবে !

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষের নারীর প্রতি, নারীর পুরুষের প্রতি inclination (আসক্তি) স্বাভাবিক। যেখানে মানুষের natural inclination (স্বাভাবিক ঝোঁক) থাকে, সেটা যদি soothing, encouraging and elevative হয়, অর্থাৎ তৃপ্তিপ্রদ, উৎসাহপ্রদ এবং উন্নতিপ্রদ হয়,—তাহ'লে যে inclined (আসক্ত), সে তা' হ'তে এমনতর প্রেরণা পায় যা'তে-নাকি depression (অবসাদ) তাকে আগলে ধরতে পারে না, আর active ও energetic হ'য়ে উঠে কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রবণতা উৎকর্ষে অনুধাবিত হয় † ; তাই বোধ হয় শাস্ত্রের

---

* "অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥" —মনু, ৯।২৮

অপত্য অর্থাৎ সন্তান, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং পিতৃগণের ও নিজের স্বর্গ—এই সমস্ত দারাধীন অর্থাৎ স্ত্রীর উপর নির্ভর করে।

† "সংঘাতো হীন্দ্রিয়ার্থানাং স্ত্রীষু নান্যত্র বিদ্যতে।
স্ত্যাশ্রয়ো হীন্দ্রিয়ার্থো যঃ স প্রীতিজননোঽধিকঃ ॥

অমনতর ব্যবস্থা। আর, এইরকম normal inclination (নৈসর্গিক টান) আছে ব'লেই পুরুষের স্বাভাবিক attitude (ভাব) হওয়া উচিত—তার আদর্শে heavily inclined (গভীরভাবে অনুরক্ত) হ'য়ে থাকা ; আর, নারী যদি তার হাবভাব, চালচলন, কথাবার্ত্তা ইত্যাদির দ্বারা তাকে আরও উদ্দীপিত ক'রে তোলে—তাহ'লে তার হয়তো ঐ inclination (অনুরক্তি) more active হ'তে পারে (অধিকতর কর্ম্মপ্রবণ হ'তে পারে),—এমন-কি, তার being-কেও অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সত্তাকেও হয়তো অমনতরভাবে inclined (উন্মুখ) ক'রে দিতে পারে।

প্রশ্ন। সুপ্রজননের দায়িত্ব কার—পুরুষের না নারীর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর†। নারী তার সাহচর্য্যে পুরুষকে যেমনতরভাবে enlightened বা উদ্বর্দ্ধন করে, পুরুষের সেই মনই স্ত্রীতে গমন করে এবং সন্তানরূপে মূর্ত্ত হয় ; তাই, স্ত্রীকে জায়া বলে।

প্রশ্ন। অনেক সময়ে দেখা যায়, বড়-বড় genius-দের (প্রতিভাবান্

স্ত্রীষু প্রীতির্বিশেষেণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥"

—চরকসংহিতা

অর্থাৎ, স্ত্রী-ভিন্ন অন্য-কোনো বস্তুতে সমুদয় ইন্দ্রিয়ার্থ একাধারে দৃষ্ট হয় না। পরন্তু স্ত্রী-শরীরে যে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা অধিকতর প্রীতিজনক। স্ত্রীতেই প্রীতি, বিশেষতঃ অপত্য প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম, অর্থ, শ্রী ও লোকসমূহ স্ত্রীতেই প্রতিষ্ঠিত।

পক্ষান্তরে, মলিনা স্ত্রী চিত্তের অপ্রমোদকারিণী ; তাহার সঙ্গ ও সহবাস পরিত্যাজ্য। যথা—

"রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াং তথা
............নোপেয়াৎ প্রমদাং নরঃ ॥"

—সুশ্রুত, ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ, ৫০।২৪ অধ্যায়

† Cf. "The mother is the child's supreme parent."

'Sex and Society'—Ellis

মাতাই শিশুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনয়িত্রী।

"It depends more on the woman than on the man whether or not a child will be born unto the world."

'What is Eugenics'—L. Darwin

অর্থাৎ, সন্তান জন্মাইবে কি-না তাহা পুরুষের চেয়ে নারীর উপরেই বেশী নির্ভর করে।

—এল· ডারুইন

লোকের) সন্তান হয় না বা কুসন্তান হয়—ইহার কারণ কী ? বংশহানি কি-কি কারণে ঘটে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বড়লোক কখনো-কখনো এমন over-enlightened হয়,—এত অত্যুদ্ভাসিত হয়,—এত above (উচ্চ) হয় যে, স্ত্রী তাকে reach করতে পারে না, তার নাগাল পায় না বা হাবভাব দ্বারা তাকে রঞ্জিত করতে পারে না। এমন-স্থলে প্রায়ই অল্পসন্তান বা নিঃসন্তান হয়*।

আবার, স্ত্রীর এমনতর subnormal পুরুষও হ'তে পারে যে, স্ত্রীর impulse তাকে তুলতে পারে না। Normal deficiency (নৈসর্গিক পঙ্গুতা) যা'-নাকি তার স্ত্রীর পক্ষে unhandleable—যেমন ক্লীবত্ব,—সেখানেও সন্তান হয় না।

অবশ্য, স্ত্রীর দোষেও বংশহানি ঘটতে পারে ; যেমন ধরুন—স্ত্রী যদি তার স্বামীর প্রতি ক্রমাগত কদর্য্য ব্যবহার দ্বারা স্বামীর মনে এমন অভিঘাত জন্মায়, যার দরুন, সে সহজ পুরুষ থাকা-সত্ত্বেও ক্লীবত্বের অধিকারী হয়†। এ-ছাড়া physical deformity-ও (শারীরিক পঙ্গুতাও) কারণ।

---

* "The offspring of extraordinary parents tends to regress towards the general population mean."

—Prof. Karl Pearson

অর্থাৎ, অসাধারণ জনক-জননীর সন্ততিসংখ্যা লোক-পিছু সাধারণ গড়ের দিকে নামিয়া আসিতে চায়।

—প্রোফেসার কার্ল পিয়ারসন

"Those who are......intelligent or enlightened actually fail to produce their own numbers ; that is, they do not on the average have as many as two children each who survive infancy."

—Russell

যাহারা ধীশক্তিসম্পন্ন ও বিশেষ-আলোকপ্রাপ্ত, তাহারা গড়ে দুইটির বেশী সন্তান উৎপাদন করে না, করিলেও শিশুকাল অতিক্রম করিতেই না করিতে কালগ্রাসে পতিত হয়।

—রাসেল

† "যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্দ্ধতে ॥"

—মনুসংহিতা, ৩।৬১

স্ত্রী যদি পুরুষের মনোরঞ্জিনী না হয় এবং পুরুষের চিত্তের প্রমোদকারিণী অর্থাৎ প্রহর্ষিণী না হয়, তাহা হইলে পুরুষের অপ্রমোদ হইতে প্রজনন বা সন্ততিহীনতা ঘটে।

"তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈস্তু রিরংসোর্মনসি ক্ষতে।
দ্বেষ্যাস্ত্রী-সম্প্রয়োগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্ ॥" ৫।

—সুশ্রুত, ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ চিকিৎসিতম্, ২৬ অধ্যায়

প্রশ্ন। ব্যবহারের দ্বারা ক্লীবত্ব হবে কেমন-ক'রে ? ক্লীবত্ব না একটা physical disease (শারীরিক ব্যাধি) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে স্ত্রী স্বামীর দোষদর্শিনী, যাহার কাছে স্বামী বিদ্বেষভাজন, স্বামীকে ঘৃণা করে, তাচ্ছিল্য করে, হীন ভাবে, নানা অনুযোগ করে, নিজের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া অনুতাপ ও আপসোস করে—এমনতর স্ত্রী লইয়া যে-পুরুষ বাস করিতে বাধ্য হয়, তাহার nervous debility (স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য), dyspepsia (অজীর্ণ), dull memory (স্মৃতিহীনতা), dull eye-sight (দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতা), dull hearing (শ্রবণশক্তি-রাহিত্য), complete কিংবা partial (সম্পূর্ণ বা আংশিক) impotency বা রতিশক্তিহীনতা প্রায়শঃই অল্পবিস্তর হইতে দেখাই যায়। তাই, শাস্ত্রে অমনতর স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতে বিশেষভাবে নিষেধ করা আছে *, এবং এই মিলনে অল্পায়ু, দুর্ভাগ্য, জড়মস্তিষ্ক, peevish (খিটখিটে),

---

অর্থাৎ, রমণেচ্ছু ব্যক্তির অন্তরে অভিঘাতজনিত ক্ষত জন্মিলে এবং রমণকালে অপ্রিয় ভাব উদিত হইলে এবং দ্বেষ্যা অর্থাৎ দ্বেষপরায়ণা স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিলে ক্লীবতা জন্মিয়া থাকে। ইহাকে মানসিক ক্লীবতা কহিয়া থাকে। —সুশ্রুত, ১০৬৬ পৃষ্ঠা

*"রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াং তথা।
বর্ণবৃদ্ধাং বয়োবৃদ্ধাং তথা ব্যাধিপ্রপীড়িতাম্ ॥
হীনাঙ্গীং গর্ভিণীং দ্বেষ্যাং যোনিদোষসমন্বিতাম্।
.......নোপেয়াৎ প্রমদাং নরঃ ॥"

—সুশ্রুত, ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ খণ্ড, ২৪ অধ্যায়, ৫০।১০৬৬ পৃষ্ঠা

যে-স্ত্রীলোক রজস্বলা (ঋতুমতী), অকামা (মৈথুনে অনিচ্ছুক), মলিনা (অপরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে—নোংরা থাকিতে ইচ্ছুক), অপ্রিয়া (মনোমত নহে), বর্ণবৃদ্ধা (অর্থাৎ উচ্চবর্ণীয়া), বয়োবৃদ্ধা (বয়সে বড়), রোগাক্রান্তা, হীনাঙ্গী, গর্ভিণী, দ্বেষ্যা (দ্বেষকারিণী) ইত্যাদি রকমের স্ত্রীর সহিত কদাচ সহবাস করিবে না।

তাই, পরাশর স্মৃতিতেই আছে—

'একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী' ইত্যাদি অর্থাৎ সদ্য অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী অগম্যা। রজস্বলা, দ্বেষ্যা, অকামা, অপ্রিয়া ইত্যাদি পূর্ব্ব-কথিত অগম্যা স্ত্রীর সহবাস করিলে কী হয় ?

"দৃষ্ট্যায়ুস্তেজসাং হানিরধর্ম্মশ্চ ততো ভবেৎ।
........গচ্ছতো জীবিতক্ষয়ঃ ॥
হীনাঙ্গীং মলিনাং দ্বেষ্যামকামাং বন্ধ্যামসংবৃতে।
দেশে অশুদ্ধে চ শুক্রস্য মনসশ্চ ক্ষয়ো ভবেৎ ॥" ইত্যাদি

—সুশ্রুত, ২৪ অধ্যায়, ৫১।১০৫৭ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি, তেজ ও আয়ু হ্রাস হয় ; ধর্ম্ম (বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া) অবসন্ন হয়, জীবন ক্ষয়

egoistic (অহংবিকারগ্রস্ত) ইত্যাদি-রকমের সন্তানের সৃষ্টি হয়। তাই, এই মিলনকে সামাজিক পাপও বলা যাইতে পারে।

হয়, হীনাঙ্গী, মলিনা, দ্বেষ্যা (যার নিকট স্বামী বিদ্বেষভাজন), অকামা (যে স্ত্রী কামরহিত—এমতাবস্থায় পুরুষ স্বপ্রণোদিত হইয়া স্ত্রীগমন করিলে) ও বন্ধ্যা স্ত্রীতে উপগত হইলে……চিত্তক্ষয় (স্মৃতি, বুদ্ধি, ধীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট হয়) ও শুক্রক্ষয় (স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ক্লীবত্বাদি পীড়া) জন্মে।

তাই, দক্ষ-সংহিতায় পুনঃ পুনঃ বলা আছে—

'প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ।' ৪।৫

যাহার স্ত্রী প্রতিকূল—বিপরীতগামিনী, তাহার নরক,—ইহাতে সংশয় নাই। আবার বল্ছেন—

"দুঃখা হ্যন্যা সদা খিন্না চিত্তভেদঃ পরস্পরম্।
প্রতিকূলকলত্রস্য দ্বিদারস্য বিশেষতঃ ॥
যোষিৎ সর্ব্বা জলৌকেব ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
সুভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতি ॥
জলৌকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী।
ইতরা তু ধনং বিত্তম্ মাংসং বীর্য্যং বলং সুখম্ ॥"

—দক্ষসংহিতা ৪, ৮, ৯, ১০

পুরুষের প্রতিকূলচারিণী—খেদদযুক্তা স্ত্রী দুঃখেরই কারণ। পরস্পরের চিত্তের অনৈক্য চলিতেই থাকে। ইহারা জলৌকা বা জোঁকের তুল্য। অলঙ্কার বস্ত্র এবং অন্ন প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও পুরুষগণের অপকর্ষ-সাধন করে। ক্ষুদ্র জলৌকা মনুষ্যের কেবল রক্তই শোষণ করে। কিন্তু ইহারা পুরুষের রক্ত, বিত্ত, মাংস, বীর্য্য, বল, সুখ সর্ব্বস্ব শোষণ করে। —দক্ষসংহিতা

পরন্তু গম্যা, বৃষ্যতমা (বাজীকরণ-ক্ষেত্রে) স্ত্রীর লক্ষণ-সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন—

"সুরূপা যৌবনস্থা যা লক্ষণৈর্যা বিভূষিতা।
যা বশ্যা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বৃষ্যতমা মতা ॥
বয়োরূপবচোহাবৈর্যা যস্য পরমাঙ্গনা।
প্রবিশত্যাশু হৃদয়ং দৈবাদ্ বা কর্ম্মণোহপি বা ॥
হৃদয়োৎসবরূপা যা যা সমানমনোরমা।
সমানসত্ত্বা যা বশ্যা যা যস্য প্রীয়তে প্রিয়ৈঃ ॥
গত্বা গত্বাপি বহুশো যাং তৃপ্তিং নৈব গচ্ছতি।
সা স্ত্রী বৃষ্যতমা তস্য নানাভাবা হি মানবাঃ ॥"

—চরক-সংহিতা, চিকিৎসাস্থানম্, ২য় অধ্যায়

অর্থাৎ, যে-স্ত্রী সুরূপা, সুযৌবনা, সুলক্ষণা, বশ্যা ও শিক্ষিতা…যে পরমা স্ত্রী কর্ম্ম বা দৈবগুণে বয়স, রূপ, বাক্য, হাবভাব ইত্যাদি দ্বারা পুরুষের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, যে স্ত্রী হৃদয়ের উৎসবস্বরূপা, যে স্ত্রী পুরুষের মনের মত বলিয়া মনোরমা, যে স্ত্রীর সত্ত্ব পুরুষের সত্ত্বের তুল্যরূপ (equal and opposite), যে-স্ত্রী পুরুষের বশীভূতা, যে স্ত্রী পুরুষের প্রিয়জন হইতে প্রীত হয়……এবং যাহার কাছে পুরুষ অনেকবার গমন করিয়াও তৃপ্তি বোধ করে না—সেই স্ত্রী পুরুষের প্রধান বাজীকরণ-ক্ষেত্র।

প্রশ্ন। অনেক-সময়ে কাহারও-কাহারও line short হ'তে-হ'তে—দুই-তিন পুরুষ পরেই নিভে যেতে দেখা যায়। তার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাপ যদি poorly inherited and received হয়—অর্থাৎ পিতার গুণগুলি যদি ছেলেতে ভালো ক'রে না বর্ত্তে এবং গৃহীত না হয়, তাহ'লে line short হওয়া (বংশ দুই-তিন পুরুষ বা কিছুদুর গিয়েই নিভে যাওয়া) সম্ভব। তার মানেই—স্ত্রী যদি মনোবৃত্তির অনুসারিণী না হয়, এমনস্থলে প্রায়ই বহু অথচ অল্পায়ু সন্তান বেশী জন্মে।

প্রশ্ন। কখনো হাত-কাটা, পা-ভাঙ্গা, দুই-মাথা প্রভৃতি monsters (বিকটাকার বিকৃত সন্তান) জন্মায়—এর জন্য দায়ী কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহাতেও নারী প্রধানতঃ দায়ী। কারণ, দেখা গিয়াছে—ঐরূপ পিতার ঔরসেও স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘায়ু এবং পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছে।

অবশ্য, পুরুষেরও incurable (দুঃসাধ্য, দুশ্চিকিৎস্য) unenlightenable psycho-physical defect থাকিতে পারে *,—যাহার জন্য স্ত্রী তা'কে অমনতরভাবে যথাযোগ্য শুশ্রূষাদি দ্বারাও সুসন্তান-লাভে সমর্থ হয় না। এ-রকম পুরুষকে ঋষিরা বিবাহ-ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন—ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে 'নষ্ট পুরুষ' বলে।

প্রশ্ন। কোন জাতিতে উন্মাদ, অর্দ্ধ উন্মাদ ও idiot (মূঢ় বা জড়মস্তিষ্কের) সংখ্যা কখন বেড়ে যায় এবং নারী-দর্শনেই কামোন্মত্তভাবের বাড়াবাড়ি দেখা যায়,—এই জাতিগত দুর্ব্বলতার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কারণ—বিবাহ-বিপ্লব,—স্ত্রী-পুরুষের ভিতর বিধি-অনুসারিণী মিলনের অস্বাভাবিকতা†।

প্রশ্ন। সু বা কু-সন্তান প্রজননের condition (সর্ত্ত) কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সুসন্তান লাভ করিতে হইলেই নারীর তাহার স্বামীর মনোবৃত্তির উৎকর্ষিণী হওয়া চাই। বৃত্তির অভিঘাতিনী যদি হয়, তবে সে যে-যে

---

* আমেরিকায় ঐ জাতীয় physiological defect (দেহগত দোষ) থাকলে আইনতঃ বিবাহে অনধিকারী।

† অর্থাৎ বিধির দোহাই দিয়া অস্বাভাবিক মিলন।

বৃত্তির অভিঘাতিনী হয়, সেই-সেই বৃত্তির অপরিপুষ্ট বৃত্তিযুক্ত সন্তানই হইতে দেখা যায় ! এমনও দেখা গিয়াছে যে, সন্তান by birth (জন্ম হইতেই) ক্লীব, idiot (মূঢ়)। Pennis (শিশ্ন) ঠিক আছে—আবার বাহ্যিক স্বাস্থ্যও ঠিক আছে, কিন্তু কিছুতেই sexual excitement (কামের উত্তেজনা) হয় না বা খুব কমই হয়,—কিংবা dull brain (মস্তিষ্ক নিস্তেজ)। ইহা thrashing denial-এর কুফল।

প্রশ্ন। 'বৃত্তি' কী ? বৃত্তির অভিঘাতই বা কি-ক'রে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাহিরের impulse (সাড়া) যখন existence-কে (অস্তিত্বকে—সত্তাকে) আঘাত করে তা'র ফলে বাহিরের প্রতি existence-এর (সত্তার) যে reaction বা প্রতিক্রিয়া—তাকে wishes (ইচ্ছা) কহে। আর, এই বাহিরের প্রতি আমার যে wishes (ইচ্ছা) থাকে—তা' যদি কোনো-প্রকারে denied, thrashed বা repelled হয় (প্রত্যাখ্যাত, অভিহত বা ব্যাহত হয়), তখনই সেই ইচ্ছা বা বৃত্তি অভিঘাতিত হয়।

প্রশ্ন। Thrashing denial মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এমন bitterly reject করা (নিষ্ঠুরভাবে অগ্রাহ্য করা) যাহাতে-নাকি কোনমতেই compromise (আপোষ) করিয়া উঠিতে পারা যায় না, মন choked and depressed হইয়া যায় অর্থাৎ নিরুদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া যায়।

প্রশ্ন। অভিহত বৃত্তিজনিত অপরিপুষ্ট বৃত্তিযুক্ত সন্তান হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রত্যেক complex-এর (গ্রন্থির) সঙ্গে full I (পূর্ণ আমি) থাকে। কোন গ্রন্থি বা বৃত্তি অভিহত হইলেই তাহা paralysed (অবসন্ন) হয়, তাহাতে full I (পূর্ণ আমি) সেই অভিহত বৃত্তির বা গ্রন্থির reflection-এ (পরাবর্ত্তনে) dull (মূঢ়) হইয়া যায়। অর্থাৎ, নারী যেমনতর ভাবদ্বারা পুরুষকে উদ্দীপিত করে, সেই ভাবই অনুপ্রাণিত হইয়া নারীতে জন্মগ্রহণ করে ; তাহা হইলেই সেই উদ্দীপনা যেমনতরভাবে হইবে—সন্তানের জীবন ও চরিত্র temperamentally অর্থাৎ ধাতুগতভাবে বা প্রকৃতিগতভাবে তাহাই হইবে। তবেই দেখুন, নারী পুরুষের বৃত্তিগুলি যেমনভাবে পুষ্ট করিবে বা খিন্ন করিবে,

সন্তান তাহার তেমনি পুষ্ট বা অপরিপুষ্ট প্রকৃতিযুক্ত হইবে। তাই, কেহ হয়তো অঙ্ক কিছুতেই বোঝে না—কেহ-বা অঙ্কই শুধু বোঝে আর-কিছু বোঝে না—কেহ হয়তো হিংসাপ্রবণ, দোষদৃষ্টিপরায়ণ, নিন্দুক—কেহ হয়তো উদার, দয়াপরায়ণ, দোষদৃষ্টিহীন, স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা বা প্রশংসা-প্রকৃতিযুক্ত।

প্রশ্ন। কখনো মেয়ে কখনো ছেলে জন্মে—কোনো স্ত্রীর বেশীর ভাগ সন্তানই মেয়ে জন্মে ; আবার, এ-রকম কন্যাপ্রসবিনী নারী অগম্যা ব'লেও শাস্ত্রে কথিত আছে*। এ কেন হয়,—একি manageable নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেখা যায়, কোনো স্ত্রীতে যদি পুরুষ undone হয় অর্থাৎ নিজত্ব হারিয়ে ফেলে, আর পুরুষ যদি তা'র স্ত্রীতে এমনভাবে আসক্ত হয় যা'তে-নাকি তা'র মনে ঐ negative aspect (ঋণাত্মক ভাবই) develop করে (বর্দ্ধিত হয়)—তখনই প্রায়ই দেখা যায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই অল্পবিস্তর acid-prominent হয় (এসিডের প্রাচুর্য্য হয়) ; আর এই acid-prominent হ'লে—দুই জনের ভিতরে এসিডের আধিক্য ঘটিলেই কন্যা-সন্তান জন্মে !

আবার দেখুন—আমার experience-এ (অভিজ্ঞতায়) দেখেছি যে-স্ত্রী তার পুরুষের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করে না অথবা তুষ্টি-পুষ্টির অপলাপ ঘটায়,—এমনতর পুরুষ বা স্ত্রী অল্পবিস্তর dyspeptic (অজীর্ণরোগ-গ্রস্ত), অল্পবিস্তর sexually abnormal (অস্বাভাবিক কামবিকার-গ্রস্ত) হয়ই। হয়তো এর exception (ব্যতিক্রম) থাকতে পারে, কিন্তু আমি দেখিনি !

প্রশ্ন। যাহার মেয়েই জন্মে, তাহার ছেলে জন্মাইবার কোনো conscious (সজ্ঞান) উপায় আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রী যদি পুরুষের কাছে submissive (বশীভূত) হয়, enlightening (উদ্বর্দ্ধনশীলা) হয়, তার সাহচর্য্যে পুরুষের পুরুষত্ব উৎকর্ষিত হয়—তবে সে-সব ক্ষেত্রে প্রায়ই পুত্র-সন্তান জন্মে। ছেলে জন্মাইবার প্রধান factor-ই (উৎপাদকই) এই। তা'-ছাড়া other factor-ও (উৎপাদকও) হয়তো আছে—যা' নাকি ঐ প্রধান factor-কে (উৎপাদককে) deteriorate (দুর্ব্বল) করে।

---

* 'একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী।'

প্রশ্ন। শুনিতে পাওয়া যায়—গর্ভস্থ স্ত্রী-ভ্রূণকেও নাকি পুংসন্তানে পরিণত করা যেতে পারে ? এ কী-ক'রে সম্ভব হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি বোঝা যায় স্ত্রী-শরীরে এসিডের (অম্লের) প্রাচুর্য্য হইয়াছে, সে-স্থলে প্রায়শঃ কন্যা-সন্তানই আশা করা যায়। ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ developed (সুগঠিত—বিকশিত) হইবার পূর্ব্বেই যদি এসিডকে (অম্লকে) alkaline (ক্ষারপ্রধান) করিয়া তোলা যায়, তবে পুত্রসন্তান আশা করা যাইতে পারে। অনেক-স্থলে alkaline করিয়া (ক্ষারপ্রধান করিয়া) প্রভূত সুফল পাওয়া গিয়াছে * !

---

* ২৪ জানুয়ারী 'বার্লিন' পত্রিকায় জার্ম্মেণীর কনিগ্‌স্‌বার্গ দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্ত্রীরোগ-চিকিৎসায় অভিজ্ঞ অধ্যাপক এফ, উল্টারবাজার লিখিয়াছেন—

'সোডা বাইকার্ব্বনেট ব্যবহারে নিশ্চিত পুত্রসন্তান জন্মিয়া থাকে—পরীক্ষাদ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে।'

একখানি জার্ম্মাণ সাপ্তাহিক পত্রে অধ্যাপক উল্টারবাজার এ-সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—সোডি বাইকার্ব্ব ৫৩ জন নারীকে সেবন করাইবার ফলে ৫২ জন পুত্রসন্তান-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। গর্ভধারণের পর ১—২ মাস পর্য্যন্ত ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সোডি বাইকার্ব্ব সেব্য। সপ্তাহে ২ দিন বা মধ্যে-মধ্যে ২।৩ দিন ইহা সেবন বন্ধ রাখা উচিত।

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঋষিদের প্রবর্ত্তিত দশবিধ সংস্কারের মধ্যে 'পুংসবন' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংস্কার। 'পুংসবন' মানে—'পুং সূয়তে অনেন' অর্থাৎ যাহাতে পুত্রসন্তান প্রসব হয়। ইহাতে গর্ভধারণের পর ১—২ মাস পর্য্যন্ত বটের শোঁয়া প্রভৃতি গর্ভিণীকে সেবন করাইবার বিধি আছে। বটের শোঁয়া বিশেষভাবে alkaline কি ? ঋষিদের প্রবর্ত্তিত 'পুংসবন'-সংস্কার এখন আর তেমন প্রচলিত নাই—কিন্তু এই সম্পর্কে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও বিধি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

২১শে এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন । নারীর একবার কোনোরকমে অনিচ্ছাকৃত পদস্খলন হইলেও তাহাকে বর্জ্জন করার জন্য সমস্ত সমাজ যেন বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে—তার ফলে সেই নারীর সর্ব্বনাশের পথই তো মুক্ত হয় ! এইরূপ নারীর সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করলে ঠিক হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । অনিচ্ছাকৃত পদস্খলনও যেখানে,—বুঝিতে হইবে সেখানে self-preservation-এর (আত্মসংরক্ষণের) sufficient intelligence-এর (যথেষ্ট ধীশক্তির) অভাব । এমনতর-স্থলে তাহাকে বর্জ্জন না করিয়া, আশ্রয় দিয়া যাহাতে সে নিজেকে রক্ষা করিবার বা অন্যকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করাই উচিত ।—শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিয়া গ্রহণের উপদেশ করা আছে * । কিন্তু যাহারা মোটেই পদস্খলন করে না, তাহাদের চাইতে less esteemed (কম আদরণীয়) হওয়া স্বাভাবিক । 'প্রায়শ্চিত্ত' মানে বোঝেন তো ? প্রায়শ্চিত্ত বলিতে আমি বুঝি—অনুতপ্ত হইয়া কেমন-করিয়া ইহা হইল, চিন্তা দ্বারা তাহা ধার্য্য করিয়া তাহার নিরাকরণ-প্রতিষ্ঠা ।

প্রশ্ন । ঠিক বুঝিতে পারিলাম না । প্রায়শ্চিত্ত বলিতে প্রায়শঃ কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানই তো দেখা যায় ! ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর । 'পাপ' মানে যে-আচরণ বা চিন্তায় মন ও শরীরকে অবসন্ন বা রুগ্ন করিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে খিন্ন করে । আর, এই পাপের উদ্ভব অজানা হইতে ; কারণ, কেহই জীবন ও বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইতে চায় না—ইহাই প্রকৃতি । তাহা

---

* "বন্দিগ্রাহেণ যা ভুক্তা হত্বা বদ্ধা বলাদ্ভয়াৎ ।
কৃত্বা সান্তপনং কৃচ্ছ্রং শুধ্যেৎ পরাশরোঽব্রবীৎ ।।"

—পরাশর-স্মৃতি, ১০/২৫

অর্থাৎ, বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া কিংবা হত্যার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিংবা বলপ্রয়োগ করিয়া বা অন্য কোন প্রকার ভয় দেখাইয়া যদি কেহ নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছে কৃচ্ছ্র সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে নারী শুদ্ধি লাভ করিবে ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

হইলেই প্রায়শ্চিত্ত সে-অজ্ঞানকে দূর করিয়া শরীর ও মনের শুশ্রূষা করিয়া মানুষকে সুস্থ করিয়া তোলে—তাই প্রায়শ্চিত্তের বিধি। প্রায়শ্চিত্ত মানে—চিত্তে গমন করা *, অর্থাৎ, কেমন-করিয়া সে-দোষ চিত্তে ঢুকিয়াছে, চিন্তা করিয়া বাহির করিয়া তাহার নিরাকরণ করা। তাই, বিধি আছে—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে মন্ত্রজপ ও অনুতাপ, আহারের সংশোধন—যেমন চান্দ্রায়ণ (ক্রমে কমাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি) ইত্যাদি, ঔষধ প্রয়োগ—যেমন বিল্বমূল, শঙ্খপুষ্পী, ব্রাহ্মী, কুশজল, গোমূত্র, পঞ্চামৃতপান ইত্যাদি।

আর, এই প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে সম্যক্‌ভাবে মস্তিষ্কে আশ্রয়লাভ করে তাহার জন্য বাহ্যিক ব্যবস্থা। আমরা যদি কোনপ্রকার ইচ্ছা করি, আর তাহা যদি পারিপার্শ্বিক হইতে infused (সঞ্চারিত) না হয়—তবে সে-ইচ্ছা আমাদের চরিত্র ও কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। তাই বোধহয়, প্রায়শ্চিত্তে—অন্ততঃ অনেকের জন্য—বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের বিধি-ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্ন। উচ্চশিক্ষা দিতে গেলেই নারীকে কতকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে,—আবার স্বাধীনতা দিতে গেলেও তো বিপদের সম্ভাবনা ! এর উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর নারীত্বকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের স্বাধীনতা ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

নারীর তো উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন বটেই ! কারণ, পুরুষকে তাহার সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে হয়। তাহা-ছাড়া, তাহাদের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত—তাহারা যেন সর্ব্বতোভাবে তাহাদের service (সেবা) দ্বারা সংসারের সকলের প্রহর্ষণ, পুষ্টি, উদ্বর্দ্ধন ইত্যাদি করিতে পারে †।

---

* প্রায়শ্চিত্ত—অর্থাৎ চিত্তে গমন করা। প্র—অয়্-ধাতু (গমন) হইতে প্রায়ঃ। শাস্ত্রে অনেক রকম প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

† "All such knowledge should be given her as may enable her to understand, and even to aid the work of men....I believe, then, that a girl's education should be nearly, in its course and material of study, the same as a boy's ; but quite differently directed. A woman in any rank of life ought to know whatever her husband is likely to know, but to know it in a different way. His command of it should be fundamental and progressive ; hers, general and accomplished for daily and helpful use.

প্রশ্ন। দেশে নারীর উচ্চশিক্ষা বলিতে যা' চলিতেছে, আপনি কি এইরূপ উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শিক্ষা পুরুষ ও নারীর সমানভাবেই চলা উচিত—বৈশিষ্ট্য হইবে তাহাদের উভয়ের বৈশিষ্ট্যে। যদি শিক্ষা এমনতর হয় যাহাতে নারীর বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত করে, তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, কারণ, ইহাতে অস্বাভাবিকতা আসে, আর এই অস্বাভাবিকতা হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে,—আর তাহা হইতে জাতি ও সমাজের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষাক্ত হইয়া ওঠে।

প্রশ্ন। ভারতে তো অবরোধ-প্রথা ছিল না ! অবরোধ-প্রথার প্রবর্ত্তন হইল কেমন-করিয়া ? ইহার উদ্দেশ্য বা কী ছিল ? আর তাহার পরিণামই বা কী হইল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অবরোধ অস্বাভাবিক *,—তেমনি, স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পুরুষের সহিত অবাধ মিশ্রণও ভয়াবহ ও দোষাবহ ; কারণ, তাহাতে

Speaking broadly, a man ought to know any language or science he learns thoroughly, while a woman ought to know the same language or science only in so far as may enable her to sympathise in her husband's pleasures, and in those of his best friends. —Ruskin

অর্থাৎ, নারীকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে পুরুষের কার্য্য বুঝিতে এমন-কি তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। সুতরাং আমার বিবেচনায় নারীর শিক্ষা পঠনীয় বিষয়ে পুরুষের সমানই হওয়া বিধেয়,—কিন্তু নারীর শিক্ষা হইবে বিভিন্ন প্রকৃতির। স্বামী যাহা-কিছু জানে, স্ত্রীরও তা' সবই জানা উচিত কিন্তু পৃথক রকমে....যাহাতে স্বামীর সুখ ও কর্ম্মে সহানুভূতি করিতে সক্ষম হইতে পারে। —রাসকিন

* "The more absolutely the woman is segregated to sex-functions only, cut off from all economic use and made wholly dependent on the sex-relations....the more pathological does her motherhood become. The over development of sex caused (in this way) reacts unfavourably on her essential duties. She is too female for the perfect motherhood."

'Women and Economics'—Mrs. Stetson

অবরোধ যত কঠিন হয়, নারীর বর্হিজগৎ হইতে বিচ্ছেদ তত গভীর হয়—ফলে, নারীর দ্বারা কোন অর্থনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না—কেবলমাত্র যৌন ব্যবহারই মুখর হইয়া ওঠে, সুতরাং নারীর মাতৃশক্তি তত রুগ্ণ হয়—যৌনবৃত্তির অত্যধিক পুষ্টি হওয়ার দরুণ তার প্রতিক্রিয়া তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য-সাধনের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে এত বেশী নারী হইয়া ওঠে যে পূর্ণ মাতৃত্ব তাহার আসিতেই পারে না।

atachment (আসক্তি) বিক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে, বহু পুরুষে কামচিন্তা জাগিয়া উঠিতে পারে, স্থৈর্য্যহানি হয়, এবং তাহার ফলে দুষ্ট, দুর্ব্বল ও জড় প্রকৃতি (nature) জন্মগ্রহণ করে,—আর তাহা জাতি ও সমাজের প্রভূত অকল্যাণকর। যখন সমাজে উক্ত ভয়াবহ দোষের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল, তখনই অবরোধ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল—অভিপ্রায় ছিল জাতি ও সমাজকে ক্রম-মরণের হাত হইতে রক্ষা করা।

প্রশ্ন। নারীর কিরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে অবরোধের প্রয়োজনই থাকে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মেয়েদের শিক্ষার ভিতর-দিয়া এমন সংস্কার জন্মাইতে হয় যাহাতে জাতি, বর্ণ, বংশ, বিদ্যা ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া কাহাকেও পতিত্বে বরণ না করে,—আর, অন্যায্য ও অবাধ পুরুষ-সংমিশ্রণকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। শ্রেষ্ঠকে কেমন-করিয়া কি-ভাবে বরণ করিতে হয়, শ্রেষ্ঠকে কি-করিয়া চিনিতে হয়, শ্রেষ্ঠের প্রতি সহজ admiration (শ্রদ্ধা) ইত্যাদি বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন। লজ্জা নাকি নারীর শোভা—তা'র মানে কী ? লজ্জা তো সঙ্কোচেরই নামান্তর মাত্র ! অথচ লজ্জা যেন নারীর প্রকৃতিগত ! লজ্জা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'লজ্জা' মানে সঙ্কোচ কিনা জানি না। আমার মনে হয়, এমনতর একটা mood (ভাব) যা'তে নাকি passive (গ্রহণমুখী) অথচ honourable-এ inclined (সম্মানিত ব্যক্তির নিকট আনত) করিয়া তোলে,—যা'র ফলে মানুষ তা'র প্রতি actively attentive হয়, অর্থাৎ, তৎপরতার সঙ্গে অবহিত হয়; তাই, লজ্জায় আছে regard (শ্রদ্ধা), submissiveness (আনতি)—অথচ serious (গম্ভীর)। লজ্জা,—যাকে লজ্জা করে, indirectly, unconsciously (পরোক্ষভাবে, অজ্ঞাতসারে) তা'র সর্ব্বাঙ্গ ও হাবভাব দিয়ে ব'লে দেয়—তুমি মহান্, তুমি আশ্রয়, তুমি বল। তাহ'লেই যে mood (ভাব) মানুষের ভিতরে অমনতর একটা ভাবের সৃষ্টি করে, তা'র ফলে—যা' হ'তে সে লজ্জিত হয়—সে indirectly encouraged হয় (পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়), active হয় (তৎপর হয়), এবং তাকে সম্মান

করার, স্নেহ করার, সাহায্য করার প্রবৃত্তি unconsciously (স্বতঃই) জাগিয়া ওঠে। তবেই লজ্জা যদি এই হয়, এ তো শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারই,—আর, এ পুরুষের পক্ষেও! নারী naturally passive (স্বভাবতঃ গ্রহণমুখী)—তাই, তাদের লজ্জাও প্রকৃতিগত হওয়া উচিত। আর, অন্যায় বা অপকর্ম্ম হ'তে যে অবস্থা হয় তাকে লজ্জা বলতে ইচ্ছা করে না, বরং সঙ্কোচ বললে মন্দ হয় না।

প্রশ্ন। নারী অসতী হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্ত্রীর বৃত্তিগুলি যখনই পুরুষের বৃত্তির পরিপোষিকা, পরিবর্দ্ধিকা হইয়া সুখী না হয়, তখনই সে জীবনের ভিতর একটা অস্বচ্ছন্দতা ও যন্ত্রণা বোধ করে। আর, এই যন্ত্রণাকে যে-নারী যখনই নিরাকরণ না করিয়া চিন্তা দ্বারা আরো পুষ্ট করিয়া তোলে তখনই তাহা সেই স্ত্রীর মনকে তৃপ্তির পথে চালিত করে। অতএব সে তখন—যেখানে তাহার সার্থকতা লাভ করিবে বিবেচনা করে—সেখানে inclined হইয়া বা ঝুঁকিয়া পড়ে *।

প্রশ্ন। পুরুষ এক-স্ত্রী থাকা-সত্বে দ্বিতীয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতে চায় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ পুরুষের কোন স্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়ার চিন্তাই অবমাননা-সূচক—তার ইচ্ছাগুলিকে আদর্শের দিকে নিয়ন্ত্রিত করাই সার্থকতার

---

* "Love is what gives intrinsic value to a marriage......It is one of the supreme things which make human life worth preserving.

"Nothing is so destructive of instinctive liking as thwarted purposes and unsatisfied needs ; and nothing facilitates co-operation......so much as companion, instinctive liking.

"Large numbers of men and women are condemmed to the society of an utterly uncongenial, with all the embittering consciousness...In these circumstances, happier relations with others are sought."

'Principle of Social Reconstructions'—Russell

ভালবাসা বিবাহে আসল জিনিস,—ইহাই মানুষের জীবনকে বাঁচিবার যোগ্য করিয়া রাখে।

উভয়ের সহজ অনুরাগ আর-কিছুতেই তেমন নষ্ট হয় না, যেমন হয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হইলে আর আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত হইলে।

অনেক লোকই জীবনের পক্ষে প্রতিকূল সঙ্গীর সহবাসে থাকিতে বাধ্য হয়—তার ফলে, কত-না যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া জীবন কাটাইতে হয়। এই রকম অবস্থায়ই মানুষ—যাহার সঙ্গে এর চেয়ে বেশী সুখ পাইবে বলিয়া মনে করে—তাহার দিকে ধাবিত হয়। —রাসেল

পথ। এমনতর অবস্থায় সে যদি বহু স্ত্রী দ্বারা বরিত হয়, তাহাতে কিছু আসে-যায় না। তাহা না হইলে স্ত্রীরও যে-কারণে অন্য পুরুষে আসক্তি হয়, পুরুষেরও পুরুষযোগ্য রকমে অন্য স্ত্রীতে আসক্তি জন্মে।

প্রশ্ন। নারী পুরুষান্তর-গ্রহণে অসতী হয়, পুরুষ দ্বিতীয়া স্ত্রী-গ্রহণে তো অসৎ হয় শোনা যায় না!—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যদি আদর্শত্যাগী হয় তবে সে অসৎ হয়; আর, স্ত্রীর তাহার পুরুষকে আদর্শে উন্নীত করাই সার্থকতা। সে আদর্শকে পাইতে চায়, দেখিতে চায়—তাহার পুরুষের ভিতর-দিয়া। তাহা-হইলেই স্ত্রীর মুখ্য কেন্দ্র স্বামী বা পুরুষ,—তাহা হইতে বিচ্যুতি তার অসতীত্ব।

প্রশ্ন। 'স্ত্রী আদর্শকে দেখিতে চায় স্বামীর ভিতর দিয়া'—এর মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অর্থাৎ, সে দেখতে চায় তার আদর্শের will ও wishes (ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিগুলি) তার স্বামী দ্বারা fulfilled (সার্থক) হচ্ছে কি-না—আর সেই আদর্শে অনুরঞ্জিত করাই স্ত্রীর সহধর্ম্মিণীত্বের সার্থকতা।

প্রশ্ন। 'পতিত' বলতে কী বুঝায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পতিত সেই—যাহার আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, অর্থাৎ detached from the Unit or Ideal.

প্রশ্ন। তাহ'লে তো পুরুষ ও নারী উভয়েই পতিত হ'তে পারে! তবে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে শুধু নারীই পতিতা হয় কেন? পতিত পুরুষের কথা তো আজকাল শোনাই যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহ'লে বোধ হয় বর্ত্তমানে পুরুষের আদর্শের বোধই কম—তাই তা'র প্রশ্ন নাই;—অতএব অসৎ বা পতিত হওয়ার প্রশ্নও নাই। আর, প্রত্যেক পুরুষ দাবী করে সে স্বামী,—স্ত্রীরাও জানে আমার স্বামী আছে, তাই তা' হ'তে বিচ্যুতি ঘটলেই পতিত হ'য়ে পড়ে।

প্রশ্ন। পতিতা হইলে তাহাদের উদ্ধারের উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহারা পতিতা, তাহাদের আসক্তির বিশ্রামের স্থান নাই—অতএব বিক্ষিপ্ত। আর, আসক্তি যাহাদের বিক্ষিপ্ত, তাহারা দুর্ব্বল—অকল্যাণকারিণী—মৃত্যুর নিমন্ত্রণকারিণী। তাই, তাহাদের দোষ যেখানে

supported হয় (সমর্থিত হয়), সেখান হইতে তাহাদের দূরে থাকা উচিত। আর, যাহারা মানুষকে ভালবাসিয়া—যে-দোষে পতিত করিয়াছে তাহা পরিহারের সাহায্য করে এবং যাহাদের সংসর্গে বিক্ষিপ্ত আসক্তি কেন্দ্রীভূত হয়, তাহাদের সঙ্গ ও সেবাই ইহার প্রধান ঔষধ।

প্রশ্ন। নিজেদের ভিতর উন্নয়নের চেষ্টা না জাগলে সমাজে এমন কোনপ্রকার ব্যবস্থা হ'তে পারে কি-না যা'তে তাদের উৎকর্ষ আসতে পারে ?—না, তাদের বর্জ্জনই শ্রেয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সমাজের উচিত এমন পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি করা যাহাতে সৎ, সুখ ও শান্তির আবহাওয়া তাহাদের শরীর ও মনকে সুস্থ করিয়া তোলে। মানুষের সৎ হওয়ার প্রবৃত্তি সহজ,—জীবন তাহাকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না। মানুষ তখনই অসুস্থ হইয়া পড়ে, যখনই পারিপার্শ্বিক তাহাকে সাহায্য করে না বরং বাধ্য করে তাহার জীবনের সঙ্কোচ আনিতে ;—তখন সে আশু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আবেগে ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে পরিহার করিতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন। এদেশে আজকাল পতিতা বা বেশ্যার সংখ্যা-বৃদ্ধি লইয়া কেহ-কেহ আলোচনা করিতেছেন—এ সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কারণ—সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা। অশাস্ত্রীয় অমঙ্গলকর লৌকিক বিধি-নিষেধ যে-সমাজের নিয়ন্তা, সেখানেই এই সমস্ত দোষের পর্য্যাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

প্রশ্ন। আজ সমাজে ইহাদের কোনো স্থান নাই। আর্য্যসমাজে কি চিরদিনই ইহাদের কোনো স্থান ছিল না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্ম—বিশেষতঃ আর্য্যধর্ম্ম চিরদিনই পালনশীল! Progress বা উন্নয়ন হইতে এক পা স্খলিত হইলেও তার স্থান নির্দ্ধারণ করাই আছে। পতনের পথকে রুদ্ধ করা এবং progress-এর (উন্নয়নের) পথকে মুক্ত করা শাস্ত্রীয় বিধির চিরদিনই লক্ষ্য ;—পতিতকে উন্নতির দিকে টানিতে সব-শাস্ত্রই সিদ্ধহস্ত।

প্রশ্ন। নির্ব্বাসন-রূপ কঠোর সামাজিক শাসন পতনের পথকে বিপৎসঙ্কুল করিবার জন্যই নহে কী ?

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। নির্ব্বাসন সেখানেই applied (প্রযুক্ত) হয়েছে যেখানে যার সংসর্গে একটা অস্বাস্থ্যকর অত্যাচার—অবসাদ—মৃত্যু ইত্যাদি দ্বারা মানুষ contaminated হ'তে পারে (আক্রান্ত হ'তে পারে),—যে contamination-এ (স্পর্শদোষে) curative law (আরোগ্যকারী বিধি) কম আছে।

প্রশ্ন। পতিতাদের সমাজে স্থান কিরূপ হইতে পারে ? ইহাদের কী কাজে লাগানো যাইতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন-যেমন মানুষ যেমন-যেমন কাজের উপযুক্ত তেমন-তেমন স্থলে নিয়োজিত করা যাইতে পারে ; এবং সেই নিয়োজিত কর্ম্মের উৎকর্ষতায় তাহাদের উন্নতির গতিকে রাখিতে হইবে অবাধ—আর, lovingly এবং lucidly (প্রেমের সঙ্গে ও জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে) আদর্শ বা ইষ্টকে infuse (সঞ্চারিত) করিতে হইবে তাহাদের অন্তরে,—অবশ্য নিয়োজিত করিতে হইবে শাসন এবং সংরক্ষণ-বিধি দ্বারা তাহাদের further deterioration-কে (অধিকতর অবনয়নকে) যতদূর সম্ভব restricted করিয়া (রুদ্ধ করিয়া)। তাহা-হইলেই ইহাদের দ্বারা কুফল হইতে সুফলের প্রাবল্য বেশী হইতে পারে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রশ্ন। 'রস' কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'রস' মানে the sensation which occurs in contact of anything—may occur physically or mentally, অর্থাৎ রস বলিতে বুঝায় সেই অনুভূতি যাহা কোন-কিছুর সংস্পর্শে আসিলে হয়, স্থূলভাবে দেহের মধ্য-দিয়া ও সূক্ষ্মভাবে মননের সাহায্যেও হইতে পারে—ভাবিয়াও রস হয়। তাই, রস-ধাতু মানে আস্বাদন করা।

প্রশ্ন। প্রেম কী ? প্রেমের লক্ষণ কী কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোনো ব্যক্তিতে (প্রিয়তে) তুষ্ট থাকার ভাবই প্রেম।

প্রেম চায় না প্রেমাস্পদ তাহাকে লইয়া বিব্রত হইয়া থাকে—প্রেমাস্পদ তাহার সেবা দ্বারা তাহাকে তুষ্ট বা পুষ্ট করে। প্রেমাস্পদের তুষ্টি বা পুষ্টিই তাহার কাম্য এবং কর্ম্ম,—ইহাতেই তাহার আত্মতৃপ্তি ! তাই, প্রেমে ঈর্ষ্যা, হিংসা বা কষ্ট নাই, অথচ সে তাহার প্রেমাস্পদকে লইয়া সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতে চায়—প্রেমাস্পদের জন্য সে যাহা করে তাহার জন্য তাহার বেদনা নাই, হিসাব-নিকাশ নাই, তুলনা নাই। প্রিয়র ঈপ্সিত কর্ম্ম করিতে সে ব্যগ্র হইয়া থাকে ;—তাই, সে সব-সময়ে ক্ষিপ্র। প্রেমে প্রিয়র জন্য নিজের খেয়ালকে palatably sacrifice করে অর্থাৎ তুষ্টি ও তৃপ্তির সহিত বিসর্জ্জন দেয়। প্রেমে তাহার প্রিয়র প্রিয়কে বড়ই ভালবাসে—কারণ, প্রিয় লইয়া প্রেমাস্পদ তুষ্ট থাকেন। প্রেম উন্নতকে বরণ করে, আর স্নেহ অবনতকে উন্নত করে। প্রেমে এমন-কি ভগবানকেও তাহার প্রেমাস্পদেই পেতে চায়। এইগুলি প্রেমের characteristic (লক্ষণ)।

প্রশ্ন। কেহ-কেহ প্রেমাস্পদের ধ্যানমগ্ন হইয়া তাঁহার চিন্তা লইয়া নীরব উপভোগের পক্ষপাতী !

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রেমে প্রেমাস্পদের তুষ্টি ও পুষ্টিই প্রধান এবং প্রথম

লক্ষণীয় ; তাই সে চায় প্রেমাস্পদের হুকুম তামিল করতে—সে তার নীরব উপভোগেই সুখী হয় না। অর্থাৎ, activity-র ভিতর-দিয়ে (নানা কর্ম্মের মধ্য-দিয়ে) তাঁর ইচ্ছাকে পরিপূরণই তার পরম সার্থকতা। কেন-না, সে কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে নিত্য নূতন ক'রে প্রেমাস্পদকে পায়,—আর, সেই পাওয়াতে সে মুগ্ধ, বুদ্ধ এবং শুদ্ধ হয় ; তাই, তার কর্ম্মতৎপরতা অত ক্ষিপ্র—অত tremendous (প্রচণ্ড বেগবান)। সে তা'র প্রেমাস্পদের প্রত্যেক ব্যাপারেই থাকতে চায়—তাতে তার প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্—সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সুখেই হোক্ আর আপদেই হোক্ যেখানেই তাঁর progress retarded হ'তে চায় (উন্নতি ব্যাহত হ'তে চায়), প্রেমাস্পদ দেখবে তার প্রেমিক অযুত হস্তীর বল নিয়ে—অযুত আশায়—অযুত ব্যগ্রতায় তাঁকে সার্থক করতে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ;—প্রেম তাই সর্ব্ববিজয়ী।

প্রেমে প্রেমিকের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য,—প্রেমিক তাই তাতে জগৎকে সম্মোহিত করে।

প্রেমের জ্ঞান সহজ ; কারণ, কিসে প্রেমাস্পদের progress retarded (উন্নয়ন ব্যাহত) হ'তে পারে আর কিসে বা retardation (বাধা) ব্যাহত হ'তে পারে—চিন্তা দ্বারা তার solution ক'রে (সমাধান ক'রে) সব সময়ের জন্য তার প্রস্তুত থাকতে হয় ; তাই, তার জ্ঞান সহজ না-হ'য়ে উপায় নাই—তাই, তার চলা, বলা, আচার-ব্যবহার ঐ-প্রকারেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন। কি-কি রকম সম্বন্ধের ব্যক্তিদ্বয়ের ভিতর প্রেম হইতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মঙ্গল করা বা মঙ্গল-চিন্তা স্বভাবসিদ্ধ এবং যাঁহার সংস্পর্শে সে enlightened হয় (উদ্ভাসিত হয়) এমনতর superior-এর (শ্রেষ্ঠের) সহিতই প্রেম সম্ভব।

প্রশ্ন। প্রেমে প্রিয়র নিকট কোনরকম চাওয়া থাকাই কি সম্ভব নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। চাওয়া থাকে প্রেমাস্পদের তুষ্টি ও পুষ্টি—আর প্রেমিকের স্বার্থ-ই তাই। সে ঐ প্রলোভনে উদ্দাম, অবাধ এবং দক্ষ হয়—দক্ষ না হ'য়ে তার উপায়ই নাই। যেমন ধরুন, হনুমানের গন্ধমাদন আনয়ন—ঔষধ চিনতে না পেরে পাহাড়-সমেতই নিয়ে হাজির। তাই প্রেমে প্রেমাস্পদের interest-এর

against-এ (স্বার্থের বিরুদ্ধে) কোন বাধাই তাকে resist করতে (প্রতিহত করতে) পারে না।

প্রশ্ন। প্রেমাস্পদের নিকট পাইলে খুশি—এমন ভাব থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পাইলে খুশি কিন্তু আশা রাখে না, আর সেই জন্য অল্পে অত্যন্ত অনুভব করে—অনেকে এত মুখর হয় তাহার গান যেন ফুরায় না।

প্রশ্ন। কোনো-কিছু চাওয়া, না-পাইলে অসন্তোষ বা পাইবার জন্য জিদ একটুও থাকিলে কী বুঝিতে হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা চায় তাহাতেই সুখ কিন্তু যাহার নিকট চায় তাহাতে সে সুখী নয়,—অর্থাৎ ভালবাসা, ভক্তি বা প্রেম তাহার সহিত নাই—এক-কথায়, স্বার্থ-ই তাহার প্রেমাস্পদ। স্বার্থ কখনো তাহার নিজের whims-কে (খেয়ালকে) sacrifice (বিসর্জ্জন) করিতে পারে না, আর ভালবাসা তাহার প্রিয়র interest-এ (স্বার্থের খাতিরে) তাহা sacrifice (বিসর্জ্জন) করিয়া সুখী হয় এবং enlightened হয় (উদ্ভাসিত হয়)। ভালবাসা জিদ করা জানে না।

প্রশ্ন। কেন জিদ করা জানে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জিদ ক'রে বাধ্য করলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও করার দরুন যদি তাঁর দুঃখ হয় তাই!

প্রশ্ন। কেহ প্রিয়কে নিজের মনের মত ক"রে পেতে চায়, কেহ-বা নিজেকে প্রিয়র মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুলতেই ব্যস্ত—তাই ক'রেই খুশি! দু'জনেই তো ভালবাসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভালবাসার জনকে যে নিজের মত ক'রে পেতে চায়, সে তার নিজের মনের ভালবাসার কল্পনাগুলিকেই ভালবাসে ; তাই, তার ভালবাসা সকাম—নিজের কামনা,—ব্যক্তিতে যা' আছে তা'তে তুষ্ট নয়।

আর, ব্যক্তির স্বভাবে যা' আছে, তাই দ্বিতীয় ব্যক্তির তুষ্টির সামগ্রী ; তাই সে নিজের যা'-কিছু তা' দিয়েই তাঁকে পুষ্ট করতে চায় এবং তাতেই তার আনন্দ ও তৃপ্তি—এই হ'চ্ছে real form of love (প্রকৃত প্রেমের রকম)—নিষ্কাম অর্থাৎ তাঁর যাতে ভাল হয় তাই আমার ভাল,—নিজের দিকে নজর দিয়ে সে কোনমতে বিব্রত হ'তে চায় না।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। নিজে তাঁর মনের মত হ'লাম কি না—এ হিসাব করে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ-জাতীয় হিসাব-নিকাশে তার কিছু interest (স্বার্থ) নাই।

প্রশ্ন। কেউ-কেউ ভালবাসার জনকে আরো ভালো হবার জন্য press করে (জিদ করে)—তাকে আরো মহীয়ান্ ক'রে তোলার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ হ'ল ভালবাসার রীতি—কিন্তু press ক'রে না (জিদ ক'রে না) বা তাকে বিব্রত ক'রেও তোলে না। কিন্তু এমনতর attitude-এ (রকমে) সব-কিছু করে, যা'তে তার ego (অহং) তো wounded (আহত) হয়ই না—বরং elevated হয় (উদ্বর্দ্ধিত হয়)।

প্রশ্ন। কষ্ট, ক্লেশ, বেদনা, ক্লান্তি ইত্যাদি বোধ কি প্রেমের বিরোধী নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেখানে প্রেম, will (ইচ্ছাশক্তি) সেখানে enormous (বিপুল)। তাই প্রেমে বেদনার কোনো হিসাব-নিকাশ নাই। যেমন, সীতার সন্ধানে গিয়া হনুমান বিপন্ন হইয়াছিল—লঙ্কা পোড়াইতে গিয়া মুখ পুড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু সীতার খোঁজ শ্রীরামচন্দ্রকে জানাইবে এই আনন্দে তাহার ও-সব কিছু মনেই ছিল না।

প্রশ্ন। 'কষ্ট' মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অন্যের তুলনায় আমি খারাপ এই বিবেচনায় উত্তমে বিরক্তি বা হিংসা, নিজেতে ধিক্কার যখন আসে তখনই কষ্ট হয়। তাই, কষ্ট কথাটা এসেছে কষ্-ধাতু হইতে—আর কষ্-ধাতুর মানে হিংসা করা।

প্রশ্ন। কষ্ট, ক্লেশ, ক্লান্তি ইত্যাদির বোধ যদি থাকে, তা'হ'লে কী বুঝিতে হইবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে হয়—প্রেম নাই, তাই will (তীব্র ইচ্ছা) নাই,—আছে বাধ্য-বাধ্যকতা—obligation and intention,—তাই কষ্ট, বেদনা, ক্লান্তি, হয়রাণি ইত্যাদির হিসাব-নিকাশ।

প্রশ্ন। Intention বলতে আপনি কী mean করেন (বোঝেন)? Will ও intention-এ তফাৎ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Intention-এ মনকে যেন জোর ক'রে কোন দিকে দেওয়া হ'চ্ছে এই ভাব,—স্বতঃপ্রবৃত্তি নয়। Will (ইচ্ছা) স্বতঃপ্রবৃত্তি, rubber-কে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

(রবারকে) টানার মত নয়।

প্রশ্ন। প্রেমে নাকি surrender (আত্মসমর্পণ) হয় ? Surrender বা আত্মসমর্পণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Surrender-এর (আত্মসমর্পণের) রাজত্বেই প্রেমের সিংহাসন। কারণ, প্রেমাস্পদের তুষ্টি বা পুষ্টি ব্যতীত আর অন্য-কিছুতে আত্মতুষ্টি তার স্বভাববিরুদ্ধ—অতএব বেদনার। তাই, surrender-এই (আত্মসমর্পণেই) তার তৃপ্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ইত্যাদি।

Surrender (আত্মসমর্পণ) মানে annihilation নয় (আত্মনাশ নয়)—existence-এর (অস্তিত্বের) অপলাপ নয়। যেমন আমরা খাদ্যে বেঁচে থাকি, তেমনি প্রেমাস্পদে বেঁচে থাকি।

প্রশ্ন। যে নিজেকে অমন surrender করে, সে কি অসীম কষ্টকে বরণ ক'রে নেয় না—সারা জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগবুদ্ধি, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার হ'তে হয় না কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কিম্ভূত-কিমাকারের পরিসমাপ্তি surrender-এ (আত্মসমর্পণে)—তা' সে বোধ করে। তাই, সে-surrender-এ (আত্মবিসর্জ্জনে) surrender কথা নাই,—স্বতঃ,—স্বভাবতঃ। এটা সে বোধ করে। তাই তা' সহজ।

প্রশ্ন। প্রেম কখনো প্রেমাস্পদের liberty encroach (স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ) করে না কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রেমাস্পদের liberty encroach করার—স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার—কারণই উপস্থিত হয় না। কারণ, প্রেমাস্পদই তার liberty (স্বাধীনতা)—তা'ছাড়া, অন্য liberty (স্বাধীনতা) সে পছন্দই করতে চায় না,—তার সমস্ত বৃত্তি সেইখানেই সার্থক ; তাই, বৃত্তিভেদ automatically (আপনা-আপনি) এবং imperceptibly (অজ্ঞাতসারে) হয়।

প্রশ্ন। 'বৃত্তিভেদ' কী ? কী ক'রে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তিগুলি যখন এক-এ উদ্দাম হ'য়ে ওঠে,—তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি এক-এ তৃপ্ত হ'তে চায়—এক-এরই প্রতিষ্ঠা করে, সাহচর্য্য করে,

সহানুভূতি করে, পুষ্টি করে—এক-কথায়, সার্থকতা লাভ করে তখনই তার বৃত্তিগুলি ভেদ হয়। তখনই হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

প্রশ্ন। প্রেমিককে কেউ যদি বলে—Surrender বা sacrifice (আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মত্যাগ) করেছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Surrender বা sacrifice (আত্মসমর্পণ বা আত্মত্যাগ) সে অন্য-চক্ষে দেখে ; কেহ বলিলে, বলে সার্থক হইয়াছি—gain করিয়াছি (লাভবান্ হইয়াছি)।

প্রশ্ন। প্রিয়তম নাকি চিরসুন্দর, চিরনবীন—এর তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কতকগুলি complex বা গ্রন্থির সমাবেশই মানুষের মন। যে-complex বা বৃত্তি তা'র সম্মুখে আসে, তা'ই তার প্রেমাস্পদে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;—তাই, সে প্রতিনিয়ত তার প্রেমাস্পদকে নূতন-নূতন ভাবে দেখে, বোধ করে ও পায়। আর, মনের সমত্ব established (প্রতিষ্ঠিত) হয় তাঁর সংস্পর্শে—তাই সে সুন্দর।

প্রশ্ন। 'সুন্দর' মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সে-ই সুন্দর হ'য়ে ওঠে যখন তার বৃত্তিগুলি কাহাতেও adjusted (মীমাংসিত), তুষ্ট, পুষ্ট ও সার্থক হয়। Psychical attitude দ্বারা (চিত্তের ভাব দ্বারা) physical adjustment (দৈহিক সমাবেশ) নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ মনের ভাব যার যেমনতর, physical adjustment-ও—শারীর-পেশীর সমাবেশও তার তেমনতর। অনেক-সময়ে artistically (গঠনের সৌষ্ঠবে) নিখুঁত হ'লেই যে সুন্দর হয় তা' নয় ; যেখানে নিখুঁত মনের বাস অর্থাৎ শুদ্ধ মন, একানুরক্ত মন—তার চলা, বলা, করা তেমনতর হয় ; আর তাই সুন্দর—আর তা'তেই সমতা—সত্যিকারের নিখুঁত বলে তাকেই। সত্যিকার (real) মানেই কিন্তু যা'-নাকি মানুষের জীবনকে অক্ষুণ্ণ করে—elevate বা উন্নীত করে—তুষ্ট-পুষ্ট করে—useful to our life (জীবনের পক্ষে সহায়ক)।

প্রশ্ন। প্রেমে নাকি মানুষের বার্দ্ধক্যকেও দূরে সরাইয়া রাখে ? তা' কি-ক'রে

সম্ভব ? বয়স তো হয়ই !

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিরহ যদিও বেদনা-মধুর, তথাপি সে বিরহ চায় না। সে চায়—তুমি থাক চিরদিন, আর তোমাকে আমি এমনি করিয়া চিরদিন উপভোগ করি,—অবশ্য, এই উপভোগ তুমি যে আমাকে উপভোগ করিয়া তুষ্ট হও বা হইতেছ এইটাই আমার উপভোগ্য। তাই, সে সব-সময় বার্দ্ধক্যকে ভুলিয়া থাকিতে চায়। আর, মনে যাহা স্থান পায় না, তাহা তাহাকে আক্রমণ করিতেও পারে না। প্রেমাস্পদের কর্ম্ম বা সেবা হইতে বিরত থাকিতে হয়, প্রিয়র কোনো অন্যায় তাহার অনুপস্থিতিতে ঘটে—এই জাতীয় আশঙ্কায় তাহার বহু সেবক থাকা সত্ত্বেও সে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। পাছে রোগ-বালাই, আপদ-বিপদ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া প্রেমাস্পদ হইতে তাহাকে দূরে লইয়া যায় এই ভয়ে—তাহার চাল-চলন এতই বিবেচনাপ্রসূত হয় যাহাতে সে ঐ-রকম অবস্থায় না পড়ে এবং বিপর্য্যস্ত না হয়,—স্বাস্থ্য, বল, তেজ, কর্ম্মপটুতা সব-কিছু অটুট রাখা তাহার interest (স্বার্থ) হয়।

প্রশ্ন। 'প্রাপ্তি' মানে কী ? 'ভগবৎ-প্রাপ্তি'ই বা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'প্রাপ্তি' মানে মনে লেগে থাকা—যুক্ত থাকা। আর ভগবত্তা মনে নিরবচ্ছিন্ন লেগে থাকে তাকেই ভগবৎ-প্রাপ্তি বলে।

প্রশ্ন। মনে লেগে থাকাই যদি প্রাপ্তি হয় তবে বিরহে তো মনে লেগে আরো বেশীই থাকে ! তাহ'লে 'বিরহ' কা'কে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মন যখন প্রেমাস্পদে বিশ্রাম লাভ না করে, অর্থাৎ as an entity or bodily (প্রত্যক্ষভাবে—দেহধারী সত্তারূপে) তাঁহাকে না পায় তখনই তাহাকে বিরহ বলে, আর, তখনই মন তাহাকে লইয়া তাহার জন্য উদ্বিগ্ন থাকে।

প্রশ্ন। বিরহের বিপরীত তাহ'লে— ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মিলন।

প্রশ্ন। তাঁকে পাইলাম, কি না-পাইলাম—এই চিন্তা প্রেমের বিরোধী কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একেবারে ! কারণ, প্রেমে সংশয় নাই—তাঁকে পাওয়ার বুদ্ধি নাই ; 'আমি তাঁর'—এই তার অস্তিত্ব। তাহ'লে পাওয়া-না-পাওয়ার প্রশ্ন কোথায় ! সন্দেহ প্রেমের বিপরীত পথ,—ইহা প্রেমকে তমসাচ্ছন্ন করে।

প্রশ্ন। যদি ঐ জাতীয় চিন্তা আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহা avoidable (পরিহর্ত্তব্য)—avoid করা (পরিহার করা) উচিত।

প্রশ্ন। কেমন করিয়া avoid (পরিহার) করিতে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন—আপনার পাশে আপনার বিরক্তিকর এমন-কিছু ঘটিতেছে, যাহার উপরে আপনার কোন হাত (control) নাই। সে-অবস্থায় যেমন করিয়া আপনার মন তাহা ignore (উপেক্ষা) করে এবং আপন কাজে নিযুক্ত হয়।

প্রশ্ন। "এই পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্ন আমার আসে কেন ? এ' তো ভারি দুর্ব্বলতা আমার ! হে ঠাকুর, আমার এইগুলি দূর ক'রে দাও,"—ইত্যাদি চিন্তা ক'রে ঐ চিন্তাগুলি সরাবার সুবিধা হয় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, ওদের সরাইবার চিন্তায়ও যদি যুক্ত হওয়া যায়, তাহা-হইলে উহাই মনে আধিপত্য করে—বরং আরো বেশী করিয়া। তাই, উপায় ignore করা এবং avoid করা অর্থাৎ উপেক্ষা করা ও দূরে সরাইয়া দেওয়া, এবং করণীয় কর্ম্মে তখনই যুক্ত হওয়া।

প্রশ্ন। অনেকেই শান্তি চায়—'শান্তি দাও, শান্তি দাও' করে। 'শান্তি' কী ? মানুষ শান্তি চায় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'শান্তি' মানে বিশ্রাম। যখনই প্রবৃত্তিগুলি কোন এক-এ সার্থকতা অনুভব করে,—এক-এ দাঁড়াইয়া adjusted (মীমাংসিত) হয়, enlightened (উদ্ভাসিত) হয়,—আর তার বৃত্তি জগতে—আর যা'ই কিছু করুক না—এক-এ অটুট থাকে,—এককেই সমৃদ্ধ করে এবং সমৃদ্ধ হয়,—তাঁকে-নিয়ে সব চায় কিন্তু তাঁকে encroach ক'রে (উল্লঙ্ঘন ক'রে) আর-কিছু চায় না—তখনই মানুষ শান্তির অধিকারী হয়।

আর, যে-মন কিছুকে আশ্রয় করে নাই বা কিছুতে আশ্রয় পায় নাই—সেই মনই শান্তির অন্বেষণ করে !